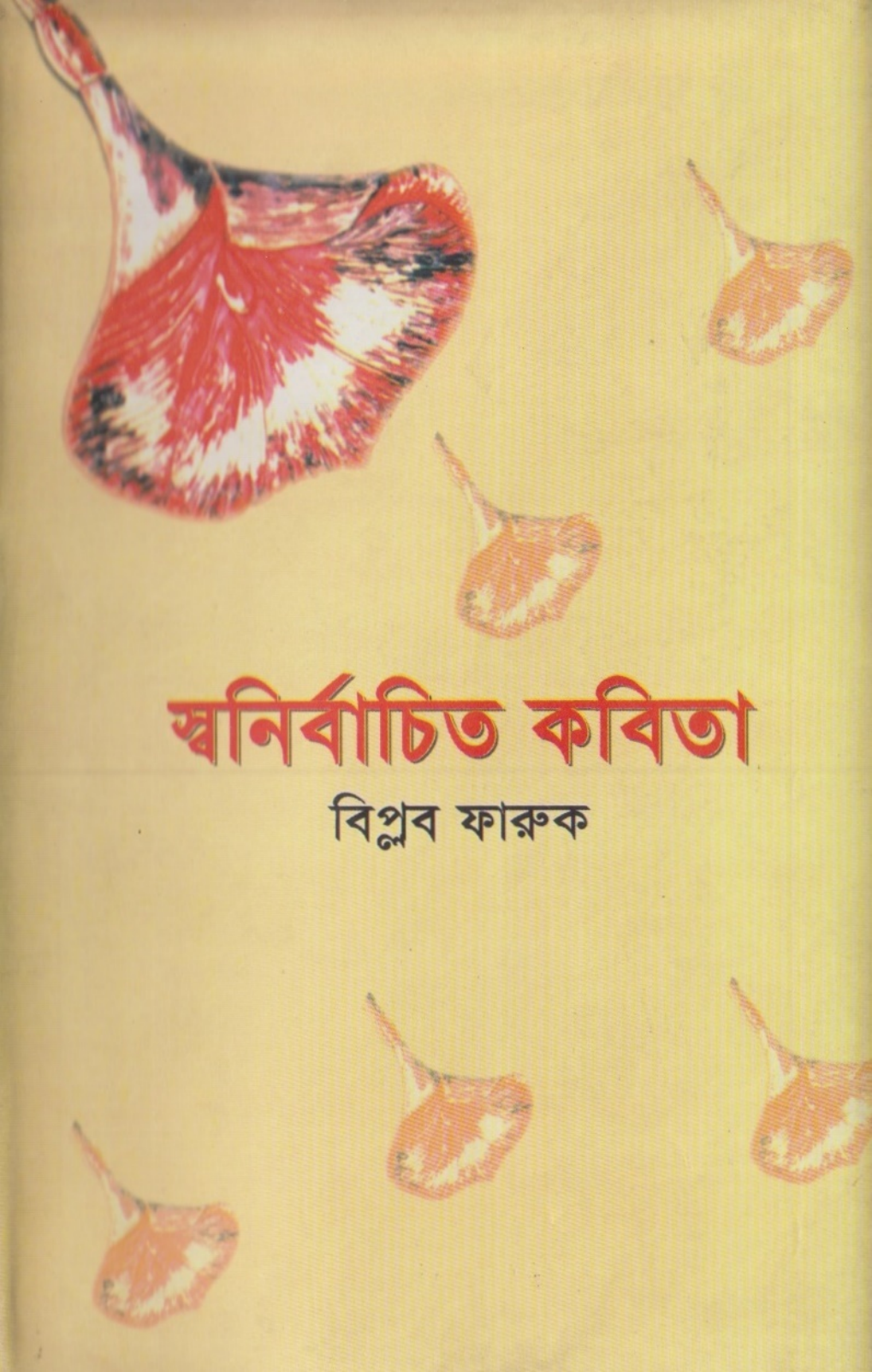

স্বনির্বাচিত কবিতা

বিপ্লব ফারুক

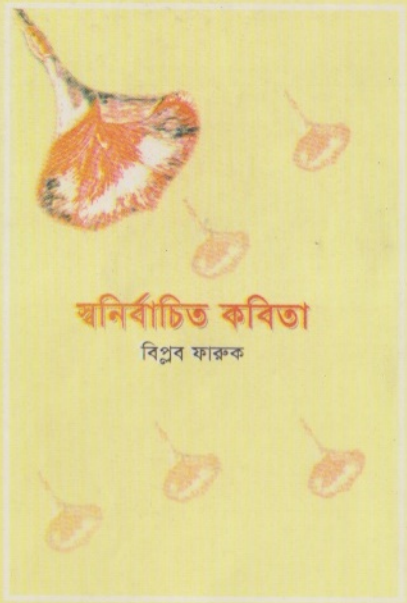

স্মরণীয় ঘটনা : বাবা-মায়ের অকাল মৃত্যু। যে মৃত্যু আজও তাঁকে কষ্ট দেয়। কাঁদায়। স্বজন হারানোর শোকে মুহ্যমান।

তিনি একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, গীতিকার ও কলামিস্ট। তাঁর জন্ম ১৯৭১ সালের মে মাসের ৩ তারিখে গ্রামীণ উচ্চবিত্ত সম্ভ্রান্ত সুন্নী মুসলিম পরিবারে। তাঁর পূর্ব-পুরুষ ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে সুদূর ইরাক থেকে ভারতবর্ষে চলে আসেন। তাঁর পূর্ব-পুরুষ প্রথম দিল্লী, পরে সিরাজগঞ্জ জেলার মণ্ডল'তে বসবাস শুরু করেছিলেন। এই মণ্ডল থেকেই তাঁর পূর্ব-পুরুষ টাঙ্গাইলের হুগড়া'তে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

প্রচ্ছদ : রফিকুল ইসলাম দুলাল

বিপ্লব ফারুক। পিতা : মরহুম মতিয়ার রহমান। মাতা : মরহুম সামর্থ বেগম। পিতামহ : মরহুম রহমতউল্লাহ মণ্ডল। মাতামহ : মরহুম ময়েনউদ্দিন মণ্ডল। গ্রাম : হুগড়া, ডাকঘর : আনুহলা, থানা ও জেলা: টাঙ্গাইল। ধর্ম : ইসলাম। পেশা : দেশের বৃহৎ স্বনামধন্য একটি প্রকাশনার সংস্থার নির্বাহী পরিচালক এবং লেখালেখি। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা : ৫০ অধিক। রেকর্ডকৃত গানের সংখ্যা : ৫০ অধিক। তাঁর প্রিয়ব্যক্তিত্ব বাবা-মা। প্রিয়আদর্শ : মহানবী [সাঃ]। প্রিয়নেতা : মজলুম জননেতা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী।

উল্লেখযোগ্য ঘটনা : উপন্যাস লিখে ১৪ মাস কারাবাস। পুলিশি সকল অভিযোগ মিথ্যে, বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে প্রমাণিত হলে হাইকোর্টের নির্দেশে মুক্তিলাভ। পরপর তিনবার সন্ত্রাসীদের আক্রমণে রক্তাক্ত অবস্থায় কোনভাবে প্রাণে বেঁচে যাওয়া। অদৃশ্যশক্তির সাহায্যে তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র আজও থেমে নেই এবং ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তাঁর প্রতিভা বিকাশের পথে নানামুখি বাধা সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। তিনি 'ম্যাস্টেস বিপ্লব' লেখক-নামেও লিখতেন। দ্বিতীয় ফ্ল্যাপে দেখুন

স্বনির্বাচিত কবিতা

বিপ্লব ফারুক

মিজান পাবলিশার্স

প্রকাশক
লায়ন আ. ন. ম. মিজানুর রহমান পাটওয়ারী
মিজান পাবলিশার্স
৩৮/৪ বাংলাবাজার (তৃতীয় তলা), ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১১২৩৯১, ৭১১১৪৩৬, ৭১১১৬৪২
মোবাইল : ০১৫২-৩৯১৩৪১, ০১৭১১-৪০০২১৮
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৭১১২৩৯১
প্রকাশকাল : ২১শে বইমেলা ২০০৭
গ্রন্থস্বত্ব
লেখক
প্রচ্ছদ
রফিকুল ইসলাম দুলাল
বর্ণবিন্যাস
লাভলী কম্পিউটারর্স
মুদ্রণ
লাভলী প্রিন্টার্স এন্ড প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রিজ (প্রাঃ) লিমিটেড
২৪ শ্রীশ দাস লেন, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১১২৩৯৫

ISBN
984-70010-0020-9
মূল্য
১৫০ টাকা ৳ ৫

Shawnirbachito Kobita Written by Biplob Faruque
Published By : Lion A. N. M. Mizanur Rahman Patoary
Mizan Publishers, 38/4 Banglabazar (2nd Floor), Dhaka 1100
Printed By : Lovely Printers & Packaging Industries (Pvt.) Limited
24 Srish Das Lane, Dhaka 1100.

উৎসর্গ

তানিয়া সুলতানা লাভলী

এইপথ ফুরোবে না, দীর্ঘ হয়ে যায়
সুন্দরের মাঝে মন সুখ খুঁজে পায়

আমার কবিতা হোক বাংলাদেশের হৃদয়

সাহিত্যের কোন্ শাখাটি সবচেয়ে কঠিন এবং কালজয়ী— এমন প্রশ্নের উত্তর বোদ্ধা পাঠকদেরই জানা আছে, আর তা হলো কবিতা। কবিতা পাঠ করলেই বোধগম্য হয় না। তার জন্য থাকা চাই জ্ঞান আর কল্পনা বিলাস মুন্সিয়ানা মন। তেমনই কবিতা লিখলেই আর তা হয়ে ওঠে না কবিতা। হয়ে ওঠা কবিতা ক'জনই বা লিখতে পারছি? এই হয়ে ওঠা কবিতা লেখার জন্য থাকা চাই জন্মগত কবি- প্রতিভা। দ্বিতীয়ত জ্ঞানের পাণ্ডিত্য। বাংলাদেশে অসংখ্য কবি কবিতা লিখছেন। তাদের মধ্যে দু'একজনের কবিতা হয়ে উঠছে। আর কবিতার মতো করে পংক্তি সাজালেই কবি-বনে কবিত্ব কুড়িয়ে পাওয়া যায় না। যাক সেসব কথা। আমি সেই দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়াকালে ছড়া কবিতা লেখা শুরু করেছিলাম, আজো লিখছি। এই কবিতার টানে বৈষয়িক হতে পারিনি। দুঃখ-কষ্ট এবং পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের তাচ্ছিল্য উপেক্ষা করে আজো সাহিত্যচর্চা অব্যাহত রেখেছি। এ যেন এক কঠিন জীবন। যে জীবন দেশ-জাতি ও বিশ্বমানবকে ভালোবেসে নিঃস্ব হয়, কিছুই পায় না প্রতিদান।

আমার কবিতা হয়ে উঠছে কিনা এমন দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগি না। আমি কবি, কবিতা বুঝি। কবিতার বোল শুনতে পাই। তাকে সম্পূর্ণ পেতে চেষ্টা করছি। তারপরও আজকে যে কবিতা লিখেছি, তা আগামীকালই মনে হবে, আরো ভালো লেখা যেত। এমন অতৃপ্ত মন নিয়ে পঁচিশটি বছর ধরে লিখছি। আর দিনরাত কবিতার সঙ্গে থাকছি, কথাও বলছি।

'স্বনির্বাচিত কবিতা' কাব্যগ্রন্থটিতে যেসব কবিতা সংকলিত হল, সেসব কবিতা আমার প্রকাশিত বিভিন্ন কাব্য গ্রন্থ থেকে বাছাই করে নেয়া। কবিতা যারা বোঝেন, 'স্বনির্বাচিত কবিতা' কাব্যগ্রন্থের প্রতিটি কবিতাই তাদের ভালো লাগবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি কবিতা লিখি আমার আত্মার তাগিদে। সেই তাগিদ কল্যাণ আর মানবতার কলরোলে মুখরিত।

আমার কবিতা হোক বাংলাদেশের হৃদয়।

বিপ্লব ফারুক
০১৭১৮১১৭৭৫৫
০১৭১৫৪৫৭২৩৪

সূচি

উকুন শকুনের কবিতা ১১
করেন শুধু লেখালেখি ১১
ফাঁদঘর ১২
উকুন-শকুন স্বার্থ চোষে ১২
সবুজ ঘাসের কষ্ট ১৩
আমাদের দিনকাল ১৩
অকবিতা ১৪
লজ্জাঘর ১৪
বাংলাদেশ ১৫
কষ্টে সুখ নিরবধি ১৫
তোমাকে পাব না ১৬
মেঘ ভেসে যায় ১৭
বিরহের দ্রোহ ১৭
আমরা ছুটেছি অন্ধকারে ১৮
ডুবে সুখ পাবো ১৮
ভালোবাসা দাও১৯
স্বপ্নঅলা ১৯
ফুলঝরা ভোর ২০
দেবো না ২০
জন্ম একটাই ২১
শিল্পী ২২
ঘটে গেলে টের পাবে ২২
বস্ত্র ও অস্ত্র ২৩
ফিরে ফিরে আসা ২৩
শব্দ ২৪
জোছনা ২৪
২৫ কল্পলোকে স্মৃতি দোলে
২৫ তোমাকে
২৫ আয়ুকাল
২৫ হা, না-র ইতিকথা
২৬ আমার কী দোষ
২৭ প্রত্যয়
২৭ ওঠো আলীর স্বভাবে
২৮ বাতাস সংস্কৃতি
২৮ আমাদের বাঁচা
২৯ আঁধারের জয়গান
২৯ তুমিই সন্ত্রাসী যুদ্ধ অপরাধী
৩০ তুমি যে আমার সুখ
৩১ আমরা কবি
৩১ আমার শিক্ষক আমি
৩২ অপেক্ষা আমার প্রেম
৩৪ মালাউনপুত্র
৩৪ বিজয় মাসের চাঁদ
৩৫ ভাসানীর দ্রোহ
৩৫ যুদ্ধ হবে নো'লে
৩৬ শরীর-গ্রহণ
৩৬ ঠোঁটে গোলাপ ফোটাবো
৩৭ ওলকচু
৩৭ মৃত্যুর গান ও দেহভোজ
৩৮ চাঁদের গল্প
৩৯ মাংসল প্রভুকে
৩৯ অরক্ষিত বসবাস

আমাদের দেশচিত্র ৪০
আনন্দদা, তোমাকে ৪১
শোষিত পৃথিবী ৪১
নারী ৪২
তুমিই শেষে ৪২
যখন শৈশব ৪২
রাসূলের ডাক ৪৩
নগর বাউল ৪৩
আল মাহমুদের জন্মদিনে ৪৪
কাঁদতে রাজি নই ৪৪
ওদের টার্গেট আমি ৪৫
স্বপ্ন ৪৬
কৃষকনেতা ৪৬
সেই হেমন্তে ফিরে যাই ৪৬
বাউল ৪৭
সুন্দর তোমার কাছে নতজানু ৪৭
শিকড় ৪৮
দেশ কারো পিতার তালুক নয় ৪৯
দেশ-দর্শন ৪৯
স্বপ্নরা মুক্তি চায় ৪৯
পাতার কীর্তন ৫০
কবুল ৫১
ছলনা প্রাচীন ৫১
গানের কোকিল ৫১
পূর্ণতার পূরণ ৫২
চন্দ্র-বিলাস ৫৩
আকাশ-মাটি-জল ৫৩
কান্না-সুর শুনতে পাই ৫৪
দ্রোহী স্বগতোক্তি ৫৪
আমার আকাশ ৫৫
আজন্মের শূন্য ৫৫
প্রিয় বাংলাদেশ ৫৬
বৃক্ষ ও মানুষ ৫৬
মগজ চেটে সমাজসেবক ৫৭
ইঁদুর কেটেছে প্রেম ৫৭
৫৮ তছনছ হয়ে যাই
৫৮ গণশত্রু তাঁড়াবার দিন
৫৯ সন্ত্রাসে ছেয়েছে পৃথিবী আমার
৬০ পুরোনো চক্রান্ত
৬২ এখনই সময়
৬৩ প্রকৃতি দুয়ার খোলো
৬৩ হয় না সে বিক্রি
৬৪ ভাঙা বুকে দ্রোহের ঢেউ
৬৪ খোদা সহায়
৬৫ জহুরী
৬৫ ষড়যন্ত্র রুখবোই
৬৬ আঁধার হটাবো সুতীব্র সংগ্রামে
৬৭ উপায়ের গল্প
৬৭ আমার শৈশব এবং যমুনা
৬৮ অদৃশ্যশক্তির তথ্য সন্ত্রাস
৬৯ চাকা
৬৯ উদ্যত বিদ্রোহ
৬৯ অবস্থা বদল
৭০ সততা কোথাও নেই
৭১ কবিদের ঘোষণা
৭১ অস্তিত্বালো
৭২ আকাশে বৃষ্টির কান্না
৭২ পৃথিবী এবং কবি
৭৩ সুন্দর সকাল
৭৪ সমুদ্র, মৃত্তিকা ও আমি
৭৪ প্রেমের নৃতত্ত্বে সত্যান্তিত্ব
৭৫ নেড়ী কুকুর
৭৫ মৃত্যু না প্রেমের আয়ু
৭৬ মুখাবয়ব
৭৭ দ্বিতীয় সাধন
৭৭ দ্রষ্টব্য
৭৮ যোগ্যপাত্রী
৭৮ না, মানুষ-মনুষ্যত্বে থাকে
৭৯ অধরা
৭৯ কবি বনাম খুনি

হাইসোসাইটির কলগার্ল ৮০
বোধিকা ৮১
আসবো না ফিরে এই বাঙলায় ৮১
নৃত্য ৮২
কষ্ট কষ্ট প্রেমে ৮২
ফিরে যাওয়া ৮৩
অন্যরকম চেষ্টা ৮৩
এই ধরো ৮৩
নক্ষত্রেতিহাস ৮৪
সৃষ্টিদ্রোহ ৮৫
প্রথম ভাঙন ৮৫
সূর্য, পৃথিবী ও আমি ৮৬
সুখের স্বদেশে আছি ৮৭
দিব্যি ভুলে ভালো আছি ৮৭
কার জন্যে ৮৮
অদৃশ্য কূটচালে মনের মসজিদ ভাঙে ৮৮
মন, শরীর ও আমি ৮৯
কাক বনাম রাষ্ট্র বিষয়ক কবিতা ৯০
দ্রোহী জলকণা ৯১
শব্দ ৯১
বৃক্ষছায়া ৯২
ভালোবাসার তানপুরাতে ৯২
ঘর-প্রেম-পাবে ৯৩
সোনালী ঠিকানা ৯৩
রক্তবন্যা ৯৩
ইতিহাস সাক্ষী ৯৪
কষ্ট কষ্ট খেলা ৯৫
কান কথা মিথ্যে ৯৬
গোলাপ আমার প্রেম ৯৬
পিতা ৯৭
প্রেমিক হৃদয় ৯৮
শিল্প ৯৯
প্রেমালাপ ১০০
আধুলি ১০০
চোখেষু ১০১
১০১ ব্যর্থতা ও স্পৃহা
১০২ তুচ্ছ
১০২ আমি আমিই থেকে যাই
১০৩ বাঙালিপনা
১০৪ হৃদয় পাথর নয়
১০৪ অত:পর মানুষ
১০৫ দু:খ-সুখে
১০৫ জাগো কৃষকেরা সমগ্র স্বদেশ
১০৬ যৌবন
১০৭ যত আশা যত ভয়
১০৭ প্রেমের বিজয়
১০৮ কেঁদেছি অবুঝ প্রেমে
১০৯ অদৃশ্য জগত
১০৯ নশ্বর
১১০ প্রথম প্রেম
১১০ বৃক্ষ ও দু'জন
১১১ প্রেমের পদ্য
১১১ ঘুচে যাক অন্তর্লোক
১১২ আমি যদি
১১২ দেখা ও শেখা
১১৩ বর্ণমুখ
১১৪ অর্ধেক প্রেম অর্ধেক দ্রোহ
১১৪ ভ্রূণহত্যা
১১৫ আঙুল
১১৫ ঘুম ভাঙাবার গান
১১৫ আমাকে নিয়ে কবিতা
১১৬ ক্ষুধা
১১৭ রক্ত মাংসের মানুষ আমি
১১৭ আমাদের দাবি
১১৮ ঘুষ
১১৮ যুবকেরা
১১৯ দরোজা
১১৯ মানুষ
১২০ কয়েল
১২০ কবি ও শ্রোতা

তেলাপোকা ১২০
তুমি সুখে আছো বেশ ১২১
লোকটা ১২২
বাংলাদেশে ১২২
একালে সেকালে আমি ১২৩
মানবতা ১২৩
বিড়াল ১২৪
দু'বিঘা জমিন পুনর্বার ১২৪
দেয়াল ১২৫
জল ১২৫
আমাকে রাঙাও সুন্দরে তুমি ১২৬
না বলার ঝড় ১৪৩
নারী ও কবি ১৪৩
শিরোনামহীন ১৪৪
যা ছিল প্রেমের ১৪৪
আনন্দে ঝরুক অশ্রু ১৪৫
গ্রাম্য কিশোর ও আমি ১৪৬
আমি ও নদীর স্বপ্ন ১৪৬
দুরন্ত জীবনকাল ১৪৭
প্রেমের বকুল ১৪৭
স্বপ্নের দুয়ার খুলে এসো মধ্যরাতে ১৪৮
১৪৮ একালের বনলতা সেন
১৪৯ চিঠি
১৪৯ অসভ্য, ছি
১৫০ বরণীয় ভালোবাসা
১৫০ সোনালি কষ্ট
১৫১ প্রেমিচ্ছা
১৫১ নারীর সঙ্গে রাত্রিযাপন
১৫২ চাই
১৫২ দ্বিতীয় জীবন
১৫৩ স্বপ্ন না, কল্পনা
১৫৪ না
১৫৪ শত্রু এবং নৌকো
১৫৫ মা
১৫৬ অকারণ
১৫৬ শ্রম মূল্যহীন চাকুরে
১৫৭ শত্রু-লড়াই
১৫৭ মানুষ এবং পাখি
১৫৮ মাটির জীবনে স্বর্গের সুখ
১৫৮ ঘর ও দোলা
১৫৯ মাটিপুত্র
১৫৯ নাড়া হবে ভস্ম

উকুন শকুনের কবিতা

সবুজ শস্যের মাঠে মৃত পশু পড়ে নেই
তবু কোথা থেকে উড়ে এসে নেমেছে শকুন,
আধাপাকা ধান আর সব্জির বাগানে—সব
মাড়িয়ে করলো শেষ, বাসা বেঁধেছে উকুন
আমাদের স্বাধীনতা প্রিয় মগজের ভাঁজে—
ক্ষুধার্ত জাতির মুখে ঋণাহার তুলে দিতে
সাম্রাজ্যবাদের থাবা মানবতা খাচ্ছে চুষে
শুধু আজ কোনমতে বাঁচতে বিকিয়ে দিতে
ভবিষ্যত—প্রস্তুত আমরা। দেখি না আঁধারে
আগামী দিনের আলো কোন্ গৃহে আছে বন্দি?
ব্যক্তি স্বার্থে ব্যতিব্যস্ত—দেশ যাচ্ছে রসাতলে
বিদেশী ঋণের স্বত্বে রয়েছে কঠিন সন্ধি!

আমাদের ভবিষ্যত আমরা ক'জন খাই
সবার উজ্জ্বল দিন আঁধারে ঢেকেছে তাই।

করেন শুধু লেখালেখি

কিশোর কবি রঙিন ছিল স্বপ্ন দেখে
বলতো সবাই, দুষ্ট ছেলে পদ্য লেখে?
বন-বাদাড়ে, ঝিলের ধারে, খেলার মাঠে
ছুটে যেতো, বসতো না মন পড়ার পাঠে।
বোশেখ মাসে আম-বাগানে দুপুর বেলা
খাতার মাঝে চলতো কবির লেখার খেলা।
পরীক্ষাতে শূন্য পেতো কিশোর কবি
অংক খাতায় এঁকে দিতো ব্যাঙের ছবি।
ভূগোল খাতায় লিখে দিতো ছন্দ-ছড়া
দেখে হতো শিক্ষকের চোখ ছানাবড়া।
সেই কিশোর আজ তরুণ কবি ভাবছে বসে
জীবন খাতায় দেখছে শূন্য অংক কষে।
গাড়ি-বাড়ি, অর্থকড়ি হয়নি কিছু
শত্রুর মতো নিয়েছে আজ কষ্ট পিছু।
সেই কবি কে, পড়েছেন কী—বলেন দেখি,
বিপ্লব ফারুক, করেন শুধু লেখালেখি।

ফাঁদঘর

প্রতিভাকে ছিঁড়ে-ফুঁড়ে খায় ষড়যন্ত্র!
শিকল পরাতে চায় যারা—বাংলাদেশ
পিতৃধন মনে করে চেটেপুটে খায়
নিধন করতে চায় প্রতিবাদী ভাষা

আমার রূপসী প্রেম চলে যেতে চায়
অন্য কারো ফাঁদঘরে। ভাতঘর শূন্য
বলে আজো প্রোটিনের বদলে সবজির
সালুন চলেছি রেঁধে। হাড়কাঁপা শীতে
ধানভানা গীতে খুঁজি সরল বধূর
অবয়ব, মনে হয় তখন আমার—
শহুরে প্রেমিকা নয় গ্রামীণ অবুঝ!
শ্বেত-পাথরের মতো সে যে নকশীগাঁথা
চড়ামূল্যে বিক্রি হয়ে যায় তার কাছে
যার আছে গাড়ি-বাড়ি আর কোটি টাকা!
অর্থহীন প্রেমিকের চোখে জল আসে
প্রেম হারাবার ভয়ে! ষড়যন্ত্র তাই
লেলিয়ে দেয় কি সবুজ প্রেমের পিছে
টাকাঅলা? ফাঁদঘর বোঝে না রূপসী....,
বুঝে গেলে সে অবুঝ হয় প্রেমে—দেহে
টাকাঅলা হেরে যায় প্রেমের সীমান্তে।

উকুন-শকুন স্বার্থ চোষে

মাথার উকুন নিরাপদে করছে শোষণ
বিশ্বমাতা করছে ভয়ে ভরণ-পোষণ।
চুলের গোড়ায় ঘা উঠেছে চুলকিয়ে তাই
দিনে রাতে কষ্টমাখা আনন্দ পাই!
ক্ষুদ্র প্রাণী উকুন তবু বড় শোষক
স্বার্থ হাসিল করতে শকুন পৃষ্ঠপোষক।
উকুন শুকুন মিলেমিশে স্বার্থ চোষে
দেশে দেশে অর্থ দিয়ে চামচা পোষে।
এ দু'জনের জ্বালাতনে বিশ্বমাতা

নিরাপদে বাঁচতে খোঁজে সবুজ ছাতা।
রক্ত ওরা ভালোবাসে চুষে নিতে
রক্তনদী শুকিয়ে গেছে দিতে দিতে।

তিলে তিলে মরার আগে হবে লড়াই
ভেঙে দেবো ওদের যত স্বার্থ বড়াই।

সবুজ ঘাসের কষ্ট

ঢেকেছে সূর্যের মুখ—জলের সাগর
বেড়াচ্ছে আকাশে ভেসে। পৃথিবীর বুকে
বৃষ্টি হয়ে নামছে জল—শ্রাবণের দিনে
একলা ঘরে শুয়ে আছি, কাজ নেই হাতে....,

পুরোনো মায়ায় ভাবছি তোমাকে এখন
আমাকে ভাঙতে চেয়েছি বিরহ-কষ্টে
পারিনি, জিতেছি প্রেমে—সবুজ ঘাসের
কষ্ট নিয়ে দীর্ঘপথ হেঁটে যাচ্ছি একা
শিশির বিন্দুর মতো কষ্টগুলো আজ
আমাকে ছোঁয়নি, ছুঁয়েছে মনের স্বপ্ন
দিন রাত তাই আমি সৃষ্টিতে ভিজেছি
হয়তো ভিজবো আরো অবুঝের দেশে।

আমাদের দিনকাল

আমার মগজ খায় শোষণের পোকা
দেখিয়ে স্বপ্নের সুখ দিয়ে যায় ধোঁকা।
যেখানে ছিলাম—সেখানেই থাকি পড়ে
ভেঙে যায় সুখ-গৃহ শোষণের ঝড়ে।
রূপালী চাঁদের মতো আমাদের সুখ
দেখে না কখনো কেনো—অন্ধকারে মুখ?
একডালা দুঃখ নিয়ে আমাদের চলা
তার জন্য হলো কেনো জন্ম নিয়ে জ্বলা।

বিষদাঁত বড় তার পৃথিবী সমান
সে তাজা মানুষ খায়—পেয়েছি প্রমাণ।
মাটি-বৃক্ষ, অধিকার ইচ্ছেমত খায়
মহাশক্তি কষ্ট দিয়ে মহাসুখ পায়।
আমি শুধু তার মুখে ঘৃণায় থু দিই
পৃথিবীর কষ্ট বুঝে প্রতিশোধ নিই।

অকবিতা

অকবিতা লিখে তারা দাবি করেন কবি
হয় না তবু সেই লেখাতে আঁকেন নারীর ছবি।
ভাষার ওপর সনদ নিয়ে ডক্টর হয়ে গেলে
ভার্সিটিতে পড়ানো'র পদ হাতের কাছে পেলে—
মোড়লগিরি দেখান তারা যেন মহাকবি
ধুলোয় আঁকেন রুগ্ন ভাষায় অকবিতার ছবি।
তার ওপরে টাকাঅলা, রাজকেদারার আমলা
কবি হতে করেন তারা গান-কবিতায় হামলা।
বাংলা-একুশ পদক তারা নিজের নামে নিচ্ছে
জাত-কবিদের আড়াল রেখে দেশকে ধোঁকা দিচ্ছে।
কবি হতে যা লাগে না—শক্তি-টাকা-সনদ
তিনিই কবি যার রয়েছে কবি সত্তার রসদ।

জন্মগত কবির সংখ্যা হাতেগোনা ক'জন
কষ্টে ভরা জীবন নিয়ে গান-কবিতাই স্বজন!
ডক্টর-আমলা-টাকাঅলা গায়ের জোরে কবি
কালের বিচার ফেলবে ছিঁড়ে অকবিতার ছবি।

লজ্জাঘর

গ্রহণ লেগেছে বুকে—মাটির মানুষ আমি
সেই গ্রহণ তাড়াতে ভালোবাসার মানুষ
খুঁজে ফিরি এ তল্লাটে দিনরাত প্রতিদিন।
আঁধার জড়ানো মনে প্রেমিচ্ছা চলেছে কেঁদে
শারীরিক ভালোবাসা দারুণ অসুখে ভুগে

হারিয়ে ফেলেছে ধৈর্য, শরীরের দাস আমি
তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোথায় পালাবো আজ?
সে চাওয়ায় বলে চাই নারীর সান্নিধ্য স্পর্শ।

যতক্ষণ একা থাকি বেশ ভালো থাকি আমি.....।
একান্ত সান্নিধ্য দিয়ে সুখ পেতে আসে নারী
তখন ইচ্ছেরা বাধ ভেঙে যেখানে সেখানে
অধিকারচর্চা করে চঞ্চল দৃষ্টির বাইরে।
মাটির স্বভাবে গড়ে শেষে ভেঙে যাই আমি
প্রেমের গ্রহণ তাড়াবার জন্য লজ্জাঘর!

বাংলাদেশ

সেই আকাশে বৃষ্টি ছিল, মেঘ ছিল না কোনো
ভালোবাসার ফলতো ফসল সবার বুকে—শোনো।
এই আকাশে মেঘের হানা, কোথায় গেলো বৃষ্টি?
স্বদেশপ্রেমের মৃত্যু-সনদ—শোষণ যেনই কৃষ্টি।
সেই আকাশে উড়তো পাখি স্বাধীনতার দেশে
বৈরী শাসন রুখতো স্বদেশ তিতুমীরের বেশে।
এই আকাশে স্বাধীনতা নজরবন্দি আছে
দেশের সবাই জিম্মি আছি শোষক-দলের কাছে।

শোন্ তরুণী আয়রে তরুণ জাগতে হবে সবার
দেশের জন্য লড়াই করে শহীদ হলাম ছ'বার।
সাতের বারে দেশের শত্রু পাবে না আর রক্ষে
যুদ্ধে যাবো একাত্তরের সাহস নিয়ে বক্ষে।
আমার মাটি তোমার মাটি শত্রুমুক্ত হবে
বুক উঁচিয়ে পৃথিবীতে বাংলাদেশটি রবে।

কষ্টে সুখ নিরবধি

মাটির ভেঙেছে বুক—সৃষ্টির হয়েছে জয়....
নদীর হয়েছে জন্ম—জল নিরবধি বয়!
আমিও মাটির মতো ভাঙাগড়া বুক নিয়ে
বেঁচে আছি, বিরহের অফুরন্ত প্রেম দিয়ে।

গড়েছি প্রেমিক মন—এখন আমার তাই
যখন যেমন থাকি সুখী—অনন্য এটাই।
লোভের বদলে তুষ্টি অল্পতে পরম সুখ
জীবনের সব দূর হয়েছে 'না' পাওয়া দুখ!

মাটির মানুষ আমি মাটির স্বভাব পেয়ে
একক প্রেমের নয় মানুষের গান গেয়ে.....,
গোলাপ ফুটিয়ে গন্ধ বিলাই সবার নাকে
আকাশের মুক্তপ্রেম স্বপ্নলোকে জেগে থাকে।
ব্যর্থপ্রেমে না হয় হয়েছে শূন্য বুক নদী,
বিরহে চিনেছি প্রেম—কষ্টে সুখ নিরবধি।

তোমাকে পাব না

তুমি পারবে না আমাকে ফিরিয়ে দিতে
স্বপ্নময় মনের অতীত
কেবল তোমার জন্য সে অতীতে কষ্ট ছিল,
তুমি নিজে যে কষ্টের
সূত্র ছিলে—আবৃভার ফাঁদে ধরা দিয়ে
অস্বীকার করেছিলে প্রেম
আমার সোনালি ভবিষ্যত ভ্রূণ করেছিলে খুন
স্বার্থপর নারী
আমাকে আঁধারে ফেলে আলোর সন্ধানে নারী
যার হাত ধরে বলেছিলে
রাজি, বাসর রাতেই জেনেছিলে সে তোমাকে নয়
আমার নিকট থেকে
কেড়ে নিয়ে আবৃভার চক্রান্তকে করেছে সার্থক।
সারারাত কেঁদে
কপোল ভিজিয়েছিলে, অনুতাপে কষ্ট পেয়েছিলে।
যে কষ্ট এখনো
তোমাকে কাঁদায়। এও জানি, তোমাকে কাঁদাবে
যতদিন বেঁচে রবে
তোমার বিবেক দোষী হবে প্রতিদিন
তোমার সুপ্রীম আদালতে।
এখানো আমার প্রেমের সমুদ্রে চক্রান্তের
জাল ফেলে রাখে তারা,

তোমাকে হারিয়ে দেবদাস হইনি, নেশায় আসক্ত হইনি বলে
অন্তত তাদের শিকারের মাছ হইনি। আমার এখানেই জয়
তোমাকে পাবো না বলে অন্যকে পাবার আশা
পুষি না আমার মনে।

মেঘ ভেসে যায়

আকাশ যায় না ভেসে, মেঘ ভেসে যায়।
আমি যাইনি কখনো অচেনা সুদূরে....,
গিয়েছে আমার মন। সবুজাভ গাঁয়
অপলক দাঁড়িয়েছি অক্লান্ত দুপুরে
কলেজ পড়ুয়া তরুণীরা ফিরছে ঘরে
একজন ঠিক যেন খুঁজে ফিরি যাকে,
পিছু নিয়ে বাড়াই পা মেঠোপথ ধরে
সে ফিরলো গৃহে—অতীত আমাকে ডাকে।
ফিরে আসি শহরের সুসময়ে আমি
মনটাকে রেখে আসি তরুণীর কাছে
সারারাত তৈরি করে হৃদয়ের ডামি
সন্ধ্যাপর্বে জেনে যাই যোগে ভুল আছে।

আমার পছন্দে থাকে ভুলে কষা যোগ
কি দিয়ে সারাই বলো হৃদয়ের রোগ।

বিরহের দ্রোহ

তুমি পদ্মফুলের সৌন্দর্য হয়ে কি আমাকে
জোছনা রাতে ছাদে বসে আকাশের গল্প বলে
কিছুটা হলেও কষ্ট ভোলাবে? আমার কষ্ট
কাঠপোকা হয়ে কুটকুট করে কেটে মন
গুঁড়ো করছে, আমি এর থেকে রক্ষা পেতে আজ
মোড়ানো অবুঝ প্রেমে রমণীকে খুঁজে ফিরি।

প্রকৃতি আমাকে যৌবন দিয়েছে, তার আছে
চাওয়া-পাওয়া। এর ব্যতিক্রম ঘটছে বলে জানি

পৃথিবীর প্রথম মানুষ আদমের মতো
হেরেছি স্বপ্নের কাছে। হাওয়া কি হাওয়ার মতো
ভালোবাসা নিয়ে উড়ে সুদূর অজানা দেশে
আড়াল করেছে প্রেম, শত বছরের আগে
তাকে কি পাবো না আমি? কতবা পরীক্ষা দেব!
ধৈর্যের সীমানাপুরে বিরহের দ্রোহ শুরু।

আমরা ছুটেছি অন্ধকারে

আমরা এমন এক সময় করবো অতিক্রান্ত
সরল রবে না বাতাসের গতিবিধি—জটিলের
আধিপত্যে। সৃষ্ট দূষিত জীবাণু বাতাসে বেড়াবে
ভেসে হন্তারক স্বভাবে। আমরা বাঁচবার জন্য
নিরাপদ গুহা খুঁজে—সেখানেও পারবো না জানি
বাঁচতে, বাতাস সেখানেও থাকবে। বাতাস থেকে
জীবাণু সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে জোয়ারের মতো।

বাতাসের কি দোষ, আমরা স্বার্থ চরিতার্থ করে
পৃথিবীর ভবিষ্যত ছিঁড়ে ফেলছি দয়াহীনভাবে
পুরোনো কাপড় ছেঁড়ার মতোই। অথচ পৃথিবী
আমাদের অমূল্য নিবাস, সে কাপড় নয় জানি
তারপরও তার সুস্থতার জন্য ক্রূরতাবিহীন
মানুষ হচ্ছি না কেউ। আমরা ছুটেছি অন্ধকারে
পৃথিবীর মৃত্যুর অশেষ নাম, রোজ-কেয়ামত।

ডুবে সুখ পাবো

শুধু একবার খুলে দাও সমুদ্রের দ্বার
ইচ্ছে করে তোমার শরীরে শরীর সাধার।
না বা দেখলাম সমুদ্রের দেশে কিবা আছে
ডুবে সুখ পাবো—বড় সেটি আমার কাছে?
খোলো দ্বার ডুব দেবো পূর্ব-পুরুষের মতো
দূর করে দিতে চাই শরীরের কষ্ট যতো?
শরীরের ভাঁজে ভাঁজে জমে থাকা কষ্ট

অসুখের সঙ্গী হয়ে সুখ করছে নষ্ট।
মিথ্যাশ্রিত মিষ্ট কথা শিখিনি জীবনে
একা যদি পেয়ে যাই তোমাকে গোপনে....,
শারীরিক চাহিদার মিটাবো কামনা
সেই স্মৃতি কোনোদিন ভুলে তো যাবো না?
তোমাকে পাবার জন্য খুলে রাখি দ্বার
ভালোবেসে পেতে চাই—শরীর তোমার।

ভালোবাসা দাও

আমি বিত্তশালী জগত-বিখ্যাত কেউ নই!
ব্যর্থ মানুষের প্রতিকৃতি আমি, ভালোবাসা
আমাকে করেছে প্রবঞ্চিত। কষ্টের বিবরে
কেটে যাচ্ছে প্রতিদিন। সারারাত রমণীকে
আদর দেবার ইচ্ছে বুকে পুষে বেঁচে থাকি
ভোররাতে ঘুম থেকে জেগে টের পেয়ে যাই
বালিশ ভিজেছে বিরহের জলে, অনেক্ষণ
ভেবে বুঝি স্বপ্নে হয়তো কেঁদেছি তোমার জন্য।

তোমাকে পাই না বলে রসগোল্লা মনে হয়
পেয়ে গেলে মনে হবে সহজলভ্যের দ্রব্য
যাকে যখন তখন পাওয়া যাবে বিনামূল্যে
তুমি কোন্ জনকের কন্যা, দেখা দাও আজ
তোমাকে খুঁজতে গেলো চৌত্রিশ বছর কেটে।

সাধারণ প্রেমিকের চাওয়া, ভালোবাসা দাও।

স্বপ্নঅলা

সেই হতে স্বপ্নঅলা-অকাতরে বিলিয়েছি
প্রেম আর বিদ্রোহের। এখনো জেগেই আছি....,
দেখতে দেখতে স্বপ্ন হঠাৎ উঠবে জেগে
শোষিত জাতির বোধোদয়ে। ঘটবে তখন
ভয়াবহ গণদ্রোহ—অধিকার প্রতিষ্ঠার

জাগরণ ক্ষুধিত পাষাণ হবে। শোষকের
সাম্রাজ্য দলিত হবে সাম্যের জোয়ারে—দেশে
উড়বে আবার শান্তির বলাকা ঘরে ঘরে।
সুবিধা বঞ্চিত কোটি কোটি খেটে খাওয়া হাত
তারা জানে, এ দেশ সবার। কালো পথে হেঁটে
সম্পদ ও ক্ষমতার পাহাড় গড়েছে বলে
দেশের মালিক নয়, তারা এ মাটির শত্রু।
তাদের বিচার হবে স্বপ্নকে হত্যার জন্য
মাটির কসম, স্বপ্নের খুনিকে বাংলাদেশে
খুঁজে খুঁজে বের করা হবে। তারপর জানি
শোষণ বঞ্চনামুক্ত স্বদেশ গড়বে ওরা।

ফুলঝরা ভোর

হাসিঝরা আমাদের সেই সন্ধ্যেবেলা
বিরহের দিনে আজো করছে স্বপ্নখেলা।
সন্ধ্যে আসে চলে যায় রাতের আঁধারে
ঘুমহীন জেগে থাকি কান্নার আষাঢ়ে।
আসবে কখন সন্ধ্যা—অপেক্ষার পালা
পড়বে তখন মনে হারাবার জ্বালা।
একা ভাসি কান্না জলে—তবু মনে হয়
বিচ্ছেদে হয়েছে বন্ধু আমাদের জয়!

মিথ্যে বলা জানি পাপ তাই বলছি সত্য
ছিলাম হৃদয় পেতে সাধনাতে মত্ত।
শরীর চাইনি বলে বাড়াইনি হাত
খাইনি সুযোগ পেয়ে প্রেমভরা ভাত।

আজো আসে সন্ধ্যা শেষে ফুলঝরা ভোর
তোমার আশাতে বন্ধু খুলে রাখি দোর।

দেবো না

দেবো না মাটি ও ঐতিহ্যকে। আমাদের
অতীত গর্বের। যুদ্ধে পেয়েছি ফিরিয়ে....,

দেবো না হারিয়ে যেতে শত্রুর চক্রান্তে।

যুদ্ধে যেতে যেতে আজ দুর্বিনীত যোদ্ধা।

কোমল যেমন শত্রু বিনাশেও কঠিন
অস্ত্রে সজ্জিত শত্রু পরাজিত হয়
আমাদের চেতনার বিদ্রোহের কাছে
ভেবো না দুর্বল—বীর জাতি যুগে যুগে!

কসম, মাটি ও ঐতিহ্যের আগ্রাসন
বিরুদ্ধে রুখে দেবো অতীতের মত
তোমাদের পালাবার পথ হয়ে যাবে
অবরুদ্ধ বাঙালির তীব্র আক্রমণে
আমরা মরতে জানি—পরাজিত হতে
জানি না, সত্যেতিহাসে সে কাহিনী আছে

জন্ম একটাই

আমাদের জন্মের জীবন একটাই। কেন
ভয় পাবো মৃত্যুকে? প্রতিটি মুহূর্ত মানি
মৃত্যু ডাকছে, যদি মরি মরবো বীরের মতো
আমাদের বাঁচা বীরের। কোনোদিন বীর
নোয়ায় না শির শত্রু-দস্যু মানুষের ভয়ে
নত হতে শেখে সে মৃত্যুর মালিকের কাছে
শত্রু-দস্যু মানুষ মৃত্যুর সে মালিক নয়
আমরা ভেঙে দেবো আজ আধিপত্যবাদ শক্তি।

কাপুরুষ যারা, মানুষকে ভয় পায় তারা
আমরা নই কাপুরুষ, মহাপুরুষের শক্তি
আমাদের মনোবল। জয় হবে কোনোদিন
নিপীড়িত হতে হতে উৎপীড়িত হয়ে গেলে....,
বাংলার জমিন থেকে চিরোৎখাত হয়ে যাবে
তারা—আমাদের প্রতিরোধ মুক্তিযুদ্ধে হেরে।

শিল্পী

হারাই তোমার কণ্ঠে কথা আর সুর
রাতে নামে অন্ধ প্রেমে কিশোর-দুপুর.....,
রূপ আর গুণ ঝরে কণ্ঠের নূপুরে
মন পেতে ডুবে মরি স্বপ্নের পুকুরে।
কিছু ভয়, কিছু আশা এই নিয়ে চলা
হয়নি যে আজো তাই ভালোবাসি বলা।
আমি কবি তুমি শিল্পী—কবিতা ও গান,
পাশাপাশি বসবাস—হৃদয়ের টান।

সব বাধা ভেঙে-চুরে ভালোবেসে চাই
অভিমান বুকে নিয়ে ঘুরে ফিরে যাই।
অবুঝের ভালোবাসা—কষ্ট জ্বলে বুকে,
নদী ও জলের মতো প্রেম যাক চুকে।
জন্মকাল ব্যেপে দেব প্রেমোত্তাপে সুখ
মিথ্যে বলে না কখনো প্রেমিকের মুখ।

ঘটে গেলে টের পাবে

আমার ভেতর দিয়ে বয়ে গেছে সাগরের মতো
স্বদেশের দাবিগুলো, কীভাবে আমাকে রুখবে শোষক,
ভাঙতে এসেছি তাই ভাঙানোর গান অবিরত
গেয়ে যাই চেতনায়। হবো আজ বিদ্রোহ-পোষক।
আমাদের শেষ সম্বল মায়ের স্নেহের লাউপাতা
তাও চুরি হয়ে যাচ্ছে পর-সংস্কৃতির আগ্রাসনে
দেখে শুনে ক্ষেপে আমার কবিতা-গানের খাতা
ভয়ের দেয়াল ভেঙে জেগেছে চেতনা-নিষ্পেষণে।

তুমি ভাবো, তোমার দিনের হবে না আঁধারে শেষ
তুমি বোকা। আমাদের চেতনা জাগেনি—এর জন্য
নিরাপদে পেরেছো করতে গ্রাস পুরো বাংলাদেশ
পরাধিকারের সুখ চেটে নিজেকে ভেবেছো ধন্য।
আমার কবিতা-গান তোমার কবর রচে যাবে
চেতনার দাবি মুক্তিযুদ্ধ ঘটে গেলে টের পাবে।

বস্ত্র ও অস্ত্র

আমাকে দেবে, তাহলে চলো নির্জনে কোথাও
তিন ঘণ্টা লোকচক্ষু থেকে হবো উধাও
পাতা ঝরার মতো ঝরবে দেহ থেকে বস্ত্র
জেগে উঠবে যত্ন করে ঢেকে রাখা অস্ত্র
যুদ্ধ বেঁধে যাবে সুখের, থেমে গেলে আপোস
ভয় কিসের কন্যা প্রেমে, দেখাবে কী সাহস?
ক্লান্তিতে দেহের দেশে গুড়িগুড়ি বৃষ্টি
নেমে আসবে ঘামের জলে—এইটাই সৃষ্টি।
ফোঁটা ফুলের গন্ধ হয়ে নিঃশ্বাসে ছড়াবে
বিশ্বাসের দীর্ঘদিন, ভালোবাসা জড়াবে
সূর্য ওঠা ভোরে আমাকে। দেবে দাও নগদ....,
ভালোবাসার পৃথিবী থেকে দূর হোক গলদ।

ফিরে ফিরে আসা

শীতের সকালে ঘুম ভেঙে গেলে
আমরা জেগেছি গ্রামের কিশোর
আমাদের সাথে জেগেছে কৃষাণী
নাড়াতে আগুন জ্বেলে গোলবেঁধে
শীত তাড়াবার প্রতিযোগিতায়
উত্তাপ ঘেঁষে বসেছি, আবার
সূর্য ওঠার পর গোল ভেঙে
মায়ের বানানো ভাপাপিঠা খেতে
উঠোনে যেতাম বসে কাঁচা রোদে
পড়া মুখস্ত শেষে নদী-জলে
গোছল করেছি, ঘাসের ডগায়
আধেক শিশির জমা পথ দিয়ে
পায়ে হেঁটে পৌঁছ যেতাম স্কুলে।

সেসব এখন স্মৃতির মিনার।

নাগরিকতায় পাল্টে গিয়েছে
আমার জীবন। কৈশোর পাবো না

দাদা-দাদী, বাবা-মাকে মনে পড়ে
তারাও শিশির ঝরা স্মৃতি হয়ে
ঝরে গেছে কবে পৃথিবীকে ছেড়ে ?
ব্যস্ততা আর কোলাহল থামে
যখন আমার কৈশোরের স্মৃতি
ফিরে ফিরে আসে শীতের সকালে!

আজীবন আমি কিশোর থাকবো!

শব্দ

প্রতিটি শব্দ সৃষ্টি হয়েছে অর্থাস্তিত্বে।
আমি অর্থের রস পান করে স্পন্দিতের
সারটুকু করি হজম, আমার মেধার মৃত্তিকা
উর্বর হয়। পঙক্তি ফলে বারোমাসী মৌসুমে
প্রতিদিন আমি শব্দের কাছে ফিরে যাই একাকী
সখ্যতা গড়ে তুলি, কথা বলি। বেদনার আকাশ
ঝেঁপে নেমে আসে অতীত পাঠ্যে, হেরে যাই অদূরে!
শুধু জিতে থাকি বিজয়ীর মতো শব্দের উঠোনে।

জোছনা

চাঁদের কাহিনী শুনে কিশোরবেলায়
পড়েছি জোছনার প্রেমে। জেনে আসছে মন
সে আরেকটি পৃথিবী, সেখানে মানুষ
বসবাস করে আমাদের মতো। বড়
হয়ে চাঁদের স্বদেশে যাবো, খুব কাছে
থেকে দেখবো জোছনার রূপ—কিন্তু হায়
তরুণ বয়সে জানলাম, চাঁদ কোন
পৃথিবী না, শুধু গ্রহ—মানুষ এবং
কোনো প্রাণী নেই—বিজ্ঞান বলেছে, আছে!
কিন্তু তার হদিস পায়নি, পেতে আজো
করছে চেষ্টা। সেই কিশোরবেলার মতো
কৌতূহল নিয়ে তরুণ বয়সে আমি
জোছনার মতো মানবী ভালোবেসে আজ
প্রেমের অস্তিত্ব খুঁজছি স্বপ্নের আকাশে।

কল্পলোকে স্মৃতি দোলে

কিশোর বেলার অনেক স্মৃতি গেঁথে আছে মনে
খেয়াল বশে হারিয়ে যেতাম শালগজারির বনে।
গহীন বনে পাখির ডাকে ভাঙতো আমার ঘুম
সন্ধ্যা হবার আগে-ভাগে ডাকতো পড়ার রুম।

পড়তে বসে মনে হতো—বনের মাঝেই আছি
ধ্যান ভাঙাতো সখিপুরের আম-কাঁঠালের মাছি!
নাম না জানা ফুলের গন্ধে উদাস হতো মন
ছড়ার ছন্দ স্বরবৃত্তে বলতো কথা বন।

পদ্য-ছড়া, গল্প লেখার অভ্যেস ছিল বলে
শিশির ভেজা ভোরে যেতাম গহীন বনে চলে।
ব্যঙ্গ করে বলতো সবাই, যাচ্ছে বনের কবি,
খাতা ভরে এঁকে আনতে বৃক্ষ-পাখির ছবি।
পাখি ডাকা শালগজারির স্নিগ্ধ ছায়াতলে
কিশোর কবির স্মৃতি আজো কল্পলোকে দোলে।

তোমাকে

তোমাকে গোলাপ হতে বলি, ধুতুরা না।

আয়ুকাল

কার জন্যে মর্ত্যে বাঁচা, গঠনের পাল্লা খেলা
দেখতে দেখতে কিছু পাওয়া, শূন্য থেকে শূন্যে যাওয়া
আয়ুকাল বড্ড কাঁচা, ভেঙে যায় স্বপ্নমেলা
এর মাঝে মিথ্যে সুরে, কিছু গান হচ্ছে গাওয়া!

হা, না-র ইতিকথা

তুমি বৃক্ষ নও কিম্বা মৃত্তিকাও নও
তবে কেনো ভাষাহীন বোধহীন আছো?

ওরা প্রেমিকের কষ্ট বোঝে না কখ্খনো,
তুমি কি ওদের মতো আমাকে না জেনে
না চিনে, না বুঝে শুধু না-র ইতিহাসে
টেনে নেবে অর্থলোভী রমণী স্বভাবে।

আমার কষ্টের কষ্ট কেউ নয়, তুমি!
ঢাকার শহর ধ্বংস হয়ে গেলে তবু
তোমাকেই চাই আমি ভস্ম এ শহরে
দগ্ধ দেহ নিয়ে তোমাকে জড়াবো বুকে,

আর অশ্রুপাত নয়, এবার পাবার
আনন্দে দুজন কেঁদে হৃদয় ভিজাবো
দেহের অসুখ সারে দেহকোষ পেলে!

হাঁ-র ইতিহাসে ফিরে এসো কাব্যলক্ষ্মী!

আমার কী দোষ

আমার কী দোষ তোমাকে শরীর চায়!
বিরহ সময়ে যেভাবে আদম চাইতো
হাওয়ার শরীর। আমি সেই গন্দম খাওয়া
রক্ত-মাংসের মানুষ তোমার সান্নিধ্যে
গোলাপের সুবাস ছড়িয়ে দিতে চাই
কামনার দীর্ঘস্পর্শে। ঘুমালে পৃথিবী,
আমরা নিসর্গ হবো রাতের চাদরে
টানটান শরীরের সুখে ভেসে যাবো.....,

পদ্ম ফোটে বিলে-ঝিলে, প্রেম ফোটে মনে
কামনার ফুল ফোটে শরীরী ভাষায়!
তোমাকে পাবার জন্য আশার বসতি
টেকসই ধৈর্যের ছনে অনেক যতনে
বেঁধেছি রমণী—তুমি একমাত্র পারো
শরীরের বিনিময়ে হৃদয় কিনতে।

প্রত্যয়

ছায়াশত্রু তোমাকে চিনেছি। যতদিন
চিনতে পারিনি, তুমি অবাধে করেছো
ক্ষতির হিসেব ভারী, করতে পেরেছো
বিতর্কিত। ভীতিকর ক্ষণ সৃষ্টি করে
আমার আত্মীয় অনাত্মীয়দের মনে
ছড়াতে পেরেছো অপপ্রচার—যা সত্য
বলে কেউ কেউ বিশ্বাস করেছে। আজ
তোমার স্বরূপ উন্মোচিত হচ্ছে বলে
আমার নির্দোষ রূপ দেখবে স্বদেশ....
বিস্ময়ে বিমূঢ় হবে, স্বাধীন স্বদেশে
কি করে সম্ভব হয়েছিল ষড়যন্ত্র?
জাতির দু'চোখে, মুখে ধুলোবালি ছিটিয়ে
অন্ধ করে রেখেছিল ছায়াশত্রুদল!

এসেছে সত্যের জয় ক্রমান্বয়ে আজ!

আমি দুঃখ করি না—সাহসে জেগে উঠি
ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করার প্রত্যয়ে।

ওঠো আলীর স্বভাবে

মুসলিম, করেছ বিক্রি তোমার ঈমান
মুদি দোকানীর মতো বিধর্মীর কাছে,
তুমি আজ সস্তা পান চিবোনো অভ্যেস
হিরোইন সেবকের মতো বোধহীন
মাতালের মতো মায়াহীন, প্রেমহীন।
বুলডোজার চালিয়েছে ভায়ের পিঞ্জরে
দেখেছ, হওনি ঐক্যজোট রুখে দিতে.....,
কেঁদেছে ধর্মের বাণী আযানের সুরে!

সারা বিশ্বে জাগো আজ মুসলিম বিবেক,
আমার ভাইকে পিষে হত্যা করছে ওরা
নীরব পারি না থাকতে, মিথ্যে হয়ে যাবে
জেহাদের কথা। ধর্মযুদ্ধে যেতে হবে

অস্তিত্বের প্রশ্নে আজ। রাসূলের বাণী
ডাকছে, ওঠো উম্মতেরা আলীর স্বভাবে।

বাতাস সংস্কৃতি

বাতাস সংস্কৃতি আজ ঢুকে গেছে অন্দর মহলে
বিবেকের দরোজায় নাড়ছে কড়া, নগ্নতার হাত
'পরে পৌঁছে যেতে ব্যস্ত নিম্ন-মধ্য পাড়ার সকলে
উত্তর পাড়ায় নেশা-জলে নীল হয়ে যায় রাত!
তখন গুলশান বারিধারা একটি জাতির সুখ
প্রতিবাদহীন বিক্রি করে পৈত্রিক সম্পত্তি ভেবে,
শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা খুশি হয়, দেশে নামে মরা দুখ
স্বদেশ না দিলেও দেশী প্রভু তাকে দেবে, আরো দেবে!

দেশ থেকে মেধাগুলো পাচার হয়েছে, হবে আরো,
কিছু মেধা শৃঙখলিত শাসকের ভৃত্যভূমিকায়....
উচ্ছিষ্ট মেধারা হয়ে যাচ্ছে নেতা, রুখতে সাধ্য নেই কারো!
শোষিতেরা ভাত-গৃহের দাবিতে জাগো এ বাংলায়।

আমরা আক্রান্ত হয়ে ভিজছি বাতাস সংস্কৃতি জলে.....,
নতুনের শুভদিন আসে পুরাতন ভেঙে দিলে।

আমাদের বাঁচা

আমার ভাবনা শুধু মৃত্তিকার জন্য
কাল রাতে বুকের জমাট বাধা প্রেম
হুহু করে কেঁদে উঠেছিল আশংকায়
স্বাধীনতা অরক্ষিত কেন মানচিত্রে?

দুর্নীতির ঝিলে থাকে সামাজিক মৎস্য
সন্ত্রাসের ভয়াল থাবায় ভস্ম হলো
উন্নয়ন। শান্তির আকাশে তাই মেঘ,
আমরা অশান্তি-জলে ভাসছি কুরুক্ষেত্রে!

কেদারায় বসে ওরা রাজ্য চোষে সুখে
ওদেরও পতন হয়, বসে অন্যপক্ষ.....
রাজ্যের উদ্ধার নেই—হরিদাস দেশ
ওদের পকেটে ঢোকে খাঁটি রাজ্যমধু!

তবু রাত শেষে ওঠে আশার সূর্যটা
এইটুকু শান্তনা নিয়ে আমাদের বাঁচা।

আঁধারের জয়গান

আমাদের সততার প্রশ্ন উঠেছে সর্বত্র....
আফ্রিকার গহীন অরণ্যে নির্বাসিত আজ
বাংলার সততা। পৃথিবীর সকল মানুষ
একটি প্রশ্নের উত্তর বিশ্বাসে শিখে গেছে,
বাংলাদেশ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দুর্নীতির রাষ্ট্র
সে দেশে দুর্নীতিবাজ নেতা-আমলা গদিসীন,
রাষ্ট্রের অর্জিত খাঁটি দুধের সরটা ওরা
ভাগাভাগি করে খায়, জনগণ হরিজন!

আমাদের ইতিহাসও হরিলুট হয়ে যাচ্ছে!
রাষ্ট্রের মালিক জনগণ, সেই রাষ্ট্রের চাকর
মালিকগণকে শাসিয়ে শোষণ করে আজ।
চাকর সেজেছে রাষ্ট্রের মালিক। ষড়যন্ত্রে
হেরেছে দেশের স্বপ্ন। জনগণ শুধু আজ
আঁধারের জয়গান করছে অস্তিত্বের প্রশ্নে।

তুমিই সন্ত্রাসী যুদ্ধ অপরাধী

তোমার পতন অপেক্ষিত তোমার অদূর ভবিষ্যতে।

তুমি আর হালাকু খাঁ অভিন্ন হায়েনা
গ্রাস করে নিয়ে যাচ্ছো ছলনায় তুমি
স্বাধীনতা প্রিয় জাতির সম্পদ তেল, ভবিষ্যত!

তুমি যাকে যুদ্ধ অপরাধী বলছো
আমরা জেনেছি সে দেশপ্রেমিক, তোমার দুশমন,

স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে
অভিশপ্ত জগদ্দল পাথরের মতো তুমি
জুড়ে বসে রক্তে ভাসাচ্ছো ইরাক
তুমিই সন্ত্রাসী যুদ্ধ অপরাধী
তোমার বিচার হবে আমাদের আদালতে!
সাম্রাজ্যবাদের কালোহাত ভেঙে দিতে
পৃথিবীর শান্তিকামী আমরা এখন
তোমাকে থু দিই, দূর হ্ অশুভ।

তুমি যাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে উদ্যত দেখাচ্ছো
সেই বন্দী বিশ্বনেতার মৃত্যুর সাহস থেকে জন্ম নেবে
লক্ষ কোটি সাদ্দাম হোসেন পৃথিবীর দেশে দেশে.....,

সাম্রাজ্যবাদের খলনায়ক তোমার জন্য দুঃসংবাদ।

তুমি যে আমার সুখ

তুমি যদি মন দাও, ভালোবেসে আমি
ঘর নয় পৃথিবীকে জয় করে নেবো...
কারুশিল্প যেমন করেছে জয় চাওয়া
তুমি হলে পাওয়া জানি আমার জীবনে
সুদূর চাঁদকে পাবো। অপূর্ণ হৃদয়
ভরে যাবে অমৃতের ভালোবাসা-জলে,
একাল সেকাল জুড়ে স্নাত হবো সুখে
আমার সুখের চাঁদ আর দেরি নয়
আমাতে উদিত হও। আলোকিত দিনে
বন্দনা সঙ্গীত গাবো শারীরিক স্পর্শে....।

ঘরের আশায় ঘরে প্রেমিক ফেরে না
প্রেমিকার টানে ফেরে, মন ধরে টানে
শারীরিক ভালোবাসা। পার্থিব জীবন
ক্রেতার মতন কেনে সৌষ্ঠব শরীর,
আমার ঘরের প্রেমিকা হবে কী তুমি?
তোমার সৌষ্ঠব শরীরের টানে প্রেমে
প্রতিদিন ফিরে যাবো সুখের আশ্রমে....,
তুমি যে আমার সুখ জীবনে-মরণে।

আমরা কবি

নিঃস্ব হই আর বিত্তশালী হই আমরা কবি....,
আমাদের অহংকার করার যোগ্যতা আছে
মেধাহীন কিবা গুণহীন ধনাঢ্য ব্যক্তিরা
ক্ষমতা-অর্থের অহংকারে নিজেদের ভাবে....,
ওরাই জাতির আলো। বোকা মূর্খ বলে ওরা
প্রতিভা ক্রয়ের স্বপ্নও দ্যাখে। শূন্য হাঁড়ি বাজে!
কবিরা হাঁড়ির ভরাজল-বাজে না সহজে
ভাঙেও না। ওরা বাজে—ভেঙে যায় স্বল্পাঘাতে;

বোকা মূর্খরাই রাষ্ট্রের চাকর, অন্যরূপে
আমলা-মন্ত্রী, শিল্পপতি। সৃজনী মেধার মূল্য
যাবে না ওদের কাছে পাওয়া। এর কী কদর
বুঝবেও না কখনো। তাই পতঙ্গের মতো
ইতিহাসের আগুনে পুড়ে ছাই হয় ওরা,

কবিরা পুড়েও স্বর্ণযুগ হয় ইতিহাসে।

আমার শিক্ষক আমি

ইস্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যা শিখেছি
তা দিয়ে জীবনে গাড়ি-বাড়ি, অর্থোপার্জনের পথ
খুব সহজেই চিনে নিতে পারি। কিনে নিতে পারি
পার্থিব দিনের সুখে ছলে-বলে ক্ষমতার রথ।
কিন্তু আমি কবি, ঐশ্বরিক প্রতিভার অধিকারী
এ অমূল্য পাওয়া। অন্যেরা অর্থের বিনিময় বলে
সারা পৃথিবীর জ্ঞানার্জন করে পেরেছে কী হতে?
এ প্রতিভা ভাঙা-গৃহে কষ্ট সয়ে আলো হয়ে জ্বলে।

আমার শিক্ষক আমি, আমি যা শিখেছি, যা শিখবো
তা শিখেছি জন্মের দীঘল পূর্বে বিধাতার কাছে....,
পৃথিবীতে এসে প্রথম চিৎকারে জানান দিয়েছি
দিয়ে যাবো সব বড় হতে হতে—মনে জমা আছে।
আমাকে যতই অবহেলা করো, আমি থাকি কবি,
তোমরা যা কোনোদিন হতে পারবে না পক্ষান্তরে

মানুষের দুঃখ দেখে কাঁদতে কী পারো? হয়তো পারো কেউ,
পারো না লিখতে একটি উত্তম গান চেষ্টা করে।

অপেক্ষা আমার প্রেম

স্বপ্ন বিলাসী এ মন সারাক্ষণ চাইতো
তোমার শরীর। মনে হতো ছলনায়
ভেঙে দিলে ভালোবাসা হারাবো জীবনে
অমূল্য চাওয়া পাওয়া—যা পেয়েছি গোপনে।

দেখা হলেই বলতে, যেও না হারিয়ে
ভয় করে হারাবার, রবো চিরকাল
আজো আমার মন না পেয়েও তোমাকে
ভালোবাসে, যাইনি হারিয়ে। ছলনায়
ভেঙে-চূড়ে আমার হৃদয় অসময়ে
তুমিই হারিয়ে গেছো। প্রেমের দুপুর
ফুরোয়নি বলে আমি অপেক্ষায় আছি....,
তোমাকে আসতে হবে অতীতের কাছে
যে অতীত তোমার প্রকৃত স্বপ্ন ছিল
সেই স্বপ্নে আছে আমার চুম্বন, স্পর্শ!

আমাদের পরিচয় হয়েছে কীভাবে
সে বিস্তর ইতিহাস। সে সব থাকলো।
প্রথম দেখেই আমি মুগ্ধ হয়ে যাই
জানলাম, লেখালেখির অভ্যেস আছে
আমি ছড়াগুলো পত্রিকায় ছেপে দিই....
নিজের উদ্যোগে। ভালো লাগতে লাগতে
আট বছর ফুরোলো। তুমি গান করো,
অডিও ক্যাসেট প্রকাশনা করে দিই।
ভালোবাসতে বাসতে ফুরোলো দু'বর্ষা,
এবার আমার কথা জানাবার পালা
ফোনে জানালে বললে, রাজি আছে কনে!
সেই বিশ্বাসের কাছে নিজের হৃদয়
সমর্পণ করে আমি নিঃস্ব হয়ে যাই
নিজের বলতে কিছুই থাকে না আর

'রাজির ভাষায় ছিল বিয়ের কবুল
তুমি ছিলে রাবারের কৃত্রিম বকুল।'

আমি একদিনই বলেছিলাম তোমাকে
ভালোবাসি—ভালোবেসে দিতে পারো ঘর!
তোমার 'হ্যাঁ' শব্দটি জেনেছিলাম আমি
বললে কবুল, তুমি আমার বধূয়া।

রাষ্ট্র হয়ে যায় শেষে আমাদের প্রেম
তোমার বাঘিনী মাতা অভিজাতবোধে
আমাকে করতে হত্যা লেলিয়ে দিয়েছে
হন্তারক, তোমার ক্ষমতাবান পিতা
আমার করেছে ক্ষতি অদৃশ্য প্রভাবে,
হয়তো বিরহ-কষ্টে বেঁচে রবো বলে
পৃথিবীতে এখনো আমার বেঁচে থাকা!

আমাকে বলো না ভুলতে তোমাকে। আমি
ভালোবাসার আগুনে পুড়তে পুড়তে
পৃথিবীকে জানিয়ে যাবোই, আমাদের
ভালোবাসা ষড়যন্ত্রে বিরহের গান!
সাজানো পুতুল বর ছিনিয়ে নিয়েছে
আমার বধূকে, যার জন্য চিরকাল
অপেক্ষায় রবো বলে প্রতিজ্ঞা করেছি,
অপেক্ষা আমার প্রেম, বিরহের ক্ষণ!

ভাবতে পারি না আমি, বদলে গেলে তুমি!
একবারও ভাবলে না আমার কী হবে?
স্বার্থপর রমণীর মতো তুমিও কি
সহজে অতীত ভুলে গেছো? আমাদের
প্রেমের কাহিনী জানে, আকাশ-বাতাস
বৃক্ষ, নদী, সাগর—মানুষ শুধু নয়।
সে অমর ইতিহাস কি দিয়ে ঢাকবে?
অতীত তোমাকে ছাড়বে না কোনোদিন
তোমার বিবেক কোথায় পালাবে বলো?
আমার প্রেমের দাবি সেখানে পৌঁছবেই।

সংসার সমাজ দেশ ছাড়িয়ে ছড়াবে
তোমার ছলনা ছিল চক্রান্তের শস্য....,
কলম বলতে একটা জিনিস আছে
সে তোমাকে করবে না ক্ষমা কোনোদিন
ইতিহাস হবে তুমি—ঘৃণার নায়িকা....
ঘৃণাই তোমার প্রাপ্য, ভালোবাসা নয়।

মালাউনপুত্র

মুসলিম-খ্রিস্টান-হিন্দু বৌদ্ধ-শিখ, আপনারা
বুকে হাত দিয়ে বলুন তো জন্মভূমিকে ভালোবাসেন কতটুকু?
সকলের উত্তর স্বদেশী হবে জানি
'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি...'
স্বদেশ ভোলানো বাণী আর কত শোনাবেন? জ্ঞানীরা জানেন,
মালাউন শব্দটি হিন্দির কোনো শব্দ নয়
আরবি শব্দ— বাংলায় যার অর্থ, অভিশপ্ত;
আপনারা বঙ্গজননীর মালাউনপুত্র। ক্ষেপে যাবেন না....,
বিশ্বাসের কোন্ কাজটি করেছেন দেখান!
আপনারা কেউ চাঁদাবাজ, কেউ ঘুষখোর, কেউ গুপ্তচর
কেউবা করেন চোরাই ব্যবসা। আপনারাই এখন
দেশের নাটের গুরু। গণতন্ত্রের চরম শত্রু
সোনার বাংলাকে তামার বাংলায় করেছেন পরিণত
আজন্ম লালিত সুস্থ সংস্কৃতিকে করেছেন গ্রাস
আপনাদের পেটের মধ্যে ঢুকে গেছে বাংলাদেশ
তারপরও হতাশার দিনে শুনি ভাসানীর বিদ্রোহ খামোশ
আপনাদের ত্রাসন ছিঁড়ে-ফুঁড়ে বেরিয়ে আসবে
শুভ সকালের প্রিয় বাংলাদেশ।

মালাউনপুত্র হুঁশিয়ার, জনতার জোয়ার উঠেছে,
রুখার সাহস হবে না কারোর, বিদ্রোহ জোয়ার।

বিজয় মাসের চাঁদ

সবুজ লালের পতাকার এই দেশে
বিজয় মাসের চাঁদ ওঠে সব বুকে,

স্বাধীনতা বাংলাদেশে প্রতিবার এসে
ঘুম ভাঙাবার গান গেয়ে যায় শোকে!

সবাই জেগেছি আজ বিজয়ের দিনে
বুকে নিয়ে একাত্তর চেতনার রাতে,
আবার নিলাম শপথ—শত্রুকে চিনে
আমরা উঠবো গর্জে হাতিয়ার হাতে।

করি না শত্রুকে ভয়—একাত্তর তাই
দ্রোহী বুকে পুষে বিজয়ের গান গাই।

ভাসানীর দ্রোহ

পরাধীন নই তবু স্বাধীনতা চাই
ঘটছে অফিসে, ঘরে যা ইচ্ছে তাই!
আমরা হলাম তালা ওরা হলো চাবি
শোষণ বন্ধ হোক—আমাদের দাবি।
যদি না হয় বন্ধ, হয়ে যাবো খোলা,
ভাসানীর দ্রোহে দেবে অধিকার দোলা।
স্বদেশ উঠবে ক্ষেপে—শোষণ জ্বালাবে....,
দেশের শত্রু শেষে কোথায় পালাবে?

এখনো সময় আছে—অধিকার দাও....,
আমাদের দেহ থেকে দাঁত তুলে নাও।

যুদ্ধ হবে নো'লে

কবিতার জন্য যুদ্ধ করি অহর্নিশি
টেবিলে সাজানো থাকে ওষুধের শিশি,
কেদারায় বসে টেবিলে কনুই রেখে....
গালে হাত—ভাবি, কী হবে কবিতা লিখে।
মানুষের পেটে নেই একমুঠো ভাত
খোলা আকাশের নিচে কাঁটে সারারাত,
আমার কবিতা হয় না ওদের মুক্তি

তবুও দেখাচ্ছি সমাজ গড়ার যুক্তি!
তন্ত্রমন্ত্র ব্যর্থ আজ যন্ত্রের বিজয়
ভেঙে ফেলো শোষকের গোপন নিলয়।

আজ আর গান নয় কবিতাও বাদ
অমবস্যা চিরকাল—ডুবে গেছে চাঁদ।
ভাত-গৃহ আগে চাই—যুদ্ধ হবে নো'লে
ক্ষুধা মেটে না কখনো শান্তনার বোলে।

শরীর-গ্রহণ

পৃথিবী ঘুরছে বলে সূর্য ও চাঁদ
আড়ালে পড়ছে ঢাকা। ডোবে না দুজন,
আবার উদিত হচ্ছে নিয়ম মাফিক
আমাদের ভালোবাসা পৃথিবীর মতো
ঘুরছে চাওয়া পাওয়ার দর-কষে
কখনো ওদের মতো আড়াল হচ্ছি
আবার উদিত হই স্বপ্নের দেশে

আমাদের ভালোবাসা মেঘের কান্না!

কখনো ভাবছি আমি সূর্য বলে কী
পাবো না চাঁদের দেখা? গ্রহণ লাগলে
আমাদের ভালোবাসা হবে না ধ্বংস,
ওদের গ্রহণ-লাগা দীর্ঘ হলেই
মর্ত্যের বিদায়ী গান বাজবে পলকে!

শরীর-গ্রহণ হয় সুখ-সৃষ্টির!

ঠোঁটে গোলাপ ফোটাবো

কোথায় প্রাণের সখি কোন্ অজগ্রামে,
কোন্ সে শহরে তুমি অপেক্ষায় আছো?
এই দেখো, অপেক্ষিত বিরহের কষ্ট
তুষানলে পরিণত করে স্বপ্ন দেখি,

একদিন তোমাকে পাবো আকাঙ্ক্ষার রাতে!
অপরিচিতা, তুমিও কী এই স্বপ্ন দেখো?

তোমাকে খুঁজেছি এ শহরে, সে শহরে
সবুজ কন্যার অজগ্রামে, কোনোখানে
পাইনি তোমার দেখা। একা আজো তাই
মধ্যরাতে স্বপ্ন ভাঙি শরীরের টানে....,

যেখানেই আছো কন্যা, আষাঢ়ের বন্যা
প্লাবিত করেছো মন, পাবে ভালোবাসা!
বসে আছি শূন্য গৃহে ভালোবাসা নিয়ে....,
এসো ঠোঁটে গোলাপ ফোটাবো চুমু দিয়ে।

ওলকচু

আমাদের পৈত্রিক ভিটায় ওলকচুর বাগানে
চৈত্রের বিকেল বেলা শুকরের দল ঢুকে গেলে
পিতামহ লাঠি নিয়ে তাড়া করেছিল, অবেশেষ
শুকরের আক্রমণে তিনি হয়েছিলেন আহত.....
হাসপাতালে ভর্তি হলেন। দু'মাস পর ছাড় পেয়ে
নিজ গৃহে ফিরে এসে ঘোষণা দিলেন, ওলকচু
আগামী বছর করবেন না আবাদ, দেখে নেবে
তখন শুকর কীভাবে করবে আক্রমণ এসে?

পিতামহ আজ নেই। সতের বছর আগে তিনি
আমাদের ছেড়ে চলে যান, আমরা বহাল আছি!
আজ আমাদের সুখের বাগানে ভীমরুল শোষক
ঢুকে চৌদ্দ কোটি মুখের আহার কেড়ে নিয়ে খাচ্ছে.....

আমরা পিতামহের মতো ঘোষণা করতে চাই,
ভীমরুল শোষক গোষ্ঠী হটাতে বিদ্রোহী হয়ে যাবো।

মৃত্যুর গান ও দেহভোজ

ষড়যন্ত্র নানান কৌশলি পথে হয়....।
এই ধরো, তোমাকে আমার কাছে থেকে

ুরে সরাবার জন্য ধনাঢ্য প্রেমিক
লিয়ে দিয়েছে পিছে। আলবৎ আমাকে
ভুলে গিয়ে তার প্রেমে খাচ্ছো হাবুডুবু।
ওরা বড় বুদ্ধিমান, আমাকে বিরহে
নিঃসঙ্গে পতিত করে ঘায়েল করতেই
তোমাকে বানালো অস্ত্র, ছলনার মূর্তি!
আর তুমি হলে না বুঝে ধারালো প্রেম!
আমার হৃদপিণ্ড কাটছো অদৃশ্যের কোপে....,
ওরা ভালো করেই জানে, তোমাকে হারালে
আত্মহননের বিরহের বিষজ্বালা
সরাবো শরীর থেকে অভিমানী রাগে....,
তোমাকে জীবনে চাই, মৃত্যুতেও চাই!

আমার মৃত্যুর গান রচনার জন্য
যেও না ওই যুবকের সঙ্গে দেহভোজে।

চাঁদের গল্প

গতবার পূর্ণিমার রাতে আমাদের গ্রামে
একফালি চাঁদ নেমে এসেছিল,
নসিমন বেওয়া কী আনন্দে
খবরটি দশ গ্রামে ছড়িয়ে ছিল

আমরা চাঁদের গল্প বলে গর্ব করি আজো।

আমরা চাঁদের কাছে থেকে স্বপ্ন কিনেছি বলেই
স্বপ্নময় পৃথিবীর সৃষ্টি করি যুগ যুগান্তরে.....,
আষাঢ়ি জোয়ার এনে জীবনকে করি
নতুনের দাবিদার,
নিকট অতীত হয়ে যায় পুরাতন
বর্তমান আধুনিক
ভবিষ্যত উত্তরাধুনিক!

আমাদের ইতিহাস চাঁদের মতোই দীর্ঘজীবী।

মাংসল প্রভুকে

আমার কানের বাইরে ঝিঁঝি পোকার শব্দের মতো
শব্দ শুনি প্রতিদিন, সে শব্দের অদৃশ্য হিংস্রতা আমি
অনুভব করি আমার শরীরে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ
এভাবেই গোটা পৃথিবীকে নির্যাতন করে চলছে,
আমি যার নাম দিয়েছি, অদৃশ্যশক্তি। যায়োনিস্ট
পেশীশক্তি আকাশ-জমিন-তল গ্রাস করে ফেলছে
আমরা কোথায় যাবো নিরাপদে বাঁচতে। এখন
বাতাসও আমাদের জন্য নিরাপদ নয়। তাতে
ক্রাস্টার বোমার ভয়াবহ জীবাণু বেড়ায় ভেসে
মানবতা দুমড়ে মুষড়ে ফেলছে নারকীয় হিংস্রতায়।

আমার শ্রবণশক্তি অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করে।
আমার সর্বইন্দ্রিয় দুর্বল করতে সারাক্ষণ
অদৃশ্যশক্তির শব্দ আমার পেছনে লেগে আছে....,
মগজ ধোলাই করে মৃত্যুভয় দেখায় আমাকে
তবু আমি শোষণহীন, হিংস্রতাহীন পৃথিবীর
পক্ষে লিখছি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কবিতা ও গান....,
আমাকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। মাংসল প্রভুকে
ধ্বংস করে সাম্যের পৃথিবী গড়বোই মাটির বুকে।

অরক্ষিত বসবাস

অরক্ষিত জীবনযাপন, শত্রু-জীবাণুর সাথে বসবাস
আমাদের কপালের ভাজে 'মালাউন' লিখে রাখে সর্বনাশ।
মধ্যবিত্ত বসবাসে কতটুকু আর নিরাপদে থাকতে পারি
হোটেলের ভাত-মাংস আর চা'য়ে থাকে লুকিয়ে জীবাণু নারী।
চারদিকে তাক করে আছে জানি চিরশত্রু ঘাতকের অস্ত্র
আমরা শহীদ হলে জুটবে কী কপালে কাফনের সাদা বস্ত্র?
তবুও মানবো না হার মৃত্যুকে মুঠোয় নিয়ে এগুতে শিখেছি
নিজের দেশকে রক্ষা করতে শত্রুর বিরুদ্ধে নামটি লিখেছি।

দেশি ও বিদেশি সব শত্রুর মুখোশ খুলে যাবে বাংলাদেশে
আবার দাঁড়াবে জাতি শত্রু রুখতে একাত্তরের যোদ্ধার বেশে।

হে আল্লাহ, দ্বিগুণ শক্তি দাও ভয় পাক অপশক্তি মালাউন
আমাদের রক্ষা করো, ওদের নির্মূল করতে বলো ফায়াকুন!
আমরা ঈমান এনেছি তোমার পর, প্রিয় রাসূলের পর....
জেহাদের ডাকে লড়বার প্রস্তুতি নিচ্ছি বুকে নিয়ে কাবাঘর।
অসত্যের পরাজয় হবে, আমাদের জয় সুনিশ্চিত জানি
মিথ্যে হতে পারে না কখনো তোমার পবিত্র কোরানের বাণী।

যতই করুক মালাউন ষড়যন্ত্র, তুমি আমাদের বল.....,
রুখার সাহসে বিপ্লবের ভাষা করে দিও দু'চোখের জল।

আমাদের দেশচিত্র

আমাদের আকাশে ছিল না মেঘ, বাতাসে ছিল না সিসা। নির্ভার স্বদেশে সুখ ছিল
আমরা ছিলাম পরাধীন—আমাদের বিদেশী শাসক শোষণ করেছে অধিকার
আমরা উঠলাম জেগে পুঞ্জ পুঞ্জ ক্ষোভে—প্রতিবাদে, দাবির দফায়, স্বাধিকারে,
তারপর স্বাধীনতা চাই—পেলাম রক্তের বিনিময়ে—সম্ভ্রম হারিয়ে—একাত্তরে
তাও চৌত্রিশ বছর কেটেছে, জাতির খোলেনি ভাগ্যদ্বার—নিম্ন থেকে সর্বনিম্নে আজ
জীবন যাত্রার স্বপ্নদেখা, অথচ দুর্বৃত্তায়নে নেতা, আমলা, ব্যবসায়ী মধ্যরাতে
রাষ্ট্র-জাতি বুঝে ওঠার আগেই বড়লোক হয়ে গেলো। বিচিত্র দেশের অদ্ভুত ব্যাপার!
নেতা, আমলা, শিল্পপতি...দরিদ্রের দেশে ধনী হলো কিভাবে, হিসেব নেবে কে, দেখি না।
আমাদের মগজ ধোলাই করে ব্যক্তিগত স্বার্থান্বেষী হতে শিখিয়েছে ঋণদাতা
নৈতিক স্খলনে দেশপ্রেম তাই নির্বাসিত কর্ম থেকে....জাতীয় সম্পদ গুপ্তপথে
নিয়ে যাচ্ছে বিদেতিশ লুটেরা। আমরা আঙুল চুষি স্বাধীন দেশের চৌদ্দ কোটি লোক!
ঠকতে ঠকতে চেতনার দেশে হতাশার বৃষ্টি নামে জাতীয় মননে। পথহারা জাতি আজ
পথের সন্ধানে নেমেছি রাজপথে... খুঁজে নেবো গন্তব্যের শেষ ঠিকানা বিদ্রোহ-বাস,
ধৈর্য-সীমা অতিক্রম করেছে দুর্বৃত্ত শোষকেরা! নাগরিক অধিকার চাই বলে
আমরা আরেকবার রুখে দিতে এই অনিয়ম প্রস্তুত রয়েছি—দেশনেতা তুমি
টেকনাফ থেকে তেতুলিয়ায় পৌঁছে দাও সংগ্রামের বার্তা। বাকিটা দায়িত্ব আমাদের।

আনন্দদা, তোমাকে

কচ্ছপ স্বভাবী তুমি গলা বের করো
ষড়যন্ত্র বিষয়ক কাণ্ডের লভ্যাংশে;

সাম্প্রদায়িকের ডেঙ্গুজ্বর কালোবর্ণে
রোগ-জীবাণুর বিষ ছিটাও মগজে,
এখন নিজের দেশ ছেড়ে বাংলাদেশে
আগ্রাসী নীতির ডেঙ্গুজ্বর নিয়ে তুমি
আসতে চাও, জনতা জেগেছে প্রতিরোধে—
তোমার মতলব বোঝে স্বাধীন স্বদেশ!

অতীতের অপকর্ম কোন্ কর্ম দিয়ে
ঢেকে দেবে আনন্দদা, তোমার ভারত
মুসলমান হত্যা করে, মসজিদ ভেঙেছে!
ঈমানী শক্তির দ্বীন নষ্ট করে দিতে
ষড়যন্ত্র করো তুমি। করি না বিশ্বাস
তোমার সকল শ্লোক, নিন্দিত হে তুমি!

শোষিত পৃথিবী

তুমি দেখো, আমিও দেখি—দেখার ভেতর
অনেক পার্থক্য। তুমি অনিয়ম দেখে
নিয়ম না মানার নিয়মে স্বপ্ন দেখো—
অন্ধপথে কোটিপতি হতে অনায়াসে!
আর আমি অনিয়ম দেখে প্রতিবাদে
কাগজে-কলমে লিখি অগ্নিঝরা গান
অনিয়ম ভেঙে দিতে স্বপ্নময় দিনে
চে'গুয়েভারার হয়ে যাই কৃষকের দুঃখে।

নিজের সুখের জন্যে স্বপ্ন দেখো তুমি
যে স্বপ্নের চিত্রাদলে অনিয়ম আঁকা.....,
আর আমি দেশ-জাতি তথা পৃথিবীর
শোষিত সকল নাগরিক অধিকার
প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখি—তমস্যা দিনেও!

আমার দেখার মধ্যে শোষিত পৃথিবী!

নারী

গোলাপ কোটার মতো প্রেমী কৃষ্ণচূড়া
ফুটেছে আমার মনে, নেবে? দিতে পারি—
ছলনা জানি না আমি পুষ্পিত অধরা
নেবে, কতোটুকু নেবে? সব দেবো, নারী!

এ যুগে অচল বলতে কিছু নেই—নারী
তুমি দাও, আমিও সর্বস্ব দিতে পারি!

তুমিই শেষে

আমাকে কাঁদাতে চেয়ে তুমিই কাঁদলে শেষে
ব্যর্থতাকে জয় করেছি কষ্ট ভালোবেসে!

ঘাসের ফুলে শিশির জমে সকালে যায় ঝরে
ও রকমই ছিলে তুমি আমার মনে 'পরে।

খালি বুকে আবার এলো পদ্ম-প্রেমের দুপুর
এক জীবনেই বেজে উঠলো অন্যজনের নূপুর।

যখন শৈশব

যখন শৈশব ফিরে আসে স্মৃতির দৃষ্টিতে
নিষ্পাপ বৃষ্টির জলে রোদ্দুর দুপুরে আমি
তৃষ্ণার্ত বালক হয়ে যাই বটের ছায়ায়
ধান আর পাটক্ষেত ডাকে দোল ইশারায়....,

আম, জাম, কাঁঠালের দিনে ঝড়-বৃষ্টি এলে
শহীদ, আলম, সানোয়ার, আমি—চারভাই
সারাটা উঠোনে ছোটোছুটি করেছি আনন্দে
মা বকতেন, ঘরে আয় তোরা, জ্বর আসে ভিজলে!

জন্মভূমি হুগড়ার খেলার মাঠ, খাল-বিল
সবুজাভ গ্রাম, খেলার বালিকা সাথী আজো

দুঃখ-সুখে দোলায় আমাকে গুপ্ত অবসরে,
আমার বাবার মুখ হয়ে যায় স্মৃতিগাঁথা।

বাবা-মা'র স্মৃতিগুলো বুকের ভেতরে বাজে
শৈশব পাবো না ফিরে মনে পড়তে কেঁদে উঠি!

রাসূলের ডাক

নন্দনপুরের চন্দনবৃক্ষেও ঘুণ ধরে—
মানবেতিহাসে লেখা আছে, পড়ে দেখো।

আমি পোড়া কাঠেতিহাসের গল্প জানি,
ঘুণে ধরা চন্দনের ইতিহাস পড়ে
আমার স্বপ্নের গৃহে ভাঙন ধরেছে....,
মুসলমান জেগে ওঠো জেহাদের প্রেমে
এশিয়া, য়্যুরোপসহ পৃথিবীর পথে
ষড়যন্ত্র রুখে দিতে—রাসূলের ডাকে!

মার খেতে খেতে ন্যুব্জ রবে আর কতো?
গ্লানির জীবনে এপ্রিল আর না—দ্বীনে
শান দিয়ে জেহাদের নূর জ্বেলে দাও
অন্ধকারে, দুশমন পালাক ভয় পেয়ে....,

শমসের ভাঙেনি, মড়ক লাগেনি প্রেমে—
সকলে আলীর মতো জেগে ওঠো দ্রোহে।

নগর বাউল

আমি আজ নগর বাউল, কলমের দোতারায়
গানের কালিতে সুরের ব্যঞ্জন তুলি তীব্রদ্রোহে,
শোনো, ভূমি স্বত্বে এক চিলতে মাটির মালিক নই
এই নগরে কোথাও। ভাড়াটে বাসায় যাচ্ছে কেটে
নুন আনতে পান্তা ফুরাবার নিম্ন জীবন-যাপনে,
অথচ খোঁজ না নিয়ে মানুষেরা জানে, খুব আছি!

আমার স্বচ্ছল গান-কবিতা জানান দিয়ে যায়,
নগর ছাড়িয়ে সমগ্র দেশের পথে-ঘাটে, বাটে
কখনো বা সীমান্ত ছাড়িয়ে দূর দেশে, খুব আছি!
বলি, আছি বিরহের এবং দুঃখের কাছাকাছি।

নগর বাউল, দু'চোখে আমার সমাজ ভাঙার
কঠিন স্বপ্নের শপথের মাত্রাবৃত্ত বলছে কথা
আমার ব্যথিত বুকে দুঃখ-সুখে প্রেমের প্রদীপ
জ্বলছে বলে ভালোবাসতে পারি, বাংলাদেশ আর তাকে।

আল মাহমুদের জন্মদিনে

তোমার বয়স পাকেনি, পেকেছে হাত
শব্দের গাঁথুনি দেখে ঘুমায়নি রাত—
জেগে আছে পাঠকেরা আনন্দের খোঁজে
ঘুমাবে নতুন ছন্দে মননের ভোজে....,
দিয়েছো জ্বালিয়ে বাতি—অন্ধকারে—দেশে
হাজির হয়েছো কবি পুণ্যবীর বেশে।

উচ্ছিষ্টের হাড়গোড় করে উপহাস
দরিদ্রের ঘরে দুঃখ থাকে বারোমাস,
নির্যাতিত পায় না বিচার—বাণী কাঁদে
গোটা দেশ শৃঙ্খলিত শোষকের ফাঁদে।

এসব কাহিনী লিখে জনতার মাঝে
ছড়িয়ে দেবে কী আরো, সকাল ও সাঝে!
অধিকার আদায়ের দাবি তোলা হোক
দুধে-ভাতে বেঁচে থাক—তেরো কোটি লোক।

কাঁদতে রাজি নই

যার কাছে থেকে প্রেম যতটুকু পাবো, প্রতিদানে ততটুকু প্রেম দেবো তাকে
বিশ্ব-বাণিজ্যিক যুগে হিসেবি প্রেমিক—ব্যর্থতায় লাভ খুঁজি আগামীর সুখে
দেবদাস-পার্বতী যুগ বদলে গেছে আজ, সে ভুলেছে কষ্ট নেই আমিও ভুলেছি
বর্তমানে অন্যপ্রেমে ভালো আছি খুউব, উত্তরাধুনিকতায় হাসতে যে শিখেছি

কষ্টে কাঁদতে কিবা মরতে জন্মিনি আমরা, পরমাণু যুগে বাঁচতে শিখেছি জীবনে
প্রেমের কষ্টের চেয়ে অধিক দূষণ—জয় করে পৌঁছে যাচ্ছি গ্রহের তোরণে

ব্যর্থপ্রেম বুকে ধরে কাঁদতে রাজি নই, জানান দিলাম তাই পুষ্পিত সংলাপে
বিশাল পৃথিবী এক দেশ, এক জাতি, মতৈক্য প্লাবিত হোক সুখের উত্তাপে।

ওদের টার্গেট আমি

ওদের টার্গেট আমি। কারণ, রাসূল আমাকে প্রতিটি ক্ষণে বারণ করে না
মানুষ হ'ও না তুমি। সাহসি ইবলিশ ভয় পাচ্ছে। আল-কুরআনের বাণী
বুকস্থ করেছি জন্মে। করি না মৃত্যুকে ভয়। সত্য ও ন্যায়ের জন্যে পৃথিবীর
শেষ সীমান্ত পর্যন্ত খামোশ বলে ইবলিশ তাড়াবো আল্লাহ্‌র নির্দেশে

আমার মৃত্যুর মালিক ওরা, না। পরাশক্তি পরাভূত হয়ে গেছে বহুবার
মৃত্যুর মালিক যিনি, তাকে ভয় করি—তাঁর কাছে প্রার্থনায় চাই, হে মালিক
আমাকে সাহস দাও, মানুষ হবার জন্যে জেহাদী ঈমান শব্দ করে দাও
ইমাম মেহেদীর মতন একালের দাজ্জালের বংশ করতে চাই ধ্বংস মর্ত্যে

হে মালিক, একমাত্র তোমার নিকট আত্মসমর্পণকারী বলে কোনোদিন
ইহুদি, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু—কারোর নিকট নোয়াবো না বীরের মস্তক
রাসূল আমাকে শেখায়নি কাফেরের নিকট ঈমানী শক্তি জমা রেখে বাঁচতে
আমার শহীদি রক্তে বিশাল পৃথিবী ভেসে যাক—তবু বলে যাবো আমি সত্য

ইতিহাস দিচ্ছে সাক্ষী, ওরা একজোট হয়ে বহুযুগে বহুবার অতর্কিতে
করেছে আমার প্রাণ সংহার। আমার রক্তের বন্যায় ভেসেছে আমারই ধর্ম
কাল্পনিক অপবাদে আমার অস্তিত্বে আজ পরমাণুর বিষক্রিয়া ছড়িয়েছে
আমি মরে যাচ্ছি, হত্যা করছে। পৃথিবীর বুকে আমাকে তোমার নাম জপে জপে
শান্তির পতাকা উড়াতে চায় না দিতে। ওরা জানে, সত্যধর্ম ইসলাম। একজন
আমি থাকতে অসত্যের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা সফল হবে না। সত্যকে নির্মূল
করতে পারলে ইবলিশের হবে জয়, শেষ হয়ে যাবে মাটির মানুষ, ধর্ম-কর্ম!

শহীদি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার ঈমান দাও সর্বশক্তিমান হে মালিক।

স্বপ্ন

স্বপ্ন আমার শুধুই আমার, নিঝুম রাতে একা
ভালোবাসার প্রদীপ জ্বেলে আমার জেগে থাকা।
তবু সুখী—স্বপ্নদেখা দীর্ঘকালের অভ্যেস
কতোটুকু হলাম সফল—বিবেক করে জিজ্ঞেস?
যে আমাকে খালি করে ঘর বেঁধেছে অন্যে
এতোটুকুও বিরহ নেই—সেই রমণীর জন্যে!

দু'চোখে আজ স্বপ্ন ভাসে—কল্প-মুখের ছবি
নতুনভাবে উঠি জেগে—নতুন যুগের কবি।
স্বপ্ন নিয়ে বাঁচি আমি, সে ভাঙে না হৃদয়
একা থেকে দিন কাটানো—এটাই হবে বিজয়।

কৃষকনেতা

আমাদের অধিকার হরিলুট হয়ে গেছে সেই কবে। আমরা স্বপ্ন দেখি আজো, আবার স্বদেশে ধানকাটা নবান্নের উৎসবের শুভদিনে কোনো এক কৃষকের গৃহে নেবে জন্ম একটি শিশু। শোষণ ঠেকাতে জোতদার, শোষক-শাসকদের বিরুদ্ধে লাঞ্ছিত-বঞ্চিত কৃষকের হাত ঐক্যবদ্ধ করে দেবে ফসলের মাঠ থেকে পামড়ি পোকারা পালাবে জীবন বাঁচাতে মৃত্যু-মুখে। ফসলের বেড়ে ওঠা হবে—মুক্ত হাড্ডিসার শরীর, সারশূন্য মস্তিষ্ক—ভাতের বলক ওঠা স্বভাবে এখনো আমাদের স্বপ্ন—আটষট্টি হাজার গেরামে বীজ বোনে শোষণমুক্ত সমাজগড়ার সমাজবদলের চেতনে সাম্রাজ্যবাদী দাদারা মূলোতে সুস্বাদু খাবারের ঝোল মেখে দেখায়, ঝুলিয়ে রাখে প্রিয় মুখের বগলে ক্ষুধার্ত মগজের দাবির নিকট হেরেছি বলেই আমরা দুর্বল শরীরে একমুঠো ভালো খাবারের আশায় মিথ্যে স্বপ্ন দেখতে বড় ভালোবাসি। মেরুদণ্ড সোজা করা হলো না জীবনে—প্রিয় বাংলাদেশে স্বদেশী শকুনেরা মৃত পশুকে নয়—জীবিত এই আমাদেরকে খুবলে খাচ্ছে নির্বিঘ্নে প্রতিবাদহীন চরাচরে

চোখের দৃষ্টি বৈপ্লবিক বৃষ্টি নামাবে স্বদেশে—পেছনে ঠেকে গেছে দেয়াল, আত্মরক্ষার আয়োজন শহর গেরাম-বন্দরে ছড়িয়ে দিচ্ছে বাঁচতে নতুনভাবে জাগবার প্রস্তুতি—আকাশে মেঘের ডাক! আমাদের জমি আমাদের নেই, আমাদের ফসল কাদের গোলায় মজুত হচ্ছে—হিসেব নেবার সময় আসেনি বলে যারা চেঁচায়, আমরা তাদের দলে নেই, কারণ হাতেম আলী খান আমাদের ছিল, আজো আছে!

সেই হেমন্তে ফিরে যাই

সেই হেমন্ত এই হেমন্ত মাঝখানে কেটে গেছে বিশটি বছর। বাল্যবন্ধু মীর মোস্তালিব হোসেন ভাসানীগঞ্জ বাজারে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক এখন!

আমরা দু'জনে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি—আমি হুগড়ার প্রাথমিক পাঠশালা, আর
আলোকদিয়ার প্রাথমিক পাঠশালায় সে, মাঝখানে এক ক্রোশ পথ। তবু আমাদের
পরিচয় হলে বন্ধুত্ব গাঢ় হয়েছিল। আমরা যখন পঞ্চম শ্রেণীর পড়ুয়া,
আমাদের কাব্যচর্চা নিয়ে শত গ্রামে পড়ে যায় বিস্ময়কর হৈ চৈ সাড়া—
মনে পড়ে আজ, নবান্নের উৎসবের মতো হেমন্তে আমরা কলম-খাতা নিয়ে
একটি কবিতা লেখার জন্যে আলে বসে কৃষকের ধানকাটা, আঁটি বান্ধা দেখেছি
যমুনার বালুচরে হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি দু'জন। সূর্যাস্তের
আবীর দেখার জন্যে সন্ধ্যে পর্যন্ত করেছি অপেক্ষা—সন্ধ্যে রাতের
শীতের কাঁপন শরীরে জমিয়ে ফিরে এসেছি বাজান শাসিত গৃহের মা'র স্নেহচ্ছায়
পালাগান, যাত্রা-নাটক সারারাত জেগে দু'বন্ধু দেখেছি বেগুনটালে, ফতেপুরে
মধ্যরাতের মেঘমুক্ত আকাশে দৃষ্টির অদৃশ্য ডানায় চড়েছি চাঁদে যেতে

কৈশোরের হেমন্ত ধানের মলন মলার মতোই মলে যাচ্ছো আমাকে, ফিরে যাই!

বাউল

লালন বাজার গড়ে তুললে বাউলের মনে
দাঁড়ালো পৃথিবী থমকে। শহর ও গ্রামজুড়ে
পড়লো সাড়া, বসলো মেলা মাঙ্গলিকদের বনে
ফেরেশতারা এলো ছুটে গুণ-কীর্তনের সুরে,
'মৃত্তিকার গুণোত্তীর্ণ আদম-হাওয়ার বংশ
তোমাদের অবদানে সুন্দর হয়েছে সব,
তোমরা স্রষ্টার লীলা-খেলার বিরাট অংশ
সংগ্রামে পালন করো জ্ঞানার্জনের উৎসব।
দোতারাটি ভেঙে যায়—তবু স্রষ্টার আশ্বাসে
ডুবে থাকো তাঁর প্রেমে ধন্য হবার বিশ্বাসে।'

হাসান রাজার প্রেম বাঁধ ভেঙে ফিরে আসে
বাউল মেলায়—জেগে ওঠে ফাইলার মাজার,
অদৃশ্য স্রষ্টার স্নেহে সাধকের মন হাসে
বিশ্বাসের জোরে কেটে যায় জীবন-আঁধার।

সুন্দর তোমার কাছে নতজানু

প্রেম সেতো আপেক্ষিক বিষয়-আশয়.....!

পৃথিবীর প্রেমে-কর্মে প্রতারিত আমি
আজন্মের অনাবিল সত্যায়ণপত্র

সুন্দর তোমার কাছে নতজানু আজ...,
আমাকে উজ্জ্বল করো নতুনের ডাকে
সূর্য হয়ে আলো দেবো আঁধারের দিনে,

অশান্ত পৃথিবী আজ তোমার পরশে
হয়ে যাক অহিংসের নিরাপদ-বাস;

তোমার সৌন্দর্য আমি হৃদয়ে পুষিনি
আসল-নকল তাই চিনিনি জীবনে!
তোমাকে চিনেছি বলে কোন্‌টা আসল
কোন্‌টা নকল চিনতে পেরেছি নিরিখে.....,

ধন্যবাদ চিরকাল, এখন বিদ্রোহে
ছড়াই স্বপ্নের বীজ শোষিতের দেশে।

শিকড়

শিকড়ের সঙ্গে-বৃক্ষের সম্পর্ক আছে বলে
ফলবতী ফুলবতী হয় প্রকৃতি নিয়মে,
আমার শিকড় হলো আল্লাহ্‌-রাসূল, আর
ছায়া হলো ইসলামের পথ, নামাজ ও রোযা।
মূল অস্তিত্বের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখলে যদি
মৌলবাদী হয়ে যাই—তাতে দুঃখ নেই কোনো,
আমার দারুণ অহংকারে বুক ফুলে যায়
তোর মতো সাম্প্রদায়িক-নাস্তিক নই আমি!

নিজের ধর্মের কালাকানুন মেনেছি বলে
জেহাদী ঈমান পুষতে পারি আত্মার গভীরে....,
আমার ধর্মের বাণী মহামূল্যবান মানি
তাতে যত দেবে অপবাদ মৌলবাদী বলে
আমার ঈমান তত চৈতন্যে তেজস্বী হবে

গড়েছি মূলের বুকে জেহাদীর কাবাঘর।

দেশ কারো পিতার তালুক নয়

দেশ কারো পিতার তালুক নয়, সবার তালুক—
সমতল দেশের সুখের জন্য জোয়ার আসুক,
রাজবাড়ি থেকে কুড়েঘরে—প্রতিটি লোকের মনে
ন্যায়-বিচারের ফুল ফুটুক রাজার সিংহাসনে!
অর্জিত কষ্টের বুকে লেখা হোক জাতির কপাল
অন্ধকারে জ্বলে উঠবে তবে জ্ঞানার্জনের মশাল!
চৌদ্দ কোটি জনতার একটি দেশ, প্রিয় বাংলাদেশ,
শোষণের দিন শেষে সাম্যতার ঘটুক উন্মেষ!

দেশ-দর্শন

জীবনের দর্শন পাল্টে দিয়েছি
নিজের মতন করে বানিয়ে নিয়েছি
কষ্ট খেলার মাঠ—খেলি প্রতিদিন
কষ্ট আমাকে দেয় হৃদয়ের ঋণ;
পৃথিবীর সব লোভ ভুলে গেলে হই
মহাসুখী, জেনে যাই চিরদুখী নই!
শব্দের সিরামিকে সাজাই ভাবনা
জীবনের অনুদানে যা কিছু পাবো না,
তা নিয়ে আমার নেই কোনো অনুতাপ
নির্লোভ অনুভব তাড়িয়েছে পাপ!
দেবো আমি আরো দেবো আমার যা আছে
ঋণী আছি প্রিয় জন্মভূমির কাছে!
আমাদের কাজ হোক দেশ-দর্শন
ঝরুক জীবনে আজ প্রেম-বর্ষণ।

স্বপ্নরা মুক্তি চায়

এই ধান কাউনের দেশে
এই তো তিরিশ বছর পূর্বেও
শকুনেরা খুবলে খেতো
আমাদের স্বাধীনতা;

জাগলো দেশ, ভাঙলো শৃঙখলিত ভয়
জয় মানচিত্রের জয়
তাজা প্রাণ লাশ হলো
রমণীর ইজ্জত লুণ্ঠিত হলো
তবু বীর বাঙালিরা মুক্তিযুদ্ধে
পতাকা বানালো, মানচিত্র আঁকলো বুকে
বিশ্বের স্বীকৃতি জয়ধ্বনি তুললো
সাহসের অন্য নাম বাংলাদেশ।

আমরা স্বাধীন জাতি আজ
আমাদের মুখের ভাষাকে কেউ আর
কেড়ে নিতে চায় না;
মানচিত্র থেকে শকুনেরা চলে গেছে
তবু কষ্ট কেনো বারোমাস?
বলার ভাষার স্বাধীনতা কই?
মানচিত্রের মৌলিক মুক্তি কই?

স্বপ্নরা এখনো মুক্তি চায়।

পাতার কীর্তন

বৃক্ষের ছিড়ো না পাতা, প্রকৃতির শোভা....।

আমার শৈশব আজো ফুলের শোভায়
নাড়া দিয়ে যায় ক্লান্ত দুপুরের রোদে
বৃক্ষের ছায়ায় বসে ঝিমোচ্ছে বালক—
সবুজ পাতারা রোদ করেছে আড়াল
ওই আকাশ পাতাদের পরোপকারিতা
বেশ ভালো করে জানে, জানে না মানুষ
পাতারা উত্তাপে পোড়ে, ছায়া দেবে তবু

পাতাদের দয়া করো বৃক্ষের শাসক....।

সমস্ত পৃথিবী হলে সবুজাভ ভূমি
লাভ দিয়ে ক্ষতিকে বিয়োগ দিলে হবে

অরণ্য বনানী ফল। মানুষ বোঝে না
বৃক্ষহীন অধিবাসে শ্বাসকষ্ট হয়!

পাতার কীর্তন করি সুস্থতার দেশে।

কবুল

কার সীমানায় মিশে গেছে সীমা?
বন্দী আছে ভালোবাসার বীমা,
দূরের আকাশ কাছে আসে রাতে
ভালোবাসার পদ্ম ফোটে হাতে!
স্বপ্ন হবে কেনাবেচা মনে
সন্ধ্যা নামবে শালগজারির বনে।

জীবন হবে নতুনভাবে গড়ার
ভালোবাসার প্রয়োজনে পড়ার,
তার সীমানায় বন্দী হবে কবি,
শিল্পী এঁকো ভালোবাসার ছবি!

ছলনা প্রাচীন

বিরহ-জারিত আমি বিষণ্ন দুপুরে
সারাক্ষণ ডুবে থাকি কষ্টের পুকুরে,
কখন সকাল হয়—কখন যে সন্ধে
রাখি না খবর কোনো—আছি দ্বিধাদ্বন্দ্বে!

যে চোখে দেখেছি স্বপ্ন, সে চোখে আঁধার,
হতাশায় কেঁদে যায় হৃদয় আমার!
নারীতে বর্ণিত আছে—ছলনা প্রাচীন
তোমার ছিলাম বুঝবে—কোনো একদিন।

গানের কোকিল

গানের কোকিল মরে গেলে তার শোকে
দু'ফোটা ব্যথার জল ঝরে, অতঃপর

স্মরণ সভায় বক্তা তার গুণগানে
মুখে শুভ্র ফেনা তোলে টেবিল থাপড়িয়ে

অথচ কোকিল বেঁচে থাকতে কোনোদিন
কেউ খোঁজ নেয়নি, হ্যাঁ, তার দুঃসংবাদ
হয়েছিল দৈনিক কাগজে ছাপা। কেউ
মানবিক দু'হাত করেনি প্রসারিত

কণ্ঠের স্বপ্নরা তার দরিদ্র জীবনে
একপাল রোগ-শোক নিয়ে প্রতিদিন
গেয়েছে মুক্তির গান, কোন্ পথে গেলে
মুক্তির সাক্ষাৎ পাবে আঁধার পেরিয়ে?
তবু মুক্তি আসেনি জীবনে, শিকারীর
তীর বিদ্ধ করেছে কণ্ঠকে। বলেছে সে
অস্পষ্ট ভাষায়, তবু সুখে থেকো দেশ!

গানের কোকিল ছিল বলে গান শুনি।

পূর্ণতার পূরণ

এ পৃথিবী ছেড়ে যেতে চাই না কোথাও
তবু ছেড়ে যেতে হবে, ভাবলেই দু'চোখে
সমস্ত পৃথিবী ভাসে বেদনার জলে.....,

ক্ষণিকের কিছু স্মৃতি রেখে যাবো, তাও
দু'একশ দিন পর চেনা ও অচেনা
মানুষেরা ভুলে যাবে। বিস্মৃত অতীত
হয়ে যাবো। ইতিহাস কখনো আমাকে
পত্রস্থ করবে না পাঠ্য বইয়ের পাতায়!

আমার চেয়ারে বসবে অন্য একজন
অর্জিত সম্পদ খাবে উত্তরাধিকার—
সময় থাকে না স্থির কারো অপেক্ষায়
শূন্যস্থান হয়ে যায় সঠিক পূরণ
তবে কোন্ মিথ্যে অহংবোধে ভুগছো মন?

ক্ষণিক জীবন গড়ি মালিকের প্রেমে!

চন্দ্র-বিলাস

চন্দ্র-বিলাসে যাবো, হয়তো পাবো না
তোমার সাক্ষাৎ, কেঁদে জলের সাগর
বানাবো চন্দ্রবুক। দীর্ঘ নিঃশ্বাস
ছেড়ে ছেড়ে বাড়াবো বায়ুর ঘনত্ব,
তখন চন্দ্র হবে বাস উপযোগী
উত্তম মৃত্তিকা। পুরোনো নিবাস
পৃথিবীর মায়া ছেড়ে উড়াল দেবেই
অগ্রসর মানুষেরা—তখন আশার
ভালোবাসা হয়ে যাবে নতুন দেশের
নতুন প্রাণের প্রেরণার ইতিহাস!

তোমাকে পাবো না বলে যে বুকে ওঠেনি
সুখের জোয়ার, সেই বুকে হাহাকার
নেই আজ না পাবার। আছে শুধু মনে
ব্যর্থতা তাড়াবার চন্দ্র-বিলাস।

আকাশ-মাটি-জল

পাখির স্বদেশ জয় করেছি—হয়েছি তাই
সবার চে' সেরা,
ছিনিয়ে মৃত্তিকার বুকে
মানবিক বসুন্ধরা।
পশুর স্বদেশে নিরাপদ-গৃহ গড়েছি—লড়েছি
বৈরী নিয়মের সঙ্গে,
পৃথিবীটা নয় আকাশ-পাতাল আজ
অর্জনে এঁকেছি অঙ্গে!
মানুষের কাছে হেরে যাবে সনাতন কারিগর
পালাবে পৃথিবী ছেড়ে মানব বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড়।
জলও আজ মানুষের কথা শোনে
মানুষ জলের ত্রাতা,
অর্জনে হয়েছি সৃষ্টির বিজ্ঞানী
নবত্ব ক্রয়ের ক্রেতা।

কান্না-সুর শুনতে পাই

ঘুম ভেঙে গেলে মানুষের চাপা কান্না-সুর
শুনতে পাই আমার অন্তর কানে। স্বপ্নপুর
বেদনায় ভরে যায়, স্বপ্নীল মনের ভিড়ে
এক বুক পর-কষ্ট নিয়ে ফিরি একা নীড়ে
দেখা পাই আমার একান্ত কথিত কষ্টের
মনে হয় শূন্য ঘরে অনাদরে পড়ে আছি
লেখার টেবিল উপহাসে বলে, শোনো কবি.....,
শব্দের রমণী তুমি কোথাও পাবে না খুঁজে?

তখন আয়েশে আমি চিৎ হয়ে শুয়ে ভাবি
আমার স্বদেশ কেন কষ্টের জননী হলো?
উত্তর পেলেও বলতে পারি না প্রকাশ্যে আমি!
বুকের বাঁ পাশে হাত রেখে জেনে নিই নিজে
ঠিক আছি কিনা আমি। প্রেসারে ঝিমোয় শ্বাস!
জননী এখনো স্বপ্ন দেখে কষ্টে বারোমাস।

দ্রোহী স্বগতোক্তি

স্বপ্নের আড়ালে খিদে বসবাস করে
চাল-ডাল-নুন নেই শোষিতের ঘরে,
দু'চোখে আঁধার নামে দিনের আলোয়
ডাল-ভাতে স্বপ্ন হয় ক্ষণিক উদয়—
হৃদয়ে ক্ষুধার জ্বালাময় উপদ্রব
মুখে নয় বুকে কাঁদে শোষিতের ক্ষোভ!
জোটেনি ক্ষুধার জন্য একমুঠো ভাত
ঘর নেই ঘুমহীন কাটে সারারাত।
বৃষ্টি এলে বসে ভিজি গাছের গোড়ায়
তবু আছে ভালোবাসা আমার ডেরায়,
সেটুকু সম্বল রাখি ভূমিহীন প্রজা
কখনো চাই না হতে অধিষ্ঠিত রাজা।
কপালের দ্বার তবু কে রেখেছে বন্ধ
ভাঙবো তালা চতুর্দিকে বিদ্রোহের ছন্দ....,
সর্বহারা জাগছে আজ কোথায় পালাবে?
শোষণের দাঁতপত্র স্বদেশে জ্বালাবে।

আমার আকাশ

দ্বিধাহীন প্রেমময় আমার আকাশ
স্বপ্নমেঘে সাজে আজো প্রেমিক বাতাস,
বিরহের বৃষ্টিনামা কাদামাটি প্রাণে
ভাঙা বুক স্বপ্ন দেখে ভালোবাসা ঘ্রাণে।
মধ্যরাতে একলা জেগে ভিজি দৃষ্টিজলে
ঝিমোয় প্রেমের ক্লান্তি স্নিগ্ধ ছায়াতলে।
হৃদয় গলেনি বলে ছিল সে নিঠুর
সাধনে করেছি আজ বেদনা মধুর।

আমি কবি কষ্ট সয়ে দিলাম জানান
সকল প্রতিমা হোক নির্ভুল বানান।
প্রতিমা ছলনা জানে, ভাঙতে পারে বুক
ওদের হৃদয় কেন কামিজের হুক?

উদার আকাশে জমেছে বিরহ-মেঘ
পুরোনো ব্যর্থতা এখনো অবুঝাবেগ।

আজন্মের শূন্য

মেঘের বিরহে আকাশ কেঁদেছে তাই
শ্রাবণ এসেছে ফিরে। কাঁদি চিরকাল
রমণী, এলে না তবু। বিলিয়েছি স্বপ্ন
বিনিময়ে পেলাম কী, আজন্মের শূন্য.....,

এই শূন্য যোগফলে নিরর্থক প্রেম
হৃদয়ের সেতু গড়ে দূরত্বের দেশে
অসাড় শরীর নিয়ে বুঁদ হয়ে থাকি
একান্ত নিজস্ব মগ্নে—স্বপ্নীল আলগ্নে;

সাধারণ মানুষ কী বোঝে—কবিতার
কষ্টগুলো জীবনের সিঁড়ি ভেঙে ছন্দে

ইতিহাস গড়ে; রমণীরা একদিন
বুঝে গেলে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে অশ্রুপাতে!
সন্তানেরা শোকে কাঁদে জননীর ভুলে—

কবি হয় শ্রেষ্ঠ প্রেম উপমার দেশে।

প্রিয় বাংলাদেশ

মায়া কান্না অজুহাত খোঁজো—সে চালাকি বুঝি,
চালবাজদের কালো হাত দিল্লীতে মতৈক্য!
মুক্তধন্য সীমানায় অশান্তির বীজ বুনে
জল ঢালো দীর্ঘকাল ধরে বিশ্ব ভণ্ডরাজ!

তোমাদের চালাকির দিন হয়ে গেছে শেষ—
আমার স্বদেশ সম্প্রীতির সুতোয় বেঁধেছে
সারল্য অতীতকাল, এখানে শান্তির দিন
ধর্ম ভেদাভেদ ভুলে গলাগলি আছি বেঁচে

আমাদের-তোমাদের স্বপ্ন একসূত্রে গাঁথা
শুধু ভিন্ন এটুকু জেনেছি চালাকির ছুঁতো,
রঙ-বেরঙের ষড়যন্ত্র এঁটে শূন্য করো
স্বদেশের সম্প্রতির অর্জিত সুনাম। দিন যায়
মাস যায় একদিন ঠিক বিশ্ব জেনে যায়—
অপপ্রচারের শিকার হয়েছে প্রিয় বাংলাদেশ।

বৃক্ষ ও মানুষ

মানুষের কান্না শুনে তারাও যে কাঁদে!
পরম সুজন ভেবে জীবন বিলিয়ে
মুখের আহার হয়ে প্রতিদিন আসে
খাবার টেবিলে, দুঃখ তাড়িয়ে দিতে সে
হয়ে যায় গৃহ থেকে আধুনিক স্বপ্ন
মানুষ করেছে তার প্রেরণায় জয়

পৃথিবী-পাতাল আর গ্রহের রহস্য.....,
সে অমূল্য বিবেচিত বিজ্ঞানের যুগে।

প্রকৃতির পরম বন্ধু সে। সুস্থতার
দীর্ঘায়ুর নিশ্চয়তা দিতে পারে বলে
সকল সৃষ্টির উৎস—মানুষের সুখ,
দেবতা হেরেছে তার চির আত্মদানে
প্রতিদান চায় না সে। প্রিয় প্রয়োজনে
পরিচর্যা করি আমি তার আয়ুকাল।

মগজ চেটে সমাজসেবক

চতুর্দিকে দৃশ্যমান অদৃশ্য শত্রুরা—
তৎপর চতুর শৃঙ্গলের মতো আজো!
স্বদেশে বন্ধুর পথ, দারিদ্র্য ও ক্ষুধা
নিত্যসঙ্গী, অভিযোগ সত্যের বিরুদ্ধে
বিবেক ঘুমায় ভয়ে নিরাপদ কক্ষে
অসত্যের জয়ধ্বনি খোদ রাজমুখে!
আমার স্বপ্নরা আজ চুরি হয়ে গেছে
সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ নামক গোলায়।

আমি খোয়া যাওয়া স্বপ্ন উৎপাদন কেন্দ্র
আমার মগজ চেটে সমাজসেবক
সেজেছে শোষক আজ। শস্য ক্ষেতে তাই
পামড়ি পোকা ডগা কাঁটে প্রকাশ্যে নির্ভয়ে,
মেতেছে এডিস মশা বাঙালি নিধনে!

তাদের রুখতে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

ইঁদুর কেটেছে প্রেম

বুকের জমিন ঝুম ঝুম ভিজে যায়
কষ্ট-আঁচল ঘুম ঘুম ভরে যায়,
কেবল সুখের ঘরে রোদ্দুর খাঁ খাঁ.....,
ইঁদুর কেঁটেছে প্রেম.... পোড়ে সোনালি গাঁ!

ঘুমাও মানুষ আরো—কাটুক কপাল
ফসল ফলেছে তবু থাকুক আকাল!

স্বপ্নরা আজ বাণ ডেকেছে জাগার,
টুটে যায় যদি যাক—কষ্ট-আঁধার।

তছনছ হয়ে যাই

মাঝে মাঝে আলস্যে স্বপ্ন ঘুমায়, ফুরফুরে মন নিয়ে কালঘুমে দেখি
মগ্নতা ভাঙে কার লৌকিক চুমায়? অদৃশ্য ভালোবাসা তাকে নিয়ে লিখি
একটি গল্প, বুকে ঝড় ওঠে তাই, বাতাসের সাথে ধুলোর মতন উড়ে
অজানা নতুন গৃহে স্বপ্ন ছড়াই—তছনছ হয়ে যাই চাওয়ার ঝড়ে!

পূর্বপুরুষেরাও হয়েছে ব্যর্থ, রমণীর রূপাগুনে কষ্টে গলেছে
শুরু থেকে মন নয় চিনেছে অর্থ, প্রেমিকেরা ভালোবেসে শুধুই জ্বলেছে,
পুরুষের বুক থেকে ভালোবাসা মোহ, উচ্ছেদ করে বোনো এগোবার চারা
একমুখী ভালোবাসা বাড়ায় কলহ, সুখ বয়ে আনে প্রেমে বহুমুখী ধারা।

গণশত্রু তাড়াবার দিন

প্রয়োজনে যোদ্ধা হওয়া তরুণের মতো আমি
পরাধীন কষ্ট দেখে সমব্যথী আরো হই
মরুপথে লড়ছে আজও ফিলিস্তিনী মুক্তিকামী
আমাদের সঙ্গে থাকে মহানবী—ভীতু নই।

শাসকের উল্টোপিঠে শোষকের কর্মশালা
আমলা নেতা সব চোর—আমি কবি বলতে পারি,
শোষিতেরা জেগে ওঠো বুকে নিয়ে দ্রোহজ্বালা
আগ্রাসীর হাত থেকে রক্ষে করতে ভিটে-বাড়ি।

কতকাল পিষ্ট হবে শোষণের যাঁতাকলে
বাঁচতে হলে জাগতে হবে, ভেঙে ফেলো যতো ভয়
জীবন কি কেঁদে যাবে দাদাদের বাঁধ-জলে?
জনতার দ্রোহরোষে শোষকেরা নত হয়।

স্বদেশের বুক থেকে গণশত্রু তাড়াবার
এলো দিন, ভাঙবে ভয়—কিছু নেই হারাবার।

সন্ত্রাসে ছেয়েছে পৃথিবী আমার

আমার মাটির স্বর্গ পৃথিবী নরক হয়ে যাচ্ছে.....,
মৃত্যু-যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে সভ্যতা। মানবতা-প্রেম
সন্ত্রাসের নগ্নথাবায় রক্তাক্ত হচ্ছে মৃত্তিকায়....।
এই আমি যখন পৃথিবী শান্ত হও শান্ত হও।
বলে চিৎকার করেছি। তখনও সে অশান্ত থেকেছে,
কে কার চিৎকার শোনে। সবাই থেকেছে ব্যস্ত স্বার্থে।

ধনী-শোষকের খোলস পাল্টিয়ে সাম্রাজ্যবাদের
মুখোশ পরেছে স্বপ্নঅলা, যে নিজে কৃত্রিম শক্তি—
সে আর আমাকে কী স্বপ্ন দেখাবে? আমার স্বপ্নকে
হত্যা করে মানবাধিকার রক্ষা করার প্রচারে
নেমেছে সে। তার মতো নির্লজ্জ মিথ্যুক আছে বলে
জানা নেই আর। তার খেয়ালখুশির শিকারের
যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছি, মরছি গণহত্যায় কোথাও.....
স্বার্থের যুদ্ধের আক্রমণে বোমার স্প্লীন্টারে মরছি।
সন্ত্রাসের শিকার হয়েছে বিশ্বরাজনীতি, সুনীতি,
অর্থনীতি। গুলিতে-ছুরিতে মরছি, ক্ষুধার জ্বালায়
মরছি ও মরবো। আমি এই পৃথিবী চাইনি বলে
আমার কবিতা বলছে, আজ তার আসুক পতন।

কোন্ কালে কোন্ সাম্রাজ্যবাদের উত্থান আমলে
শান্তিতে ছিলাম আমি? আমার রক্তের উপশিরা
করেছে শোষণ, আমার চিৎকারে আকাশ-বাতাস
ভারী হয়ে উঠেছে, বিলাপ করেছে পৃথিবী—তবু
সাম্রাজ্যবাদের মন গলেনি, থামেনি নির্যাতন
পৃথিবীকে গ্রাস করে হজম করেছে অধিকার.....।
তার ধ্বংস নেই, একজন যায় অন্যজন আসে
অভিন্ন স্বরূপে। আমি হয়ে যাই তার আহারাদি।
আমার মৌলিক অধিকার চিবিয়ে খেয়েছে, খাচ্ছে
যতদিন অবাধে পারবে খাবে। পরমাণু বোমা
বানাচ্ছে আমার রক্ত চুষে নিয়ে আমাকেই হত্যা
করবার জন্য। আমি ঈমানী শক্তির মুক্তিসেনা.....,
যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার—পরাশক্তি নই

হতে হবে—কত আর পরাজিত হবো তার কাছে.....?
পৃথিবীর দেশে দেশে অশান্ত বাতাসে উড়ছে দ্রুত
সন্ত্রাসের ধুলোবালি। পরিবেশ হয়ে যাচ্ছে দূষী.....।
আমার মৌলিক সবকিছু লুটতরাজ হয়ে যাচ্ছে
আমার প্রতিবাদের ভাষা পরাশক্তির নিকট
পরাজিত হতে বাধ্য হচ্ছে। ভাগ্যের স্বদেশে আমি
স্বপ্নের দীঘল বিড়ম্বনা দেখতে দেখতে শেষে
অটুট বিশ্বাসটুকুও হারাবো— দ্রোহক্ষুব্ধ আমি
শোষিতের কান্না হয়ে বেঁচে রবো কেয়ামত ব্যাপী....।
সেই সত্য কথা বলে যাচ্ছি, স্বার্থ ভাগাভাগি নিয়ে
সন্ত্রাসে ছেয়েছে পৃথিবী আমার, রক্ষা করো তাকে।
আমি একটি শান্তির সবুজ পৃথিবী হতে চাই—
যে পৃথিবী মানুষের গান গেয়ে গেয়ে ধন্য হবে।

পুরোনো চক্রান্ত

আমি যা করিনি, যা ভাবিনি কোনোদিন
চক্রান্তের অদৃশ্যশক্তির কারসাজিতে
আমি করেছি, ভেবেছি—দিয়েছে রটিয়ে
মনুষ্য মগজে সুনিপুণ অভিযোগে।
আমার উপন্যাসের কাহিনী, চরিত্র
সুকৌশলে দিয়েছে পাল্টিয়ে, হস্তলেখা
করে জাল করেছে চক্রান্ত। বৈধপিতা
তার নাম মুছে ফেলে অন্যজন পিতা
বানিয়ে দেবার চক্রান্ত করেছে। আমি
তার প্রতিবাদ করে বলেছি হাইকোর্টে.....,
মহামান্য আদালত—ওসব চক্রান্ত
মতিয়ার রহমান আমার পিতা, বাড়ি
টাঙ্গাইলের হুগড়াতে। তারা কী আমার
মানবাধিকার খর্ব করছে না? কারণ,
আমার কলম কেড়ে নিয়েছে তারাই....।
অন্ধকার কারাগারে পারছি না লিখতে.....।
মিথ্যে অভিযোগে কবিকে দণ্ডিত করা
অন্তরীণ রাখা কোন্ সভ্যতার ধারা....!
আমাকে করেছে নির্যাতন সাতদিন

বর্বর যুগের কায়দায়, স্বাক্ষর নিয়ে
চক্রান্ত করেছে, তার প্রমাণ টেবিলে
পড়ুন, বুঝুন, দাবিটা আমার নয়—
তারা সাজিয়েছে আমাকে ফাঁসাতে। আমি
সম্পূর্ণ নির্দোষ। মহামান্য আদালত—
বেকসুর খালাস দিলেন। অভিযোগ
মিথ্যে, বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত
বলে প্রমাণিত হলে পেয়ে যাই মুক্তি.....।
তাদের সাজানো নাটক ন্যায়ের মঞ্চে
মঞ্চায়িত হতে পারলো না। সেই তারা
এখনো পুরোনো চক্রান্তের অভিযোগ
ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে মনুষ্য মগজে!
কারণ একটাই, জনপ্রিয়তা কমানো
মানুষকে ভুল বোঝানো, আমার পক্ষে
তখন বলবে না কথা বিবেককুল....,
এ সুযোগে তারা আবার পরাতে চায়
শিকল। তাদের চক্রান্ত সফল হলে
নাটের গুরুরা খুশি হবেন। করতে
খুশি তারা আবার গোপনে করে যাচ্ছে
পুরোনো চক্রান্ত।.....ভয় কাটলে সাহসি
এই সাহসটুকু আমার সম্বল বলে
আমার নির্দোষ কর্ম দিয়েছে ঘোষণা,
সত্যে আছি বলে ভয়কে করেছি জয়
ভয় পেতে পেতে আজ কেটে গেছে ভয়।
সেই তারা এখনো আমার পিছুলাগা—
মানুষকে ভুল বোঝাবার করছে চেষ্টা....,
তাদের জন্য কী আমার প্রতিভা-ফুল
ফুটতে পারছে না, পাচ্ছে না স্বীকৃতিটুকু....,
তাদের ভয়ে কী আমার প্রেমিকা আজ
অন্যঘরে চলে গেছে। আমার জীবন
এলোমেলো হয়ে গেছে বিরহের কষ্টে।

নাটের গুরুরা, তারা এবং দোসর
এই তিন চক্র মিলে চক্রান্তের জাল
ফেলেছে বাংলার বুকে। অসহায় আমি
কার কাছে চাই বিচার, কে আমার পক্ষে

দাঁড়াবে চক্রান্ত রুখে দিতে। কোথাও কী
মানবাধিকার কমিশন নেই? আমি
এই তিন চক্রের বিচার করছি দাবি....।
অদৃশ্য অর্থনৈতিক অবরোধে আজ—
আমার সংসারে জ্বলছে না সুখের দীপ।
বেকার জীবন, চাকরি চেয়েছি আমি—
হয়নি, তাদের জন্য কী এখানেও— 'না'....
তবে আমি হার মেনে নিতে রাজি নই,
যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ—লিখে যাবো....,

দারিদ্র্য আমাকে করবে মহান বীর।

এখনই সময়

আমাদের মগজে পচন দিয়েছে ধরিয়ে।

আমরা রাজনীতি, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতিতে
দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছি, কলুষিত হয়ে যাচ্ছে দেশ—
এর শেষ কোথায় জানি না কেউ। বাংলাদেশ
পলাশীর ইতিহাস হতে চলেছে—ভাবলে
সাতচল্লিশ, বাহান্ন, একাত্তর ভেসে ওঠে
গৌরবগাঁথার পটে। আমরা কী বারবার
স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলবো, আর যুগ যুগ
ধরে মুক্তিযুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করবো!
আমরা আনতে পারি স্বাধীনতা, বুকে ধরে
রাখতে পারি না কেন? কোথায় গলদ বলো?

যুগে যুগে মীর জাফর সংখ্যায় বেড়ে গেছে!
চিহ্নিত করুন শত্রু, স্বাধীনতা হারাবার
ভয় কেটে যাবে, চেনা যাবে দেশের শত্রুকে.....,
বিদেশী শত্রুরা পালাবে গুটিয়ে ষড়যন্ত্র
ঘরের শত্রুকে খতম করতে চাই ঐক্য.....।
আসুন দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার স্বার্থে
আমরা সবাই আজ বাংলাদেশি হয়ে যাই।
তা না হলে পস্তাবো সবাই পরাধীনতায়,
এখনই ষড়যন্ত্র রুখে দেয়ার সময়।

প্রকৃতি দুয়ার খোলো

জীবনের ব্যর্থেচ্ছার আশা-আকাঙ্ক্ষার কাছে
অবেলার ভালোবাসা নড়ে-চড়ে ওঠে আজো,
দু'চোখের জল ছাড়া কী দেবার আছে আর—
পাইনি, চেয়েছি যাকে—প্রতিষ্ঠা খ্যাতির জন্য
বছরের পর বছর চলেছি খেঁটে। আমি
সেই যোগফলে শূন্যের কোঠায় বেঁচে আছি।

আমার ভাড়াটে ঘর, রাজধানীর বুকে
এক চিলতে জমি নেই। ঠিকানা বলতে
পৈত্রিক বসতভিটা গ্রাম্য জনপদে—
আধুনিক নারী তাই বোঝেনি আমাকে।
আমার মগজ চেটেপুটে খাচ্ছে স্বপ্ন
অসহ্য কষ্টের ভাঁজে বুঁদ হয়ে কাঁদছি!

প্রকৃতি দুয়ার খোলো—আলো জ্বেলে দেবো
ব্যক্তিগত থেকে প্রিয় স্বদেশের বুকে।

হয় না সে বিক্রি

কবিকে আনন্দে-কষ্টে যেখানেই রাখো
বিবেকের নিকট সে দায়বদ্ধ বলে
স্বপ্নের মৃত্তিকা মাঠে ফলায় ফসল
হয় না সে বিক্রি সুখের আশার কাছে।

কোন্ নব্য সুখের দেখাবে লোভ, কোন্
প্রাসাদ বরাদ্দ দেবে কিনে নিতে তাকে,
কোন্ বিশ্ব সুন্দরীকে উপহার দেবে—
কত কোটি টাকা দেবে। আকাশের রূপ
বদলে যায়, মৃত্তিকাও শুষ্ক হয়, জল
আসে যায়। কিন্তু কবি এক রূপে-গুণে
সবকিছু তুচ্ছ ভেবে কবিতার মাপে
উচ্চৈঃস্বরে বলে যায়, মানুষের জয়...

ধ্বংস হোক শোষকের আধিপত্যবাদ।
কবি ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলেও তো বলে যায়,
সত্য মৃত্যুঞ্জয়, পরাজিত শক্তি তাই
প্রাণবধে মেতেছে হিংসায় পৃথিবীতে।

ভাঙা বুকে দ্রোহের ঢেউ

কোন্ অশুভ বাতাস করে দিচ্ছে এলোমেলো
আমার মনের চাওয়া পাওয়া। কচুয়ার চর থেকে
যমুনার তীর ছিল তিন ক্রোশ পথ দূরে—
সেই কচুয়া বিলীন হয়েছে ভাঙনের তোড়ে.....।

যমুনার মাঝখানে যে চরটি জেগে উঠছে....,
ক'বছর পর এপারের দরিদ্ররা চরে
কুঁড়েঘর তুলে বেঁচে থাকার করবে যুদ্ধ
বিরাণ ধুলো মাটিতে শস্য বুনে। জানি আমি
একদিন সে চরও ভাঙনে নদী গর্ভে যাবে...।
দরিদ্ররা অন্য এক চরে ভালোবাসা দিয়ে
তুলবে আবার কুঁড়েঘর। বারবার তারা
আশাহত বুক নিয়ে বেঁচে থেকে দিনরাত
স্বপ্ন দ্যাখে। আমারও অবস্থা তাই। আমি আর
কতবার ভাঙা বুকে তুলবো প্রেমের ঢেউ?

বড় ভয় করে যদি আমার শত্রুর ফাঁদে
আটকা পড়ে ঢেউ থেমে যায়, বেড়ে যাবে কষ্ট!
অবুঝ হৃদয় তবু বারবার ভালোবেসে
সুখকে হারিয়ে কোন্ সুখ পায় কষ্টপুরে।

আমি আজ হেরে যেতে চাই নারীর কবুলে
নিজেকে হারাতে চাই তীব্র পাবার আকুলে।

খোদা সহায়

আমি কী মৃত্যুর দিকে যাচ্ছি, বাংলাদেশ?
নিরাপত্তার অভাবে—নিরাপদ নই....।

আমার দেহের কোষে পয়জন কী করছে?
স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠার নিয়ম—
অনিয়ম করে রেখেছে আমৃত্যু ব্যাপী।
দারিদ্র্যকে ভালোবেসে ভালোই ছিলাম,
এই ভালোটুকু থাকা—থাকতে দিচ্ছে না....,
কিন্তু কেন, কি আমার অপরাধ—বলো?

আততায়ী ঘুরেছে এতোটাকাল পিছে....,
ওরা ব্যর্থ হয়েছে, খোদার রহমতে—
আজো বেঁচে আছি। আমাকে করতে ধ্বংস
এখন বিকল্প পথে এগুচ্ছে কুচক্রী—
সব বুঝি, রুখে দিতে কোথায় আমার
সেই শক্তি? খোদা সহায়—সদম্ভে আছি।

জহুরী

আপনার লেখা 'শব্দ সংস্কৃতির ছোবল' গ্রন্থটি
এইমাত্র পাঠ শেষ করলাম। আমার অজান্তে
কবিতায়-গানে-উপন্যাসে-গল্পে-ছড়ায়-কলামে
ব্যবহার করেছি যে সব অপসংস্কৃতির শব্দ
তার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চাবো আজ
ফজরের নামাজ আদায় শেষে মোনাজাত করে—
হে আল্লাহ আমার অজ্ঞতার ত্রুটি মাফ করে দিন,
আমাকে সঠিক জ্ঞানার্জন দান করুন, আমীন।

আপনার কলাম পড়েছি—আমাকে জাগায় দ্রোহে....
আপনার 'তথ্য সন্ত্রাস' গ্রন্থটি পড়ে খুলে গেছে
আমার অন্তর্চক্ষুর রহস্য। ইহুদীদের পোষ্য
মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আজ মুসলিম নিধনে
যে তথ্য সন্ত্রাস চালাচ্ছে, বিভিন্ন মিথ্যে অভিযোগে
আফগান-ইরাক শেষে এবার ধরবে কাকে?

ষড়যন্ত্র রুখবোই

দেশের জনতা, নেতা—কেউ নিরাপদ নয়।
বোমার স্প্লীন্টার কেড়ে নিচ্ছে গণতন্ত্রী প্রাণ

বোমাতঙ্কে জনসভা থেকে পালিয়ে জীবন
রক্ষা করে লক্ষ লক্ষ প্রতিবাদী বাংলাদেশ।
মানুষের রক্তে ঢাকা-সিলেট-যশোরসহ
জেলা-থানা-গ্রাম ভিজে যাচ্ছে। এ কোন্ রাজনীতি,
স্বাধীনতা খুবলে খাচ্ছে হিংস্রদানবের মতো....!
আমাদের জানমাল-দেশ-জাতি অরক্ষিত.....,
আমরা সন্দেহে ক্রোধান্বিত। বিদেশি শত্রুর
ষড়যন্ত্রে আমাদের সীমান্তের অধিকার
খর্ব হতে পারে, রুখে দাঁড়াও থাকতে দেশ—
চেতনার জোয়ারে ভাসিয়ে দাও ষড়যন্ত্র....।

আমরা জাগলে ওরা ভয় পেয়ে যাবে—তাই
নেতা-আমলা-জনতার বাংলাদেশ জেগে ওঠো,
এই বীর বাংলাদেশে আবার রচিত হোক
শত্রু হটাবার গৌরবগাঁথার ইতিহাস....
দলমত-ধর্ম নির্বিশেষে চেতনা জাগুক
বাংলাদেশ আমাদের। এখানে শত্রুর ছায়া
নিশ্চিহ্ন করবো—ঐক্য ও সাম্যের আহ্বানে
সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য তিতুমীর হবো।

আমরা স্বাধীন বাংলার বাঙালি, স্বাধীনতা
এনেছি—শত্রুর ষড়যন্ত্র রুখবোই আজ।

আঁধার হটাবো সুতীব্র সংগ্রামে

আমরা কেমন ধূম্রসন্দেহের মন নিয়ে
জমি চাষ করা থেকে রাজনৈতিক অঙ্গনে
হিংসে প্রতিহিংসের আগুন জ্বেলে দিচ্ছি আজ—
সন্ত্রাসে স্বদেশ পুড়ছে, মরছে বিনাদোষী সাথী....।

দক্ষিণের দরোজায় সন্ত্রাসীরা নাড়ছে কড়া
শান্তিপ্রিয় জনগণ ঘুম থেকে উঠছে চমকে—
এই বুঝি পিস্তল ঠেকালো বুকে, চাঁদা দিতে
দেরি হলে প্রাণটা উড়িয়ে দেবে নীলাকাশে—
অবস্থার দৃষ্টে মনে হচ্ছে, ওরাই মালিক....।

কষ্টের দীঘল পথ হেঁটে হেঁটে কামিয়েছে
অর্থ যারা, বাহক চাহিবা মাত্র দিতে বাধ্য
ওদের পকেটে, ওরা কী রাজার মহারাজ!
ওদের দমননীতি ঘুমায় কাগজে সুখে....।
আমরা গণতন্ত্রের সুবাদে ভোটাধিকার
প্রয়োগ করতে পারছি—এইটুকু না রাখলে
আমাদের চোখ খুলে যাবে, আমরা উঠবো
জেগে-রেগে রুখে দিতে কাগজের গণতন্ত্র!

আমাদের সরিয়ে রেখেছে আলোঘর থেকে
আমরা আঁধারে পথ হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত...,
ভেবেছে কী আঁধারের দেয়াল যাবে না ভাঙা—
যখন আমরা বাঁচা-মরার কঠিন প্রশ্নে
উপনীত, আঁধার হটাবো সুতীব্র সংগ্রামে।

উপায়ের গল্প

নদী, পাখি, আকাশ-বাতাস, গাছ, জলের গল্প
ভুলে যেতে হবে আজ। ওসবের প্রয়োজন নেই....,
চক্রান্তের গল্প যে প্রতিদিন আমাদের
চলমান জীবন পাঠ্যে রচিত হচ্ছে—তার
খোঁজ রাখি ক'জন? আমরা সুখের জন্য ছুটি.....!
সুখ সে তো চক্রান্তের গল্পের কাছে আজ
শৃঙ্খলিত, পাঠ করো, জেনে যাবে কী উপায়ে—
বাঁচবার পথ খুঁজে নিতে হবে বাংলার বুকে।

উপায়ের গল্পের প্লট পেয়েছি—মরবার
আগে আগামীকে দিয়ে যাবো বাঁচবার গ্যারান্টি।

আমার শৈশব এবং যমুনা

আমার মায়ের মুখ আর জন্মভূমি হুগড়ার ছবি
যেখানেই যাবো সঙ্গে সঙ্গে থাকে। আমার শৈশবে ওরা

আকাশের মতো ছিল উদার, আদর মাখানো শাসন!
নিরাপদে বেড়ে ওঠা অবলম্বনের স্বপ্ন-সিঁড়ি-পথ—

কৈশোরে হারিয়ে মাকে যে কষ্ট পেয়েছি, তার শেষ নেই।
আমার স্বপ্নের গ্রাম হুগড়া মোচড় দিয়ে ওঠে পটে—
আজো যমুনার গর্ভে ভাঙনে বিলীন হয়ে যায়নি সে....,
যদি যায় মাকে হারাবার মতো তাকেও হারাবো আমি।

হুগড়ার বুকে আমার মা চিরঘুমে শায়িত আছেন।
মায়ের কবর আমার স্মৃতির মিনার। যমুনা তুমি
হুগড়া করো না গ্রাস। ওর বুকে ফিরে এলে পাই আমি
মায়ের কবর, শেষ স্মৃতিটুকু। যাকে আঁকড়ে ধরে
বেঁচে আছি আমি কষ্টের সমুদ্রে। আমার মা-হুগড়াকে
গ্রাস না করলে দেবো তোমাকে উজাড় করা ভালোবাসা।

অদৃশ্যশক্তির তথ্য সন্ত্রাস

অদৃশ্যশক্তির তথ্য সন্ত্রাসের জোরে
আমাদের মেধাশক্তি চুষে নিয়ে যাচ্ছে—
আর অন্যদের মনে অদৃশ্য প্রভাবে
বিতর্কিত করছে সত্য—সন্দেহের রোগে
ভুগে ভুগে মিথ্যে নিয়ে বাধাচ্ছি সংঘাত....।
কারা এ নাটের গুরু, তাদের আমরা
কেউ কেউ চিনি, জানি। তারা এত হিংস্র
যে যন্ত্রের মতো, তাদের চালায় ওরা।

তারা আমাদের লোক, দূরদেশি ওরা—
তারা-ওরা গলাধরা ষড়যন্ত্রে পাকা!
মুসা ঈশা বুদ্ধ কৃষ্ণ এক দল হয়ে
মুহাম্মদ হটাবার নীলনকসা করছে
আফগান-ইরাক জ্বলছে, মুহাম্মদ লড়ছে....,
তারা-ওরা হেরে যাবে ঈমানের কাছে।

চাকা

প্রতিদিন শত কোটি শোষিত মানুষ
আকাশে উড়তে দ্যাখে স্বপ্নের ফানুস।
তিন বেলা জোটে তবু ক্ষুধার যাতনা
জাতিসংঘ জানে কেন আহার জোটে না।
এইভাবে বাঁচা মানে কাপুরুষ থাকা
সংগ্রামে ঘুরাতে হবে—কপালের চাকা।

উদ্যত বিদ্রোহ

আমরা তো এরকম পৃথিবী চাইনি—
একচোখে শুভ দৃষ্টি, অন্যচোখে কৃপা।

আমরা তো কৃপা চাই না, সাম্যের দিন
ফিরিয়ে চেয়েছি—চাই। তীব্র প্রতিবাদে
ধ্বংস হোক আজ নতুন সাম্রাজ্যবাদ।
পৃথিবীর পথে পথে করিয়ে সন্ত্রাস
নিজের আখের গুছায় কে, চিনি তাকে।
আমাকে দেখাচ্ছে স্বপ্ন ক্ষুধার্ত নিদ্রায়
আমি কী জীবনভর ভাত-মাছ আর
সন্ত্রাসমুক্তের স্বপ্ন দেখে যাবো শুধু?

আমরা তো অসহায় থাকতে চাই না—
অন্ধকার যুগের পড়েছি ইতিহাস....,
আলোর যুগের দিনে কেন ক্ষুধা আর
তার বিরুদ্ধে লড়তে হচ্ছে? তার জন্য
পৃথিবী চলেছে ভেসে রক্তের বন্যায়?

তাকে রুখে দিতে বারো শত কোটি হাত
উদ্যত বিদ্রোহে—তার পতন নিশ্চয়
হবে সাম্যের জোয়ারে—কাটবে আঁধার।

অবস্থা বদল

আমি আজ যে কবিতা লিখবো, দু'দিন
পর সে কবিতা মনে হবে, হয়নি সে।

অতৃপ্তির তাড়নায় অহর্নিশ ছুটছি
নতুন বিষয়ে, ছন্দে, উপমার গৃহে।
জানি না সে কবে হয়ে যাবে, যে রকম
আশা করি তারচে'ও দ্বিগুণ হওয়ার!
সে আমার স্বপ্ন বলে আসেনি রমণী—
দুঃখ নেই, আমার নিঃসঙ্গ ধ্যানযোগে
কথা বলে অস্তিত্বের কানে—শুনে জাগি
কাগজ-কলম নিয়ে লেখার টেবিলে।

আমাদের পুরনো শহর নতুনের
ডাকে খোলস পাল্টালো। মুসা নিঃস্ব থেকে
কোটিপতি হলো গত পনেরো বছরে—
শুধু হলো না আমার অবস্থা বদল।

সততা কোথাও নেই

স্বাধীন বাংলায় আজো ভয়াল দানব
সাম্রাজ্যবাদের চঞ্চু দিয়ে নিচ্ছে চুষে
সমগ্র স্বদেশ। বাহান্ন'র স্বপ্ন-পথে
রক্তঝরা একাত্তর দিয়েছিল এনে
স্বাধীনতা, চেতনার বাংলাদেশে নামে
বৃষ্টি জেগে ওঠার—আমরা জেগে উঠি.....।

সূর্য ওঠা ভোরে দেখি, অশুভ মেঘেরা
স্বাধীন আকাশে গেড়ে বসেছে আবার!
দিন-মাস-বর্ষ-যুগ যেতে যেতে আজ
তেত্রিশের স্বাধীনতা হাতেগোনা গৃহে
সুখের প্রদীপ জ্বালে, কোটি কোটি গৃহে
জ্বালাতে পারেনি আলো, দানবের হাতে
বন্দী সে, কেউ জানে না—কী যে কষ্ট তার!
পরাধীনতার গ্লানি নিয়ে বেঁচে আছে—
আমাদের রক্তে পাওয়া প্রিয় স্বাধীনতা।

ক্ষমতার সততা উজাড়, মধুপুর
বৃক্ষহীন তাই—ছায়াহীন বাংলাদেশে

অফিসের নথিপত্রে, রাজনীতির দলে,
বিচারের রায়ে—সততা কোথাও নেই....,
আমাদের দিন তাই প্রহসনে কাটে।
মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয়নি আবার হবে....,
লুটেরা প্রস্তুত থেকো পরাজিত হতে।

কবিদের ঘোষণা

যত রকমের কষ্ট আছে—আমাদের দাও....,
তবু দেশ-বিদেশ থাকুক নিরাপদ সুখে,
আমরা বইয়ের ইতিহাস হয়ে বেঁচে রবো—
মানুষের সুখপাঠ্য জ্ঞানার্জনে পঞ্চমুখে!

তারপরও যদি দেশ-বিদেশ না থাকে সুখে—
তোমার শোষণে কষ্ট মানুষের স্বপ্নঘরে,
আমাদের কষ্টের প্রদীপ দিয়ে জ্বেলে দেবো
শোষক-পোড়ানো দ্রোহানল দেশ-দেশান্তরে।

সারা পৃথিবীকে ক্ষেপিয়ে তোলার দায়ে তুমি
কতটুকু আর কষ্ট দেবে—ভয় নেই বুকে,
আমরা কষ্টের সঙ্গে যুদ্ধ করে বেঁচে আছি
দিনবদলের রাঙা স্বপ্ন দীপ্ত থাকে চোখে।

জাগবে পৃথিবী...., ভাঙবে দেয়াল শোষণের,
সাম্যবাদ জিন্দাবাদ—জয় হবে আমাদের।

অস্তিত্বালো

আমাদের দৃষ্টি যেখানেই থেমে যায়—
তার নাম দিয়েছি আকাশ। আমাদের দৃষ্টি
এতই দুর্বল যে ওই আকাশের 'পরে
কোটি কোটি গ্রহ উপগ্রহকে দেখি না....।
তোমার দূর্বল দৃষ্টি আমাকে দেখে না....,
অথচ তোমার জন্য পৃথিবীকে আমি

হাতের মুঠোয় ভরে রেখেছি সে কবে,
জানলে না, দেখলে না—এইটুকু কষ্ট!

সবাই ছুটেছে অর্থপুরে, নিঃস্ব আমি
প্রেমের থালায় মন নিয়ে বসে আছি....,
তোমার সে দৃষ্টি নেই, দেখবে কি করে—
বাহ্যিক দুষ্টির বাইরে অসংখ্যাস্তিত্বাছে,
সে অস্তিত্বালোর দৃশ্য দেখা পেতে হলে
আমার দৃষ্টিতে দৃষ্টি রেখো সন্ধ্যারাতে।

আকাশে বৃষ্টির কান্না

কবিকে ভাবলে তুচ্ছ—কবিতাকে পণ্ডশ্রম!
জ্ঞানান্বেষী পৃথিবীতে অভাবের মতো তাই
মানবতা হারিয়েছে তার নিজস্ব ঠিকানা!
আকাশে বৃষ্টির কান্না তবু চৈত্র থেকে যায়
আমাদের স্বপ্নগৃহে। আমরা পাষণ্ড হচ্ছি—
মায়া-মমতার ঐতিহ্য হারিয়ে যাচ্ছে বলে
ধর্মের ও স্বার্থের সংঘাত বর্তমান বিশ্বে.....।
মানুষ ঝরায় রক্ত মানুষের—জীবনের
দায়বদ্ধতার কথা নীতির শিকোয় ঝোলে,
মানুষের অধিকার দোলে অসহায় কোলে।

কবি তুচ্ছ নয়—মহাকালের নায়ক বলে
যুগের সীমানা ছেদ করে বের হয়ে যায়
অনন্তকালের দিকে। তোমাদের জ্ঞান তুচ্ছ!
কবিকে চেনো না তাই অজানার ব্যর্থতায়।

পৃথিবী এবং কবি

পৃথিবীর কোনো গন্তব্য ছিল না, হবেও না।
ঘুরছে শুধু ঘুরছে—তার বুকে আছে চাঁদ-সূর্য....,
অসংখ্য নক্ষত্র। কি বিশাল মন তার, যার
কোনো চাওয়া নেই—পাওয়া শুধু এইটুকু তার

সৃষ্টির সঙ্গীত করা।.... পৃথিবীটা হয়ে যাবো—
আমার হিসেবি খাতা থেকে মুছে যাবে চাওয়া,
তার মতো সুখী হবো দিয়ে যেতে যেতে আমি।
জেনেছি অনেক পরে, পেয়ে গেলে শেষ হওয়া—
দেয়া হলো শুরু। ....আমি শুরুটা থাকতে চাই.....,
আমৃত্যু শুরুর মাঝে খুঁজবো সবুজ দেশ—
সরল জাতির সুখ, বুক ভরে প্রেম নিয়ে
ছড়াবো সাহস দেশে, আবার দাঁড়াবে জাতি।

আমার হবে না জন্ম আর, একবারই আসা....।
তাই মনুষ্যের ভালোবাসা নাই বা পেলাম—
ধন্য হতে চাই ভালোবেসে, সঙ্গে যাবে পুণ্য।
হে পৃথিবী, শিষ্য করো আজ আমাকে তোমার,
মাটির মানুষ মাটিতে যাবার আগে—বুকে
তোমার অস্তিত্ব নিয়ে যাবো ভালোবেসে সৃষ্টি।

সুন্দর সকাল

সুন্দর সকাল এসো সবার জীবনে....!

শেষ রাতের কুয়াশা কাটে না কখনো
আমাদের আটপৌরে জীবনের দিনে;
আমরা অপেক্ষমান, হে সুন্দর আলো!

প্রতিদিন শেষ রাতে ঘুম ভেঙে গেলে
কাঙ্ক্ষিত সকাল পাবো বলে হাত দু'টো
প্রার্থনায় তুলে ধরি, দয়াবান প্রভু
অন্ধকার দূর করো আমাদের থেকে....।

তবু থেকে যায় নিত্যসঙ্গী অন্ধকার
দৃষ্টিহীন মানুষের মতো দিগ্বিদিক
হেঁটে চলি ভুল পথে। স্বপ্ন ভেঙে যায়
ভিকটিমের আর্জি হয়, ঘুষের মাধ্যম।

সুন্দর সকাল তুমি আলোর মশাল
হাতে এসেছিলে জানি। মানুষের মনে

সেদিন অপাপ কর্ম বাসা বেঁধেছিল
মানুষ নিষ্পাপ ছিল যুগ-যুগান্তরে....।
প্রাণের স্পন্দনে জ্বেলে দাও চেতনার
অগ্নিশিখা, বিশ্ব-স্বৈরাচার পুড়ে যাক
সমগ্র পৃথিবী হেসে উঠুক আনন্দে
পোড়া মৃত্তিকার বুকে সুন্দর আলোয়!

সমুদ্র, মৃত্তিকা ও আমি

জন্মেতিহাস কী জানে নদী ও সমুদ্র?
বৃক্ষই বা কতটুকু জানে জন্মগাথা?
একজন মৃত্তিকা ভেঙে প্রাণবতী হয়
অন্যজন মৃত্তিকার রস খেয়ে বাঁচে....।
আমি কোনো মৃত্তিকার দেব নই, কিংবা
মৃত্তিকা রাক্ষসও নই—মানব সন্তান.....
জন্মেতিহাসের সূত্র জানি, পাপ থেকে
পুণ্য হতে নিয়মের যাঁতাকল ভেঙে
দেবতার মতো আমি পরিশুদ্ধ হই;
এখানে আমার আকাঙ্ক্ষারা ভিন্ন রূপী

নদী ও সমুদ্রেতিহাসের গল্প জানি
বৃক্ষের জন্মের সুখেতিহাসের পাঠ
মুখস্ত করেছি জন্মেই। আমি ভিন্ন প্রাণী
আমার জ্ঞানের কাছে পরাজিত সব।

প্রেমের নৃতত্ত্বে সত্যাস্তিত্ব

সূর্য কোনো কল্পনার বিষয় না, আকাশও না
মৃত্তিকাও না, চাঁদও না, বাতাসও না, না হৃদয়ও—
এগুলোর অস্তিত্ব পেয়েছি জীবন-নৃতত্ত্বে;

তেমনই তোমার অস্তিত্ব প্রতিটি মধ্যরাতে
আমার হৃদয়ে বৈশাখী ঝড়ের মতো তোলে
ভাঙচুরের নীরব কান্না। ঠিকানাবিহীন

হয়ে যায় অনেক দিনের স্বপ্নীল আকাঙ্ক্ষা
গরমিল হিসেবে চাওয়া পাওয়া অদৃশ্য বাতাসে
অহর্নিশি কেঁদে ফেরে, তুমি শোনো না বলেই
রজকিনী, খোলো না তোমার প্রেমের দরোজা;

কল্পনার অনামিকা নও। স্বপ্নে দেখা কোনো
অপরিচিতাও নও। তুমি আমার জীবনে
কবুল বলা ওই বধূর মতোন সত্যাস্তিত্ব;

কবুলে প্রেমের নোলক পরাবো মধ্যরাতে
এতকালের বিরহ-কষ্ট পালাবে সুদূরে
সুখের অলিন্দে হারাবো দু'জন প্রেম-স্বত্বে।

নেড়ী কুকুর

নেড়ী কুকুরের মতো বেঁচে থাকা জাতি
শোষকের উচ্ছিষ্টের করুণা খেয়েছে
হাজার বছর, বলে নি কিছুই তবু.....
অবাধ্য দু'একজন বলেছে, সয়েছে
শোষকের নির্যাতন। তারপরও জাতি
সমষ্টি প্রভাবে জাগে নি যুগের টানে;

সেই জাতি রুগ্ন আজও শোষণের ক্ষতে
করুণার পাত্র ওরা শোষকের দ্বারে
আয়োজন নেই তবু জাগার। নি:স্বের
সর্বনিম্ন সীমানায় বসবাস করে
অধিকার আদায়ের দাবি ভুলে গেছে
দেয়ালে ঠেকেছে পিঠ, জাতির বিপদ;

তিলে তিলে চোখ-মুখ বুজে মরে যাওয়া
নেড়ী কুকুরের কাজ, বাঙালির নয়।

মৃত্যু না প্রেমের আয়ু

ভালোবাসা গাঙচিল উড়ে যেতে চায় আজ
ধনবান প্রেমিকের বিলাসবহুল বৃক্ষে,

এক যুগ যাকে পুষেছি সযত্নে অন্তরীক্ষে
সে কি এঁকে দেবে মনে বিরহের কারুকাজ?

সে হারিয়ে গেলে এত আয়োজন থেমে যাবে
আমার সকল স্বপ্ন আত্মহননের পথে
বাড়িয়ে দেবে পা। বিনে সুতো দিয়ে মন গেঁথে
গড়েছি প্রেমের হার, শোভা পেতে কাকে পাবে?

সে আমার এক জীবনের প্রেম, পুরোটাই—
না পেলে হারাবো সুখ। স্বপ্নের ভাঙন ধরে
বিরহটা আজন্ম আমাকে খাবে কুরে কুরে
সে বিনে জীবনে তাই আগে-ভাগে মৃত্যু চাই।

সে আমাকে কোন্‌টা দেবে, মৃত্যু না প্রেমের আয়ু?
প্রেমিক বাঁচে না থেমে গেলে ভালোবাসা বায়ু।

মুখাবয়ব

নিজের মুখে কালি মেখে আয়নাতে দেখেছি
শরীরের সব বস্ত্র খুলে আলনাতে রেখেছি;
কি যে বিশ্রী দেখায়, বোঝাতেও বিশ্রী শোনায়—
সৌষ্ঠব হারায় যখন আগুনে গলে যায়
রমণীর সৌন্দর্য বাড়ানো ব্যবহার্য বালা, হার
মানুষ সুন্দর সুনীতিতে, পরিধেয় তার
সৌন্দর্য বেড়েছে বাইরে—তবু অনস্বীকার্যের
সভ্যতার আল্‌পথ ধরে হাঁটছি, আহার্যের
মতো নিত্য প্রয়োজন প্রকৃতিকে জানা, তাই
আমিও মনুষ্য নিবাস গড়ার গান গাই
গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে আবিষ্কারে মেধা ঢেলে—
সভ্যতা, অর্জিত জ্ঞান নিয়ে বাঁচি হেসে-খেলে।

মানুষ মহৎ , তার কাছে হেরেছে প্রকৃতি
সকল রহস্য উদ্‌ঘাটিত, অস্তিত্বে প্রজাতি।

দ্বিতীয় সাধন

দূরত্ব ভাঙার দিনে শুধুই তোমাকে
মনে পড়ে ব্যস্ততা থাকলে—অবসরে!
আমাকে করে না ক্ষমা তোমার নিতম্ব
কাছে পাওয়া স্মৃতিগুলো দুলে ওঠে মনে।

এই মন নিয়ে আজ সমস্যায় আছি
আমার অবাধ্য হয়ে গেছে প্রেমরোগে....।
বাটালি পাহাড় দোলে তৃষিত দৃষ্টিতে
হৃদয়-পতেঙ্গা জোয়ার ভাটার জলে
ডুবে যায় প্রতিদিন হাহাকার ক্ষণে—
মনের মৈথুন সুখে হারাই নিজেকে;
ঝড় এসে ভাঙে কষ্ট-বৃক্ষের শেকড়
অত:পর ডুবে থাকি কষ্টের সমুদ্রে!

শরীর ও মনের মৈথুন ভিন্ন, তাই
না পাওয়ার দিনে করছি দ্বিতীয় সাধন।

দ্রষ্টব্য

তোমার জীবনে আমি দ্রষ্টব্য কী, যদি
তাই হয়, জেনে নিয়ো, আজন্ম একাকী
তোমার প্রেমের দীপ জ্বেলে রেখে দেবো
আমার বুকের মধ্যি। আমি পুড়ে হবো
ভস্ম ধর্ম-কর্মে, ব্যক্তি জীবনে প্রকাশ্যে;

দেখে কষ্ট পেয়ো না, হে প্রীতিলতা মেয়ে!

অনেক সুখের জন্যে হাত ধরে তার
কোথায় হারিয়ে যাও, আমি দেখে দেখে
তোমার প্রেমিক কষ্টে কাঁদি দিনে-রাতে;

তুমি জোসনাভরা চোখে অন্য কাকে খোঁজো?

তোমার প্রেমের গৃহে করেছি প্রবেশ
বহুবার, আজ কেনো দরোজায় তালা,

স্বপ্নের আঁতুরগৃহে আজো কেঁদে ভাসি
দু'হাতে রেখেছি ধরে গোলাপের ডালা।

যোগ্যপাত্রী

এক টুকরো রুটি আর রমণীর ভালোবাসা
পার্থক্য দেখি না একটুও। ও-তে ক্ষুধা বাড়ে
মেটে না, তেমনই রমণীর ভালোবাসা বুকে
জ্বেলে দেয় দহনের কষ্টদীপ। পাবে হাড়ে হাড়ে
টের, তাকে ভালোবেসে জ্বলেছে প্রেমিকবর!
রমণীর কাছে কেউ আশায় বসতি বেঁধে
সুখ পেতে চেয়ো না কখনো; সে বিশাল নয়
এক টুকরো রুটি, তাতে শুধু কষ্টের চিত্রণ;

রমণী ক্ষমতা আর অর্থ বড় ভালোবাসে
এ দু'টোর প্রেমিক পেলেই জীবন কাবিনে
কবুলে শরীর লিজ দেয় আজন্মের জন্যে
পুঁজ হয়ে নির্গলিত হয় বণিক সংসারে;

জল আর রমণীর মন সব পাত্রে স্থির—
তবুও সে উচ্চকিত স্বরে বলে, যোগ্যপাত্রী।

না, মানুষ-মনুষ্যত্বে থাকে

দোষ খুঁজলে বহুদোষ, না খুঁজলে একটিও না.....।
জীবনে সে দোষ করে নি, হলফ করে
এই কথা বলার ক'জন আছে পৃথিবীর বুকে?

দোষের ওপর দোষ থাকলে বলো
নিকৃষ্টতমার কর্ম। ওপথে যেয়ো না কেউ
স্বর্গের সিঁড়িতে কলঙ্কের চিহ্ন ভুলে রেখে আসে ঈভ্
আদমের পদাঙ্ক ঘর্ষণে সেই চিহ্ন
বিলীন হয়েছে ভুলের জমিনে প্রবেশ করার পূর্বেই;
সিঁড়িপথ নিষ্কলঙ্ক হয়ে যায় সেই থেকে

জমিনে এসেও ঈভ্ ভুল করে দোষী, রক্তগামী বলে
ফরজ আদায় থেকে তাকে মুক্তি দেন দয়াবান প্রভু;

ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ো জমিন সন্তান!

জীবনে একটি ভুল না থাকলেও—স্বর্গদূত
হয়ে যায় কী সে? না, মানুষ-মনুষ্যত্বে থাকে।

অধরা

আগামীকালের হিসেবি খাতার পৃষ্ঠা
অবুঝ প্রেমের শ্লোকে থই থই করবে—
প্রতিদিন করে, তবু আসো না অধরা
অপেক্ষার ক্ষণ কাঁদে বিরহ-বিলাপে;

মৃত্তিকার ধৈর্যবল ধরেছি এ বুকে
আধুনিক প্রযুক্তির যুগে মন পেতে
বছর কেটেছে বারো, তবুও কী মন
পেয়েছি তোমার—মনে হয়, মিথ্যাশ্বাসে
ঘুরাও আমাকে পোষা কুকুরের মতো

তুমি ভাবো, প্রেমিক সে নির্লজ্জ কুকুর!

স্বপ্নের সমুদ্রে ভাসি তোমার দু'চোখে
ঠোঁটের গ্রীবায় আঁকি লোভাতুর দৃষ্টি
চাওয়ার বৃষ্টিতে স্নান করি মধ্যরাতে
আমার অরণ্যশোভা—তুমি কোণে আছো?

কবি বনাম খুনি

এই দিনে সেই দিন পাবো না কখনো খুঁজে
এই প্রেমে সেই প্রেম যাবে না হিসেবে পাওয়া
অতীতের সিঁড়ি ভেঙে আগামীর কাছে যাওয়া
জেনে-শুনে মৃতের মতোই আছি চোখ বুজে;

চোখ আছে, চোখ নেই—আমি দেখি, সে দেখে না
পথ নেই, পথ আছে—হাঁটে না সে, আমি হাঁটছি,
মন নেই, মন আছে—সে নিঠুর, আমি কাঁদছি
মৃত্তিকার দু:খ আছে—অনেকেই তা জানে না!

প্রেম নেই, প্রেম আছে—ওরা খুনী, আমি কবি,
ওরা স্বপ্ন ভাঙে, আমি সেই স্বপ্নের আঁকি ছবি।

হাইসোসাইটির কলগার্ল

তোমার বাবার কোটি কোটি টাকা, আলীশান বাড়ি, গাড়ি—
সবই আছে, তারপরও তুমি হাইসোসাইটির কলগার্ল
মন্ত্রী, আমলা তোমার যৌবন চেটে ভেজাল ফাইল ছাড়ে
শিল্পপতি, ধনবান লোচ্চা, চাঁদাবাজ তোমার যৌবনে
জল ঢেলে ইচ্ছে মেটাবার জন্যে টাকার বান্ডিল ছোড়ে;

তুমি কার চালের গুটিকা, নষ্টগৃহে কেনো রেখেছো পা?

এই আমি ভালোবাসি, তুমি জানো সব—দিয়েছিলে মন
প্রেমময় গৃহ রচনার স্বপ্ন দেখালে অবুঝ হই
অবশিষ্ট রাখি নি কিছুই, সবটুকু দিয়েছি তোমাকে
অতঃপর জেনে যাই তোমার সফল বিবস্ত্রেতিহাস!

তুমি কোন্ কুচক্রীর লাভবান চক্রান্তের জালে বন্দী?

তোমার এভাবে অর্থোপার্জনের প্রয়োজন নেই, কেনো তবু
এ পথে রেখেছো যৌবন বেচার চড়াদর কষাকষি?

ছলনার আশ্রয় নিয়েছো আজ, অস্বীকার করে প্রেম
ধনপতির বিদেশ পাস পুত্রের গলায় ঝুলতে চাচ্ছো—
সকল কলঙ্ক ঢাকবে কী দিয়ে? অর্থের কার্যকর গুণ
অচল মোটরযান হয়ে যায়, কুকীর্তি হবেই ফাঁস!
প্রেমিক কখনো স্বার্থপর হয় না, যায় না ভুলে, আর
সেই পারে বেশ্যাকে ভালোবেসে ঘর দিতে। জেনো, আমিও দেবো
প্রেমের ছায়ায় ঘুম পাড়িয়ে বিশুদ্ধ বানাবো তোমাকে।

বোধিকা

বোধিকার নিষিদ্ধ মনের গুপ্তদেশে
বেড়াতে এসেছি আজ চুটি চুপি আমি
ভয় কিংবা বাধা নেই, উন্মুক্ত জমিন
ছিটিয়ে স্বপ্নের বীজ ফলাবো ফসল

আমি আজ কাউকে করি না ভয়, জয়
করে নেবো যা চেয়েছি গোপন নিশিথে
এক মুঠি ঘাসফুল বোধিকার নাকে
গুঁজে দেবো, নাকফুল হয়ে যাবে প্রেমে..... ।
বসন্তের অনুরাগে জেগেছি প্রেমিক
লাঙলের ফাল হয়ে মনের জমিন
চিরে যাবো, ভিজে গেলে প্রেমের বৃষ্টিতে
কবুলের বীজ বুনে শরীরচর্চায়
নিড়াবো প্রেমের মাঠ—বোধিকা আমার
ক্লান্ত-ক্ষণে সুখ দেবে বৃষ্টিঝরা মনে।

আসবো না ফিরে এই বাঙলায়

আমি আর আসবো না ফিরে এই বাঙলায়।

যতদিন তোমাদের সাথে থাকবো, সে স্মৃতি
রেখে যাবো—নিয়ে যাবো কর্মের দোষ-গুণ;
আমাকে হারানো শোকে জল ফেলবে স্বদেশ!

আমার রক্তধর মুখ রেখে যাবো বলে
আমার আত্মা ফিরে আসবে তাদের দ্বারে
পুণ্যের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। তারা পাপী হলে
কেঁদে কেঁদে ফিরে যাবে আরশের অদৃশ্যে
অথবা পুণ্যবান হলে পুণ্যতা নিয়ে
ফিরে যাবে খোদার কাছে, নির্ভয়ে বলবে.....
আমাকে পাঠিয়ে দাও তোমার স্বর্গগৃহে—

এও হলে তবুও আসবো এই বাঙলায়
দেখে যাবো আমার রক্তোত্তরাধিকার
পাপে ডুবে আছে নাকি পুণ্য কর্ম করে;
ফিরে গিয়ে স্বর্গের অনন্ত সুখে থেকে
আফসোস হবে বড়, কেনো পাপ করে তারা?
ক্ষণিকের মোহ ভেঙে মানুষ হয় না কেনো?

হবে না আমার আত্মার পুনর্জন্ম!

নৃত্য

আমি আকাশ এবং বাতাস নাচাই
পেতেই হবে এ জীবনে যা চাই!
আমি বিশ্ব নাচাই, নাচে পুতুল
ঝরতে ঝরতে বৃন্তে নাচে বকুল;
শব্দ-দ্রোহের নৃত্যে নাচে স্বদেশ
মুদ্রা তাতে যোগ করেছি বিশেষ!

শোষক জানে, আমার নৃত্যের কারণ
তাই তো তিনি করছে এত বারণ,
ভয় করি না, আমি নই তার ভৃত্য
শোষণের দাঁত ভাঙতেই চলবে নৃত্য।

কষ্ট কষ্ট প্রেমে

আকাশ এবং মাটি— মাঝখানে দূরত্ব
বায়ু ভাসে অদৃশ্যের বিস্তীর্ণ স্বদেশে;
আমি ভাসি তার অদৃশ্য মনের রাজ্যে?
বায়ু হয়ে তার মনে ছোঁয়া দিয়ে যেতে
বসে আছি কায়েস, সে খোলে না দুয়ার
বিরহ জাহাজ ফেরে নিজস্ব বন্দরে!

নাছোড় প্রেমিক আমি ভালোবেসে তাকে
বিরহের উল্টো পিঠে মিলনের গান

গেয়ে যাই অহর্নিশি। কষ্ট কষ্ট প্রেমে
ছড়াই বিষণ্ন স্বপ্ন তারুণ্যেতিহাসে।

ফিরে যাওয়া

যে গিয়েছে দক্ষিণায়—আছি উত্তরে
ফিরে যাবো বিপ্লবে সেই সত্তরে
তবু তাকে ফেরাবো না, তাকাবো না ফিরে
বাঁচবো সমুখ শুভ ভবিষ্যত ঘিরে;
আমার প্রেমের দিন হোক শপথের
কল্যাণ হোক এই দুখী স্বদেশের।
মৃত্তিকা হোক প্রেম, স্বাদেশিকতার
চেষ্টা সচল হোক—সাগর সাঁতার।

অন্যরকম চেষ্টা

আকাশ বিকোয় রঙ মেঘের আড়ালে
সে সৌন্দর্য যায় পাওয়া দু'হাত বাড়ালে;
তোমার সকাশে। আমি বাড়িয়েছি হাত
প্রেমানন্দে ভরে দাও বিরহের রাত!

প্রেমের চর্চায় ঘষে পরিশুদ্ধ হয়ে
তোমার আঁচলে খুঁজবো ভালোবাসা ভয়ে।
দাও ভরিয়ে কষ্টগুলো সুখের সংহারে
তুমিও কী খোঁজো সুখ—ব্যস্ত এ সংসারে?

এসো দুঃখে হাসি আর সুখে কাঁদতে শিখি
কষ্টদিনে সুখের আশায় কাব্য লিখি।

এই ধরো

কবির কীবা দেবার আছে—শব্দ ছাড়া?
এই ধরো, ভালোবাসা দিলাম তোমাকে....
যদি শব্দ আর ভালোবাসা ছাড়া অর্থ,

গাড়ি-বাড়ি, বিলাসি-জীবন পেতে চাও
অসংখ্য প্রেমিক আছে, ওদের উঠোনে
নির্দ্বিধায় যাও, ওরা নিঠুর চুমোয়
তোমার সম্ভ্রম কেড়ে নেবে, সুখ পাবে;
অসংখ্য রমণী নষ্টা হয়েছে ওদের
লোভাতুর ছলনায়, নষ্ট হতে চাও
যাও, বাধা দেবো না। না, স্বার্থপর নই,

শব্দের পাহাড় ভেঙে কথামালা গাঁথি
সেই কথামালা আজ পরিয়ে দিলাম
তোমার হৃদয়-গলে, যত্নে রেখো তুমি
কোনো একদিন হবেই—হিরে-পান্না-চুন্নি।

নক্ষত্রেতিহাস

সূর্যের চিৎকার শোনে না মানুষ, শোনে
মেঘের গর্জন, এই ক'বছর পরে
বিজ্ঞান প্রমাণ করবে, সূর্যের চিৎকার.....।

মানুষ বিশ্বাসে জেনে নেবে ইতিবৃত্ত!

আমি সেই সূর্যাগ্নির ইতিহাস লিখছি
সূর্যি মামা থেকে আজ সে নক্ষত্র, স্থির—
নরকের অগ্নিকুণ্ড বুকের ভেতর....।
আলোচ্ছটা পৃথিবীতে আসে বলে দিন;

আমাকে করেছে ঋণী তার উদয়াস্ত
আমিও ঘুমাই-জাগি ক্লান্তিতে-শ্রান্তিতে—
সবুজ ঘাসের ডগা পানাহার পায়
মৃত্তিকা ও জল খোঁজে সোনালী উত্তাপ
চৈত্র আর মাঘ চায় সমান সমান

আমি ও প্রকৃতি যেনো তার সেবাদাস।

সৃষ্টিদ্রোহ

কবিকে যে করে অবহেলা, সে নিজেই তুচ্ছ
মূর্খ, হোক সে যতই ধনপতি, সেনাপতি
রাষ্ট্রপতি কিংবা জগতসুন্দরী। কবি হলো
আঁধারে প্রদীপ জ্বলা এক উজ্জ্বল নক্ষত্র
যার আলো পেয়ে আলোকিত হয় মনুষ্যত্ব;

তুমি সেই কবিকে করেছো অবহেলা, আর
ছলনায় ভেঙেছো হৃদয়। কষ্টের সমুদ্রে
ছুঁড়ে ফেলে তাকে সুখের ভেলায় ভেসে তুমি
ভাবছো, বীর্যপাতের সংসারে সুখে আছো বেশ!
তুচ্ছ, মূর্খ সুন্দরীরা এই ভাবে, বড়-জোর
কবিতাকে ভালোবেসে স্বার্থোদ্ধারে পটু হয়,
ধিক্ দিই সুন্দরী তোমাকে, করুণার পাত্রী
কবির প্রেমের যোগ্য নও, শকুন পুরুষ
মদের মতোন খাচ্ছে তাই তোমাকে রসিয়ে;

কবিকে বিরহ দিলে জ্বলে ওঠে সৃষ্টিদ্রোহে।

প্রথম ভাঙন

যতটুকু অবশিষ্ট ছিল, সেটুকুও আর নেই.....।
যমুনার ভাঙনের মতো ভাঙতে ভাঙতে
তোমার প্রেমের করাল গ্রাসের স্রোতে
নিশ্চিহ্ন হয়েছে সেই কবে আমার স্বপ্নরা;

আমি আজ স্বপ্ন দেখতে বড় ভয় পাই
দুঃস্বপ্নের কষ্ট ছায়া ফেলে নষ্ট করে দেয়
আলোঝরা সকাল আমার। নির্মিত আঁধারে
ভাঙন ভাঙন খেলা নিয়ে রাত জাগি
দিনে কর্মে ডুবে থাকি, অবসরে স্মৃতির ক্যাম্পাসে
হেঁটে যাই বাতাসের মতো বেহিসেবি ক্রোড়পত্র
তখন আয়েশ করে বিলাসবহুল কক্ষে
দোলনা কেদারায় দুলতে থাকো তুমি.....।

আমার কষ্টের হাঁটা ফুরোয় না, তেমনই তোমার
দোল খাওয়া থামে না। আমাকে কাঁদিয়ে অরণি
অনেক সুখের জলে দিচ্ছো ডুব, আর আমি
কষ্টের সমুদ্রে ডুবে যেতে যেতে চিনেছি নিজেকে
স্বার্থপর স্বপ্নকন্যা তোমাকেও চিনেছি.....।

প্রথম ভাঙনে ভেঙেছে বিশ্বাস, মন.....।
আমার স্থাবর, অস্থাবর বৈষয়িক কর্ম আজ
কর্মহীন যোদ্ধার মতোই বাটালি পাহাড়ে
নির্জন দুপুরে প্রখর রোদ্দুরে ঝিমোয় একাকী
অরণি, তখন তুমি শ্বেত-পাথরের বাথরুমে দাঁড়িয়ে
আনগ্ন শরীরে লাক্স মেখে স্নান সারো;

নগর বাউল আমি প্রথম ভাঙনে।

সূর্য, পৃথিবী ও আমি

সূর্যও যায় আসে—আলো আঁধারের খেলা
ঘুম আসে ভাঙে—স্বপ্নময় রঙ্গমেলা;
এরই মাঝে বেঁচে হাসি-কাঁদি সারাক্ষণ
মনে হয় শুধু এ পৃথিবী মায়াবন।

আমি ভালোবাসি আমাকে, সকল প্রানী—
সাধনার যাঁতাকলে পেশি সব গ্লাণি;
আমার প্রেমের দীপ আঁধারে জ্বেলেছি
ব্যর্থতা কর্মের ফলে পেছনে ফেলেছি।
বাঁধার দেয়াল থাকে সাফল্যের ধাপে
তরোবারি নিরাপদ—যোদ্ধাদের খাপে,
প্রেমিকের মৃত্যু নেই, নেই পরাজয়
প্রকৃত প্রেমিক থাকে প্রেমে বরাভয়!

আমি সূর্য, পৃথিবীর উত্তরাধিকার
জন্মের প্রথম দাবি, দূর হ্ আঁধার।

সুখের স্বদেশে আছি

সূর্য হয়ো না, নিজের উত্তাপে সে কতটুকু
দগ্ধ, অনুভব করো নিজের দগ্ধতা দিয়ে
কেউ সুখী না, গোপন কষ্ট সকলের মনে
খেলা করে অবসরে লক্ষ্য মেলাবার অঙ্কে।

এই ধরো, নবীজির কষ্ট ছিল, উম্মতের
পঙ্কিল জীবন নিয়ে। আদম কেঁদেছে পাপে
হাওয়া বিবি কেঁদেছে বিরহে পতিত জীবনে,
আমি তুমি কাঁদি কোনো না কোনো গোপন কষ্ট
বুকে পুষে, কেউ জানে না, নিজেরা জানি শুধু!

ধনী-দরিদ্রের কষ্ট অভিন্ন দহন জ্বালা।

উত্তাপ না হয়ে এসো নিজেদের কষ্টগুলো
সুখের শীতল স্পর্শে মৃতাংশ ঘোষণা করি
সকল জীবনে সুখের প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে শেষে
ঘোষণায় উচ্চকিত হোক, সুখের স্বদেশে আছি।

দিব্যি ভুলে ভালো আছি

তোমাকে একদিন না দেখলে আমার
মন উদাসীন হয়ে যেতো, অনশন করতো
ধর্মে-কর্মে, আহার-নিদ্রায়। সেই আমি
তোমাকে দেখি না কতদিন হয়ে গেলো

পূর্বে কিছুদিন মন কাঁদতো, আজ আর
কাঁদে না, মনেও পড়ে না তোমার কথা
ভুলে দিব্যি ভালো আছি ভীষণাভিমানে;

অরণি, কেমন আছো, শুধু এইটুকু
জানতে ইচ্ছে করে বলে ফোন করে নিই
খোঁজ, রোজ রোজ তাও নয়-সপ্তাহান্তে

প্রেম থাকা না থাকার কোনো প্রশ্ন নয়
জেনেছি, মানুষ পারে, চেষ্টা করলে পারে
সাফল্য অর্জন করতে। কোনো কষ্ট এসে
পারে না মনটাকে ছুঁতে দুঃসাহসোদ্যতে।

কার জন্যে

তোমাকে চিনতো না কেউ, চেনালাম আমি.....।

ইথার এবং নিউজ মিডিয়া থেকে
তোমার সচিত্র গান বেজে উঠলো, আর
প্রোফাইলসহ ছবি ছাপা হলো যত্নে
তুমি জানো কার জন্যে—সে প্রেমিক আমি!

তোমাকে প্রেমের স্পর্শে রেখেছি, জেনেছি—
তুমিই আমার জীবনে পরম সত্য;
এক জীবনের অবিচ্ছেদ্য উষ্ণ-প্রেম।

তোমার সুদিন আজ—অসংখ্য প্রেমিক
প্রেমের দরোজা খুলতে নাড়ছে কড়া, তুমি
খুলছো আর বন্ধ করছো। প্রশ্ন জাগে মনে,
দুর্দিনে কোথায় ছিল মৌসুমী মাছিরা?

তোমার শরীর চাটে ওরা, আমি চাটি
প্রেমের প্রথম পাঠ—স্বপ্নের কুমারী!

অদৃশ্য কূটচালে মনের মসজিদ ভাঙে

আমার প্রেমের ঘর ভাঙে ষড়যন্ত্রকারী!

প্রেমের যে ডালে বসি, নির্ভরতা ভাঙে
মনের মসজিদ ভাঙে—স্বপ্ন ভাঙে তাতে;
অদৃশ্য কূটচালে বিরহের ঘানি টানি!

বোঝে না, জানে না কেউ—টের পাই আমি
কাদের সাজানো চালে ভালোবাসা ভাঙলো
ঘরমুখো হতে চাই বলে অন্য ডালে
বসে খুঁজি ভালোবাসা—সে ডালও ভাঙে;

ভাঙনের তীব্র জ্বালা নিয়ে বেঁচে আছি
নিজেকে ভেঙেছি তাই বেহিসেবি প্রেমে;
রমণীর টানে ঘরে ফেরার আকাঙ্ক্ষা
সেও অর্ধমৃত আজ। নিঃসঙ্গ সংসারে

বড় একা আমি সারারাত কষ্ট পুষি—

ভোরের আলোতে দেখি, আমার চারপাশে
ষড়যন্ত্র খেলছে দাবা—আমার অস্তিত্ব
ওদের চালের গুটি। সাহসী দু'পায়ে
দ'লে যাই কূটচালের বাঁধা—মধ্যরাতে
মনে হয় ভালোবাসা প্রয়োজন কেনো?

মন, শরীর ও আমি

মনের ওজন, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ—কিছুই যায় না মাপা;
সে অসীম, তার কাছে এ শরীর শৃঙ্খলিত....
সে যেমন নাচায়, তেমনই নাচি
অবাধ্য হবার উপায় আছে কী কারো?
সে হাসায়, কাঁদায়, শেখায় ও ভোলায়
এমন কী স্বপ্নও দেখায়;
সে ইঞ্জিন, আমি যানবাহনের মাংসল ঘরানা
স্বাধীনতা পাবার মতোন সংগ্রাম করেছি
একটি মায়াবি মুখ হৃদয় কার্নিশ থেকে মুছে ফেলতে—
পারি নি, মায়াবি সে মুখ
মনের মুদ্রায় নৃত্য করে আজো;

মন আর শরীর এক না, ভিন্ন ভিন্ন আদিরসে
বাঁচতে শেখে—তবে মনের ইচ্ছেতে
পার্থিব শরীর চলে যানবাহনের মতো,

মায়াবি রমণী, আমি মনের শৃঙ্খলে বন্দী!

কাক বনাম রাষ্ট্র বিষয়ক কবিতা

প্রত্যহ আমাকে কাকের কবিতা
লিখতে বলে ওরা;
রাষ্ট্রের কবিতা লিখতে গেলে
থলের বিড়াল বেরোবে, সে ভয়ে—
আমার হৃদয় ভেঙে দিয়ে
বিরহে পতিত করতে তৎপর রয়েছে ওরা.....।

বোঝায় ভুল, কী বোকা মেয়ে
তা বিশ্বাস করে ছলনায় ভাঙতে চায়
চতুর্দশ বছরের প্রেমের বিশ্বাস;
এই ভুল বোঝাবুঝি দিনে
নড়বড়ে হয়ে যায় আমাদের বিশ্বাসের ঘর....।

আমার অরণি যদি টের পেতো
একদিন সমগ্র বিশ্ব যার গুণগানে
মুখরিত হবে, যার ভয়ে শোষকেরা
পালিয়েও পথ পাবে না পালাতে;
সকল শোষিত বাঁচার দাবিতে জাগবে
যার গান, কবিতা শুনে—সে তার
পরম পুরুষ। সকল কুচক্রী ব্যক্তির শরীরে
থু থু ছুঁড়ে বলে দিতো, আমি বিশ্বাস করি না
তোদের বানানো কথা। আমার অধর অমন প্রেমিক নয়।

অসম্ভব, শোষকের সঙ্গে আপোস কিসের?
তাদের বিষদাঁত ভেঙে দিতে
উদ্যত আমার শব্দরাজি
অরণিকে হারাবার ভয়ে কাঁদতে পারি
আপোসের প্রশ্ন তোলা অবান্তর;
কারণ, আমার কাছে বড় দেশ-জাতি.....।

বাঙালিত্ব শিখিয়েছে আমাকে প্রেমের মর্ম-সূত্র
ওই ইস্‌রাফিলের হুঙ্কার দিয়ে বলছি.....
মৃত্যুঞ্জয়ী আমি, লাভ হবে না দেখিয়ে মৃত্যুভয়।

দ্রোহী জলকণা

কোনোদিন আর দেখা হবে না তোমার সাথে
রাজপথে, মিছিলে, কোথাও....।
শত বছরের স্মৃতির দরোজা
খুলে দেবে না কখনো আর;
বিনা বজ্রপাতে বাঙলার আকাশ থেকে
খসে পড়লে অদৃশ্য উঠোনে তুমি।
আজন্মের শূন্যতায় ভরে দিয়ে গেলে কবি....।

এই তো সেদিন নিজ বাসভূমে বসে বললে....
অনেক দেখেছি। চলে যাবার মুহূর্তে
মনে কষ্ট নিয়ে যাচ্ছি। স্বদেশের বুকে আজও
শকুনের অবাধ ঠোকরে স্বাধীনতা ক্ষত

তবু তোমার চোখে দেখলাম, দ্রোহী জলকণা টলমল!

শব্দ

যতই আমাকে তুমি তুচ্ছ ভাবো সখি
কবিতার একটি শব্দের মূল্য দিতে
পারবে না বলেই আমাকে গ্রহণ করে
ঋণ শোধ করবে শেষে, পুণ্য হবে প্রেম.....।

তোমাদের ওই প্রাচুর্যের অহঙ্কার
ইতিহাস বুকে চেপে রাখবে না কখনো
বিস্মৃত অতীত হবে তোমাদের সুখ—
শোনো, শব্দ মৃত্যুহীন মনুষ্য সমাজে;

মানুষ অনেক ভুল করে ইতিহাসে
কলঙ্ক অধ্যায় রচে, অনুতাপে কাঁদে
তাদের উত্তরসুরি। শিক্ষা নিয়ো তুমি
ঐতিহাসিক অতীত থেকে—বুঝবে সত্য।
একটি শব্দের জন্যে যুদ্ধ করি আমি
ভাবনার সঙ্গে অহর্নিশি, সেই শব্দ

তোমার সকল অহঙ্কার ভেঙে দেবে
তখন আমাকে চিনে মূল্য দেবে প্রেমে!

বৃক্ষছায়া

ভালোবেসে জ্বলে কোন্ প্রেমিকের মন?

বৃক্ষের নীরব কান্না বুকে চেপে ধরে
আকাশি স্বভাবরূপে শ্রাবণের জলে
স্নাত মন তবুয়ো গঙ্গাকে ভালোবাসে,

গহীন গঙ্গার রূপ বিরহ-অলিন্দে
ঝড়ে ভেঙে যাওয়া বাবুই পাখির নীড়ে
অসহায় দু'টো ছানা যেনো ভালোবাসা—
তবুয়ো অনেক স্বপ্ন দ্যাখে ক্লান্তপ্রেম;

বসন্ত শেষের দৃশ্য নগ্ন বৃক্ষ দেখে
প্রকৃতি প্রেমিক কাঁদে। পাতার বাহারে
রূপবতী হয় বৃক্ষ, তার স্নিগ্ধছায়া
অক্সিজেনে প্রেমিকের কষ্টমুক্তি লাভ....

অবুঝ প্রেমিক হবো, নারী তুমি হয়ো
সবুজাভ বৃক্ষছায়া, কান্না থেমে যাবে।

ভালোবাসার তানপুরাতে

ভালোবাসার তানপুরাতে দিনে-রাতে তুমি
সুরের মেলা বসাও—
স্বপ্ন দেখে হাজার বছর বেঁচে থাকার আয়ু
অনেক দিনের আশাও।

নিরাশাতে আশার আলো জ্বালো প্রাণের সখি
আঁধার শেষে প্রেমের গৃহে আলোর ঝলক দেখি।

ঘর-প্রেম-পাবে

মাঝেমধ্যে কিছুই লাগে না ভালো
নিরাশায় আলো
জ্বালে প্রেম, তখন তোমাকে নিয়ে
ভাবতে ভালো লাগে—

ভীষণাভিমানে বাড়ালে দু'হাত
কোলবালিশকে মনে হয়, তুমি
মোহ কেটে গেলে আবার ভীষণ কষ্টে
নিমজ্জিত হই অতীত মন্থনে;
তখন একযোগে স্বপ্ন বলে ওঠে,
ঘর পাবে, প্রেম পাবে।

সোনালী ঠিকানা

বেরিয়ে আসার স্বপ্ন খেয়েছে আমাকে;
তবুয়ো কী বেরিয়ে আসতে পেরেছি স্বরাজে?
আমার দু'হাতে, দু'পায়ে ও স্বচ্ছ মনে
সংকীর্ণতা পরিয়েছে শৃঙ্খলের জরা—
সাহিত্যের ভুল করা দোষ থেকে আজো
বেরিয়ে আসার যোগ্যতা অর্জনটুকু
সঞ্চিত হয়নি জ্ঞানে, নিয়ম ভাঙার
সৎসাহস স্বপ্ন-গৃহে জমা পড়ে আছে!
তাই আসতে হবে বেরিয়ে অসংখ্য শব্দে.....

আমার অক্ষমতার করেছি হিসেব
ব্যর্থতার খতিয়ান অন্যরা জানে না
আজ স্বপ্ন ভেঙে-চুরে বেরোবো উজ্জ্বলে
সুপ্ত স্বপ্ন ফিরে পাবে সোনালী ঠিকানা।

রক্তবন্যা

জীবনের গান গাইতে গাইতে আমার স্বপ্নরা
দ্রোহী আজ, পোড়োবাড়ি ভেঙে

কারুশিল্পময় বাড়ি বিনির্মাণে
পুরোনো নিয়মে ডাক দিয়ে যায়, জাগো—

বর্ণচোরা পকেট ভরছে
বাজেটে বেড়েছে দ্রব্যমূল্য
মাগীর দালাল পান চিবোয় দাঁড়িয়ে
শেরাটন হোটেলের সামনে;
বিদেশী লোচ্চার কক্ষে স্বদেশ ধর্ষিত হয়
সেই বিবস্ত্রেতিহাস লেখা হয় না কাগজে
আইন ঘুমোয় সচিবালয়ের নিষিদ্ধ ড্রয়ারে
নির্বাচনে নেতা যায়, নেতা আসে
পূর্বের মতোই অনিয়ম চলে ঠিকঠাক;

লাল ফিতা জনতার ভাগ্য-দড়ি ছিঁড়ে
সুইস ব্যাংকের একাউন্টে রক্ত জমা রাখে,
তবুয়ো জাগে না মধ্যবিত্তের চেতনা
কৃষক, শ্রমিক, সমগ্র স্বদেশ

অচৈতন্য দিনে আজো দ্রোহী মন বলছে—
রক্তবন্যা এলে রক্তচোষা মরবে ডুবে।

ইতিহাস সাক্ষী

না, আমি এখনো ভাঙতে পারি নি কিছুই
রমণীর মন, বিদেশী শত্রুর বিষদাঁত
দুর্নীতির অট্টালিকা, স্বৈরাচারালয়

না, আমি এখনো ব্যর্থ হই নি স্বদেশ
ভাঙার স্বপক্ষে শব্দদ্রোহে সংগ্রাম চলবেই
শত্রুরা টলবে, ব্যর্থ হতে জন্মি নি বাঙলায়

আমার প্রতিটি শব্দ হবে শোষকের জন্যে
পারমাণবিক বোমাতঙ্ক। নাগরিক সম্প্রদায়
আমার প্রতিটি শব্দার্থের মর্ম বুঝে গেলে
চেতনার বোমা বিস্ফোরিত হবে, গণশত্রু

ধ্বংস হয়ে যাবে, আবার স্বাধীন বাংলাদেশে
সুখের বলাকা উড়বে
যে দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে বিস্মিত বিশ্ব
সেখানে ভক্ষক নয় রক্ষকের পাঠোত্থান
ঘটবেই, অতীত ইতিহাস সাক্ষী। বিপ্লবের
স্বার্থকতা বহুকাল পরে ঘরে ঘরে আসে।

কষ্ট কষ্ট খেলা

সেদিন হঠাৎ থমকে দাঁড়াতেই সমস্ত পৃথিবী
আমাকে জানালো, কষ্টে আছি,
ব্যস্ত মতিঝিলের রাজপথে যানজট, ভিড় ঠেলে
একটু এগোলেই এক কবি বন্ধু আমার দু'হাত চেপে ধরে
কঠিন ভাষায় বলে উঠলো, কষ্টে আছি খুব.....।
ওদিক এদিক তাকালাম। খেটে খাওয়া রিকসাঅলা
প্যাডেলে পা রেখে ঠেলছে কষ্টের পর্বত
অন্ধ ভিখিরির দুর্বল শরীর সইছে কষ্ট-রোগের দহন;
শাসক, শোষক গাড়ি নিয়ে ছুটছে অহরহ
চাকার প্রচণ্ড চাপে রাজপথ বললো, কষ্টে আছি.....।

কষ্ট কষ্ট খেলা নিয়ে আমারও কেটেছে আটাশ বছর
প্রখর রোদ্দুরে ঘেমে যাওয়া শরীর হঠাৎ বললো,
প্রিয়তম কষ্ট ধারালো করাত হয়ে কাটছে সুন্দর জীবন—
আমি কষ্টে আছি দুখীর মতোন.....।

আকাশ এবং মানুষের মতো কষ্টেরাও রঙ বদলায়
এই এক জীবনে হরেক রকম রঙের কষ্ট দেখে দেখে
হাঁটি হাঁটি পা স্বভাবে জীবন এগোয় অন্ধকারে—
স্মৃতির খোলস পড়ে থাকে আমিহীন সংসারের কোণে;

ব্যস্ত নগরের মতো কষ্টেরাও ব্যস্ত
কাকে ধরে, কাকে ছাড়ে—কে তার খবর রাখে?
মানুষ কেবল কষ্ট-ঘড়ির কাঁটার মতো ঘোরে;

কোনো একদিনের সুপ্রভাতে কষ্টকে আপন মনে হলে
মনুষ্য সমাজে জন্ম নেয়াটাকে অর্থবহ ভাবা যাবে—
তবুয়ো মানুষ কষ্টকে ভেতরে পুষে তারপর থাকে!

কান কথা মিথ্যে

তুমি কান কথা বিশ্বাস করেছো বলে
প্রেম পাখি উড়ে গেছে ঝিলবুক থেকে,
শোভাহীন ঝিলবুক বেদনার জলে
স্নাত, খ্যাত ভালোবাসা নাম ধরে ডেকে
সুদূরে হারায় প্রেম—ঘন মেঘ চোখে
ঝেঁপে নামে শ্রাবণের মুষলধারায়—
ঝিলবুক ফিরে পেতে পুরোনো তোমাকে
নির্দিষ্ট স্বভাবে আজো দু'হাত বাড়ায়;

জোসনা রাতে ঘাসফুল সৌষ্ঠব সুবাসে
বলাকাকে খুঁজে পায় নিদ্রার আঁধারে
ভালোবাসা নীড় বাঁধে সুদূর আকাশে
এলোমেলো স্বপ্ন কাঁদে বাটালি পাহাড়ে;

ফিরে এলে ঝিলবুক ভালোবাসা বন্যা
কান কথা মিথ্যে জেনো রূপবতী কন্যা।

গোলাপ আমার প্রেম

আমার অতীত প্রেম সম্পর্কে তোমাকে
বলেছি অনেকদিন। প্রেমিকার জন্যে
মৃত্যুর শীতল স্পর্শ পেতেও প্রস্তুত
তবু তাকে হারাতে পারবো না এ জীবনে;
আমার প্রেমের গল্প শুনে বলতে তুমি,
আপনি প্রেমিক কবি—ভাগ্য সুপ্রসন্ন
রমণী পেয়েছে আপনাকে স্বপ্নে, প্রেমে
বড় হিংসে হয় তার ভাগ্য-প্রেম নিয়ে.....
সেই আমি বদলে গিয়ে কার প্রেমে ডুবছি?

ভুলেছি আমার অতীত প্রেমের স্মৃতি
কারণ কী? প্রেমিকার বুকে, হাতে, ঠোঁটে
দেখেছি অন্যের হাত, ঠোঁট ব্যস্ত থাকে
ঘৃণা জমে ওঠে মনে। বহু সাধনায়
অতীত স্মৃতির হাসি হাসতে ভুলে যাই
খুঁজে পাই নতুন প্রেমের স্বপ্ন-গৃহ
সে গৃহের স্বত্ব ছিল একান্ত তোমার।

কলেজের গেটে এসে দাঁড়ালে নবীনা
তারপর আমাকে দেখে ছুটে এলে কাছে
বাঁ পকেট থেকে তাজা একটি গোলাপ
বের করে সেদিন তোমার হাতে দিই

বুঝে নিয়ো এটাই আমার ভালোবাসা
গোলাপ আমার প্রেম—দিয়েছি তোমাকে।

পিতা

আমি যার রক্তে জন্ম নিই, সেই পিতা,
গত হয়েছেন, তাও ক'বছর হলো।
স্বদেশপ্রেমিক পিতার সারল্য মুখ
তার বিপ্লবী পুত্রের দৃষ্টিতে ভাস্বর!

বিশ একর জমির মালিক আমার
পিতামহ ছিলেন না শিক্ষিত কৃষক!
আমার পিতাকে তাই, না পাঠিয়ে স্কুলে,
পাঠালেন মাঠে। হাল বাওয়া, ধান কাটা,
নিড়ানি এবং পাট ধোয়া কাজ শিখে,
মতিয়ার রহমান অর্থাৎ আমার
পিতা স্বদেশপ্রেমের মূলমন্ত্র পড়ে
শস্য ফলাবার জন্যে ধরলেন লাঙল
হলেন কৃষক, খাঁটি; মাটির মানুষ।

অশিক্ষিত পিতা হয়ে স্বপুত্রের জন্যে
শিক্ষার প্রদীপ জ্বালতে হাড়-ভাঙা শ্রমে,
শক্ত মাটি চিরে বীজ বুনেছেন, আর

শস্য কেটে ঘরে তুলে দেখেছেন, স্বপ্ন—
তার পুত্র, এই আমি লেখাপড়া করে
জজ-ব্যারিস্টার হবো, পিতার সে আশা
গুড়ে-বালি হলো শেষে আমার কারণে.....।

লেখার নেশায় পড়ে গৃহত্যাগী হই।

আমি লেখালেখি করি, তাতেও পিতার
গর্ব ছিল, তার এক পুত্র কবি বলে
অসংখ্য অচেনা মানুষ চিনেছে তাকে!

বছরে দু'একবার গ্রামে গেলে, পিতা
আদরের ভাষায় বলতেন, মানুষের
কথা লিখো। আমি তার চোখের দৃষ্টিতে
দেখেছি, স্বদেশপ্রেম, সত্যের সৌন্দর্য;

সকল ব্যস্ততা শেষে যখন একাকী
আটপৌরে সংসারে আমি স্মৃতি-জলে ডুবি,
তখন পিতার মুখ আমাকে কাঁদায়।

প্রেমিক হৃদয়

আমি আদি পিতা আদমের পাপে পাপী।

আমাকে দিয়ো না দোষ, গন্দম ভক্ষণে করেছে প্রবেশ
ভুলের জমিনে। আমি তার রক্তের বিস্তৃত একজন!

ভুল করা, পাপী হওয়া স্বভাবী প্রেমিক.....।

তোমাকে ছুঁয়েছি নগ্ন পরিবেশে
কবুলবিহীন। নরকের ভয় ভুলে
অদৃশ্য সুড়ঙ্গ পথে হেঁটেছি উচ্ছ্বাসে।

পৃথিবীর সমস্ত আনন্দ নেমেছিল দু'দণ্ডের জন্যে....।
আমি স্বর্গ ও নরক দেখি নি কখনো,

তোমার শরীরে দেখিছি যা কিছু;
তুমিই আমার স্বর্গ ও নরক।

সামাজিক বাধার দেয়াল ভেঙে জেগেছি প্রেমিক.....।

তুমি আদি মা ঈভের পাপে পাপী।

তোমাকে দেই না দোষ, প্রেমকোষ
খুলেছো নির্জনে শরীরের প্রয়োজনে;

আদি পিতা-মাতার পাপের বোঝা বহনকারীরা শোনো,
প্রেমের আসুক জয়....।
আকাশ দেখুক, মানুষ প্রেমের জন্যে
মরতে পারে, বাঁচতেও পারে হাজার বছর,
প্রেমিক হৃদয় কোনো শাসন মানে না।

শিল্প

মান-অভিমানে শিল্প থাকে আমাকে শেখালে;
তোমার মনের সিঁড়ি পথে প্রত্যহ সকালে
দাঁড়িয়ে দেখেছি আমি, ঠোঁট দু'টো কেঁপে উঠছে
চোখ দু'টো ছলছল করছে, ঘনঘন নড়ছে
তোমার মসৃণ হাত দু'টো। দুরু দুরু বুক,
অকারণে বাধালে বিতর্ক, ঘেমেছে চিবুক।

বিষয় ভিত্তিক বিতর্কের তুমুল জোয়ারে
হেরে গিয়ে ভেসে এলে তুমি আমার দুয়ারে।

তোমার বিরহে টিনএজ ক'জন প্রেমিক
গাঁজার আসরে এলো টানতে। ওরা জেনে নিক
তুমি কারোই পারো না হতে, কেবল আমার,
এই তো সময় ভালোবেসে মন হারাবার।

তোমার দু'ঠোঁটে, চোখে, বুকে ছুঁয়ে সুখ দিই,
তোমার শরীরে জমা কষ্ট চুমু দিয়ে নিই।

প্রেমালাপ

মানুষের ভাষা, কথা বাতাসে বেড়ায়....!

দু'জনে করেছি প্রেমালাপ কতোদিন
তাও ভাসছে শোকে-দুঃখে। হয়তো কোনোদিন
আবিষ্কৃত যন্ত্রেথারে ধরা পড়ে যাবে
তুমি আমি স্বর্গ থেকে সব দেখে-শুনে
বড় কষ্ট পাবো, আজ ওরা অগ্রসর
আমরা পশ্চাৎপদ যুগের ছিলাম...
প্রকৃতিতে আমাদের দিনকাল কাটতো।

প্রিয়তম, এসো করি শ্রেষ্ঠ প্রেমালাপ,
কোনো এককালে এই প্রেমালাপ হবে
পৃথিবীর কাছে শ্রেষ্ঠ কবিতার ভাষা।

স্বর্ণযুগে প্রেমালাপ হবে মহাধন।

আধুলি

আধুলি হারিয়ে গেলে কেঁদেছি শৈশবে....।

মায়ের আঁচল ধরে কান্নাকাটি করলে
একটা আধুলি দিতেন। দৌড়ে গিয়ে আমি
মুদির দোকান থেকে লজেন্স কিনেছি
সে লজেন্স চুষতে চুষতে এসেছি পাঠশালা,

আহা, সেই শৈশবের মায়ের আধুলি
আজো আমি খুঁজে ফিরি যৌবনের দিনে
ঝনঝনিয়ে বেজে ওঠে স্মৃতিময় পটে;

এই যে শহর ঢাকা, টাকার শহর.....
লক্ষ টাকা এ পকেটে নিয়ে ঘুরি আজ

তবু মনে হয়, সেই হারানো আধুলি
বহু মূল্যবান ছিল, তাতে প্রেম ছিল।

মাকে মনে পড়লে আজো আধুলির কথা
নিজের অজান্তে মনে পড়ে যায় কেনো?

চোখেষু

অদৃশ্য মস্তিষ্ক সংযোগে দেখাও মিথ্যে স্বপ্ন....।

পরক্ষণে স্বপ্নের ভাবনা মিথ্যে হয়ে যায়,
তোমার নিঠুর ব্যবহারে। মিথ্যে স্বপ্নে আমি
প্রচণ্ড আবেগে ছুটে যাই তোমার নিবাসে,
কাচের মতোন ভেঙে যায় হৃদয়ের ইচ্ছে.....!
এ কেমন নিঠুর খেলায় মেতেছো চোখেষু?

অলস দুপুরে অবসরে ভাবি, তুমি কোন্
গুপ্তচরের বা গোয়েন্দার ফাঁদে ফেলা সোর্স?
যে তুমি আমাকে ছলনায়, প্রেমে আষ্ঠে-পৃষ্ঠে
বেঁধে ফেলে কি কারণে প্রাণনাশী হতে চাও?

আমি তোমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসি বলে ওরা,
আমাকে নিধন করতে চায় তোমাকে দিয়েই।

ব্যর্থতা ও স্পৃহা

ভেতরের পর্দা উঠালেই দেখা যায় তামাম পৃথিবী.....

আমি যাবো আমার ভেতরে দক্ষিণ দুয়ার দিয়ে
তামাম পৃথিবী দেখার ইচ্ছেটা আবাল্যের;

মানুষ বুঝুক, আমি কতোটা গহীন,
নিরর্থক জীবনের ঘানি টেনে
অর্থবহ করে তুলি আজ কর্মগুণ;
তবু বলি, কিছুই পারি নি করতে কাজ!

তামাম পৃথিবী দেখার ইচ্ছেটা আবাল্যের।

তুচ্ছ

টেবিল ফ্যানের গড়গড় শব্দে ঘুম ভাঙে।
মধ্যবিত্ত জীবনযাপন;
অবিবাহিত তরুণ কবি
ভাড়াটে বাড়ির ইটগুলোও উপহাস করে,
পেশা, লেখালেখি। রয়েলিটি পেলে
পকেট গরম, নো'লে শূন্য!
প্রিয়তমেষুর মন জয় করতে পারি নি এখনো...,
সে চিনেছে টাকা, ভোগবিলাসিতার গর্বে
তার দিনরাত কাটে কতিপয় বখাটে বন্ধুর সঙ্গে
[যেখানে আদর্শ বলতে কিছু নেই]
আর এই আমি আদর্শের পতাকাটা ধরে আছি
মরহুম পিতার মতো আটাশ বছর ধরে।

পৈত্রিক সংসারে, বাংলাদেশে, অন্যদেশে
সম্মানিত আসনটা পাইনি, পাবো কবে—
জানি না কিছুই,
তবু আমি কলমটা ধরে আছি
বাঙালি জাতির অর্ধঘুম ভেঙে দিতে;

মাঝে মধ্যে মনে হয়, বড় তুচ্ছ আমি
একে একে মাধবীরা চলে গেলো!

দাঁড়ালো না আমার আকষ্ট দেখে,
একটা প্রেমের ঘর দিলো না কবুলে।

আমি কী আসলেই তুচ্ছ প্রেম ?

আমি আমিই থেকে যাই

আমি আমিই থেকে যাই,
কেবল যেখানে যার কাছে যাচ্ছি...,
খানিক সময় অস্বস্তিতে ভুগছি উভয় মগজ।
অদৃশ্যশক্তির তাণ্ডবলীলায় মনুষ্যত্ব নেই।

কার হাতে ওই রিমোট, টিপছে ইচ্ছেমতো
আয়ুর সজোরে বেঁচে যাই মৃত্যুর কবল থেকে।

আমি আমিই থাকবো,
কেবল মাঝখানে কতো ইতিহাস রচছে
ওই মুখোশপরা হায়েনার দল!

রিমোট টিপুক, অস্বস্তিতে
আমার সুখেরা নির্বাসিত যাক;
তবু আমি সকল বিপত্তি ভেঙে পৌঁছে যাবো
প্রিয়তমেষুর কাছে,
জোস্না রাতে বীর প্রেমিকের মতো!

বাঙালিপনা

একদিন এক ভিনদেশী বলেছিল,
মাটির ভেতর মাটি, খোঁড়ো, দেশপ্রেম
পেয়ে যাবে অনায়াসে হাতের নাগালে;

আমি মাটি না খুঁড়েই দেশপ্রেম পাবো
এমন ভাবি নি কভু। বাঙালির মাটি
খুঁড়তে পেয়েছি সব। দেশপ্রেম আর
শত শত বছরের গৌরবেতিহাস,

আমি সেই বাঙালির এক মাটিপুত্র।

আমার কী গর্ব আজ, বাঙলা ভাষার
একমাত্র দেশ, সেও আমার স্বদেশ,
বাঙলা জন্মভূমি প্রিয় মাতৃক্রোড়
আমি তার সন্তান সাহসি বাঙালি।

দু'হাতে পতাকা, মুখে ফেব্রুয়ারি মাস,
চেতনায় জেগে উঠি বাঙালিপনায়।

হৃদয় পাথর নয়

যা কিছু ঘটুক মনে, ঘটতে দাও তুমি.....
প্রেমের আহ্নিক গতি হাঁটতে হাঁটতে শেষে
তাজমহল গড়ে তুলবে অস্তিত্বের খাতে;

প্রেমের মরণ নেই কোনোকালেও সখি।

শুনেছি আলোর কান্না, আঁধারের হাসি।
সমস্ত পৃথিবী জানে, শোকের মিছিলে
প্রতিবাদে নেমে আসে অস্থায়ী মৌনতা,
কখনো তোমার দেয়া কষ্টগুলো হয়
ক্ষণিকের দাহ, তবে অনন্তকালের
সুখ হয় অবশেষে তোমার হাতের
একটু ছোঁয়া, কিবা ধরো, তোমার ঠোঁটের
নিবিড় চুম্বন। আমি হাওয়া বিবি খুঁজি
নগ্নতার আকাঙ্ক্ষায় আদম সন্তান.....

হৃদয় পাথর নয়, যৌবনের চাওয়া।

অতঃপর মানুষ

ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে আদম সন্তান...

তার বুদ্ধি বিষয়ক সূত্র মানুষ করেছে অক্লান্ত সংগ্রামে জয়,
এতোকাল মনের অদৃশ্য চিন্তাটুকু জেনেছে ঈশ্বর।

না, এখন জানে, সব জেনে যায় মানুষেরা;
তার মতো অন্য মনের অদৃশ্য চিন্তাটুকু মস্তিষ্ক সংযোগে।

বিজ্ঞান দিয়েছে অন্ধতার মুক্তি।
মানুষেরা জেনে গেছে—কুসংস্কারে ভরাট অতীত
স্বপ্নচোখে ভাসে প্রকাশিতব্যের উজ্জ্বল আলোয়
মঙ্গল গ্রহের মৃত্তিকায় চাষ করবে সোনার ফসল।
সোনার হরিণ নেই, সবই সুলভ,
চাঁদ বুড়ি নয়, গ্রহ...
আবিষ্কৃত হয়ে গেছে অজানার আকাশ-পাতাল।

জানি একদিন আকাশ-পাতালে,
জমিনে কোথাও ঈশ্বরকে খুঁজে পাবো না। কারণ,
মানুষেরা পৌঁছে যাবে ঈশ্বরের কাছে।

দুঃখ-সুখে

না, তোমাকে ভুলে যাবো, এমন প্রেমিক নই আমি।

যতই আঘাত দাও, অপমান করো, অবজ্ঞাতে
আমার হৃদয় ভাঙো। ওই ভাঙা হৃদয়ে জ্বালাবো
অনন্ত প্রেমের দীপ। আলোকিত হবে হৃদয়েষু.....

মোমের মতোন প্রেমের আগুনে জ্বলে-গলে শেষে
ভুবনবিজয়ী প্রেমিকের খ্যাতিটুকু পেয়ে গেলে,
কবিতার পঙক্তি দিয়ে গড়ে যাবো দর্শনীয় কষ্ট...
তাজমহলের শোকগাঁথা হেরে যাবেই প্রেমেতিহাসে।

তোমার বাবার পাথর হৃদয় দেবে না স্বীকৃতি!
তোমার মা অর্ধোহংকারের জোরে জানাবেন জানি,
উদাসি কবির সঙ্গে মেয়েকে দেবে না বিয়ে-সাদী।
অনঢ় প্রেমিক কবি তবু তোমার পাথর বুকে
ভালোবাসে বুনে যাবে প্রতিদিন বিরহের বীজ...।

ভুলতে না পারার জন্যে দুঃখ-সুখে তোমাকে চাই।

জাগো কৃষকেরা সমগ্র স্বদেশ

সারাদিন হাঁটি আমি
হাঁটি-হাঁটি-হাঁটি-হাঁটি।
কাগজীটোলা থেকে বইপাড়া বাংলাবাজার,
ওখান থেকে সোজা ইত্তেফাক,
সাহিত্য দপ্তরে একটা কবিতা জমা দিয়ে
হাঁটতে হাঁটতে জনকণ্ঠ,

প্রথম আলো, ভোরের কাগজ, মানবজমিন,
জনতা, সংবাদ, সংগ্রাম, বাংলার বাণী....
আরো কতো অলিগলি;

সাহিত্য সাময়িকী বেরোলেই
চোখ বুলাই বেরিয়েছে বুঝি আমার কবিতা!
বেরোয় সযত্নে। আমি পড়ি, পড়ে
দেশের মানুষ। এভাবেই সবাই জেনেছে
আমার কবিতা লেখার অভ্যেস আছে;
দেখা হলে কেউ কেউ বলে, কবি সা'ব কেমন আছেন?
বুকটা আমার গর্বে ফুলে ওঠে!
আমার তখন সিগারেট টানতে খুব ইচ্ছে করে।
পকেটে ঢুকালে হাত টের পাই, 'এটা কবির পকেট!'

দেশের মানুষ জেনেছে আমার নাম,
কিন্তু জানে না মানুষ আমি কতো কষ্টে আছি!
তবু আমি পথ হাঁটি, থামি নি কখনো পথ মাঝে,
গৃহে ফিরি, স্বপ্ন দেখি, হাঁটতে হাঁটতে আমি স্বপ্ন দেখি—
তখন আমার চেতনায় সুর ওঠে;
'জাগো কৃষকেরা সমগ্র স্বদেশ।'

যৌবন

যুবক-যুবতী, চেতনাকে 'ভালোবাসি' শব্দে
সীমাবদ্ধ রেখে নষ্ট করো না যৌবন।

বৃষ্টির মতোন যৌবন ছিটিয়ে দিয়েছে বিপ্লবে
অতীতে অসংখ্য স্বদেশপ্রেমিক, তাদের সে পথে
বাড়াও পা; দেখো, তোমাদের প্রেমে
প্রিয়তম মানুষটির নির্মল আনন্দধারা
আরেক যুগের প্রেরণার ইতিহাস হবে।

যৌবন বিপ্লবী হওয়ার কঠিন শপথের ভাষা...।

যে যুবক বিপ্লবী না, সে প্রেমিক নয়....।
যে যুবতী বিপ্লবী না, সে প্রেমিকা নয়...।
বিপ্লবী প্রেমের মর্ম বোঝে, সুখ খোঁজে মননচর্চায়,
প্রেমের পরশে ঝলসে ওঠে স্বদেশপ্রেমের মূলমন্ত্রে।
ওরাই দেশের জন্যে লড়তে পারে, মরতে পারে প্রেমের জন্যেও.....।

শ্রেষ্ঠ প্রেমিক বিপ্লবী। খণ্ডাবে কে চিরসত্যটাকে?

যত আশা যত ভয়

মর্ত্যে মানতে রাজি নই
আমি আর কোনো সত্য,
তুমিই আমার ধর্ম
তুমিই আমার সত্য....
তুমিই আমার স্বর্গ
তুমিই আমার প্রেম
তুমিই আমার মর্ত্য।

জীবনের সব বিধি
ভেঙে-চুরে ফিরে যাবো
তোমার নিকট প্রিয়,
লাইলীর সোহাগে তুমি
হারাধন মনে করে
আমাকে এ বুকে নিয়ো।

মৃত্যুর করি না ভয়
করি না বিত্তের জন্যে আশা,
কেবল তোমাকে পেতে
যত আশা, যত ভয়, ভালোবাসা!

প্রেমের বিজয়

সারমেয় নই আমি, প্রেমিক পুরুষ।

তোমার প্রেমের বুকে আগুন জ্বালাতে

সব অপমান সয়ে বিরহের কষ্টে
কঠিন হয়েছি, কতো আর দেবে কষ্ট?

হয়তো জানো না তুমি, যতটুকু জানি
নিজের সম্পর্কে আমি। গৃহত্যাগী কবি
নিঃস্ব হলো কার প্রেমে? যদি জানতে ফাবা,
অদৃশ্য চিন্তার দ্বার খুলে বলে যেতে...
'ফিরে এসো এই বুকে। ভুলের দরোজা
ভেঙেছে ভুলের কষ্টে। তোমার হৃদয়ে
প্রেমের প্রদীপ হয়ে জ্বলবো চিরকাল।'

আঘাতে ভেঙেছে মন, অন্ধ-প্রেম তাতে
হলো সুগভীর। হবে, প্রেমের বিজয়!

কেঁদেছি অবুঝ প্রেমে

প্রেমের তৃষ্ণায় বুক ফেটেছে আমার...
ফুটেছে মুখের ভাষা প্রেমের বাগানে,
কখনো দাও নি সাড়া। নিরাশার তীরে
ভাঙনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থেকেছি.....
তবু ভুলে যেতে পারি নি তোমাকে, ফাবা।

এভাবেই কেটে গেছে দশটি বছর.....।

সারমেয় তাড়াবার ভঙ্গিতে আমাকে
কতোদিন বলে দিতে, বিরক্ত করো না।
তবু আমি প্রতিদিন ছুটেছি পেছনে,
জীবনের বিনিময়ে তোমাকে চেয়েছি।

আমার প্রেমের ফুল দু'পায়ে মাড়িয়ে
অন্য প্রেমিকের সঙ্গে অভিসারে যেতে...
অদূরে আড়াল থেকে দেখেছি, তোমার
ঠোঁট প্রেমিকের ঠোঁটে এঁকেছে চুম্বন,
শরীর মৈথুন-সুখে হারিয়েছো লজ্জা।

কেঁদেছি অবুঝ প্রেমে কষ্টের সমুদ্রে!

অদৃশ্য জগত

মার্কসবাদের অহঙ্কার তোমার রূপের কাছে
নিশ্চিহ্ন হয়েছে বহুযুগে অগণিতবার, আর
তোমার রূপের টানে বেহেস্তের লোভ ভুলে যায়
আদম সন্তান। কী যাদুর জালে আটকাও হৃদয়?

বেহেস্তে যাবার ইচ্ছে আছে, খোদাতেও বিশ্বাস আছে...
তারপরও আমি কার অন্তর্বাসে ওই বেহেস্ত খুঁজি?
রক্ত-মাংসের রমণী, আমি তোমাকে বেহেস্ত মানি,
আমার সমস্ত সুখ তুমি অঙ্গের গভীরে রাখো.....

অবিচ্ছেদ্য প্রেমে একালে সেকালে তোমার অধরে
অনন্তকালের ভালোবাসা থাকুক আমার জন্যে,
বেহেস্তের সাকীকে চাই না, চোখেমু তোমাকে চাই,
কতদিন মনে মনে বলি, মৃত্যুর পরেও যেনো
আজন্ম তোমার দেখা পাই। সেদিন দু'জনে ঘুরে
বেড়াবো অদৃশ্য জগতের সমস্ত সীমান ভূমি।

নশ্বর

মানুষ বোঝে না, বুঝতে চায় না কখনো
বিষাদে জীবন হয় পরিপূর্ণ বিজ্ঞ.....।
সুখের আশায় শুধু অপেক্ষায় থাকা,
কতটুকু পায় সুখ অবুঝ হৃদয়?

বিত্তশালী সুখী নয়—কিসের অসুখ?
আরো চাই বিত্ত তার। রাজকেদারায়
বসে থাকা মহারাজ দারুণ অসুখী
মন আর চোখ দু'টো অতৃপ্ত সবার!

এই মন আর চোখ মানুষকে করে
হিংসুটে শোষক। তবুও মানুষ এ দু'টো
করে না শাসন কেনো সততার টানে?
ক্ষণিকের দিনকাল ফুরায় হঠাৎ

মৃত্তিকার আহ্বানে। তবু মন-চোখ
হলো না প্রেমিক গোটা পৃথিবীর প্রেমে।

প্রথম প্রেম

যৌবনে পা দেয়া এক কবি মফস্বল ছেড়ে
নিয়ত বাতির ব্যস্ত এই রাজধানীতে এসে
প্রথম তোমাকে দেখে পড়েছিল প্রেমে, তাও
এক যুগ পূর্বে! তুমি ছিলে তখন বালিকা।

দিন যায়, মাস যায়, এভাবে বছর যায়...।
ভালোবাসা গাঢ় হয় কবির অবুঝ মনে,
স্বপ্ন দোল খেয়ে ভাঙচুর শুরু হয় প্রেমে
অতঃপর তুমি হলে তরুণীর প্রতিকৃতি।

তোমাকে শোনালো কবি প্রেমের কবিতা-গান
তুমি চুপিচুপি বললে, আমিও চেয়েছি তাই।
বিশ্বাসে নিঃশ্বাসে কবি তোমাকেই ভালোবেসে
জীবনের বহুদূর পথ হেঁটে এসে জানলো,
তুমি আজ অন্য কারো। ভেঙেছো আমাকে, তবু
অভিশাপ দিই, চিরকাল সুখে থেকো তুমি...।

বৃক্ষ ও দু'জন

বৃক্ষেরা সঙ্গীত বোঝে, মানুষের ভাষা বোঝে,
উর্বর মৃত্তিকা চেনে, হাসে-কাঁদে। ভালো-মন্দ
বোঝে মানুষের মতো। আমি বৃক্ষ হয়ে যাবো;
কেবল তোমার সঙ্গীত বুঝবার জন্যে, ফাবা!
জেনে নিতে পারবো অজানা তোমাকে। ভালো-মন্দ
বিচারে তোমার দোষ-গুণ জেনে যাবো আমি,
বারণ করো না তুমি, প্রকৃতি দেখুক আজ
প্রেমিকেরা ভালোবেসে বৃক্ষ হয়ে যেতে পারে...।

তোমার সন্দেহটুকু পদ্মায় ভাসিয়ে দিলে,
আমার আকাশে প্রেমের নক্ষত্র দীপ জ্বেলে
হৃদয় নগর আলোকিত করবে। তুমি বলো,
অরণ্য সভ্যতা ভালোবাসে পরিণত প্রেম!

অরণ্যের ছায়াপথে দু'জনার দেখা হোক,
বৃক্ষেরা দেখুক, আমাদের প্রেমের মৈথুন।

প্রেমের পদ্য

টিভিতে যখন গান গাইছিলে তুমি,
মনে হলো, কথাগুলো আমার উদ্দেশ্যে
লেখা। তুমি দরদের ট্যাবলেট মিশিয়ে
কণ্ঠ-ঠোঁট মিলিয়েছো নামমাত্র, আর
তোমার গানের বাণী, মন নিয়ে যায়
বিস্মৃত অনেক ঘটনার কাছাকাছি.....।

ভালোবাসা ফিরে এলো ভুল বোঝা ভেঙে,
তোমার অস্তিত্ব টের পেলাম আমাতে।
তোমাকে চেয়েছি বলে সাতাশ বছর
একাকী চলেছি পথ; আজো এই মনে
অন্য কাউকে ঠাঁই দেই নি বিরহক্ষণে,
তোমার কাছেই চাই সুখের জীবন।

তোমাকে বরণ করতে প্রস্তুত প্রেমিক,
এসো আজ এই বুকে ভালোবাসা পেতে।

ঘুচে যাক অন্তর্লোক

আমার কবিতা তুমি। শব্দের পাথর ভেঙে
গড়েছি তোমাকে নিয়ে কবিতার ঘর-বাড়ি;
তুমিহীনা পঙক্তিগুলো মনে হয় অর্ধমৃত.....!
আমার সমস্ত কিছু দখল করেছো তুমি,
এই ধরো, ভাবা, সেখানেও বর্তমান থাকো
কাজকর্ম, এখানেও তোমার বিস্তর চলা,
স্বপ্নদেখা, কল্পনার নদী হয়ে যাও তুমি
জেগে থাকা, সে তোমার জন্যে বিরহের মাঝে....!
এই বুক আলিঙ্গন পেতে ব্যস্ত উপশম,
তোমাকে একটু ছুঁয়ে দেখতে দু'হাত ব্যাকুল।

আলো ভেবে আলেয়ার পিছু ছুটছি অবিরাম,
প্রেমের দুয়ার খোলা; তুমি এলে খেলা জমবে।
আসর জুমুক, দু'এক চুমুকে সাবাড় হোক,
হৃদয়ের তৃষ্ণা আর ঘুচে যাক অন্তর্লোক।

আমি যদি

আমি যদি বৈজ্ঞানিক হতাম, তাহলে,
প্রথম নারীর মন থেকে সন্দেহের
ভুল দূর করার যন্ত্র আবিষ্কার করে
ভালোবাসা বাঁচাতাম প্রেমের ভুবনে....।

নারী শুধু ভুল বুঝতে শিখেছে বিরাগে....।

ভুলের মাসুল দিয়ে যায় প্রেমিকেরা,
কখনো বা দেবদাস, কিবা অবিনাশী
হয়ে প্রাণটুকু দেয় বিসর্জন প্রেমে।

নারীর গলে না মন তবু অনুতাপে!

বৃক্ষেরও মমতা আছে, ভালোবাসা আছে।
নারীর নেই যে কিছু, ছলনাই তার
প্রথম ও শেষ ঠাঁই।
আমার দু'চোখে
ভেসে ওঠে সূত্রবর.....। জানি একদিন
কোনো এক বৈজ্ঞানিক বুঝবে তার মর্ম....।

দেখা ও শেখা

দূর্বাজলে রোদঝরা সকাল নেমেছে;
ভেঙেছে সকল ভয়,
কেনো মনে হয়....!

জগত হবে না পাপমুক্ত কোনোকালেও;
তবু ব্যর্থ চেষ্টা এই, কোনোদিন যদি
সুখ ফিরে আসে গৃহে! মনুষ্যত্ব দেহে

মাটি হবে স্বর্গ আর শান্তির কপোত
উড়বে মুক্ত বাংলাদেশে; হাসবে জনগণ.....।
প্রতীক্ষিত দিনগুলো হয়ে যাক ধুলো,
উড়ে যাক নিরুদ্দেশে। মানুষ বাঁচুক,
তার জন্যে সবকিছু; অন্যসব মিথ্যে।
প্রিয়তমেষুর হাত ধরে হেঁটে যাবো
দূর্বা ঘাসে ছেয়ে যাওয়া লখীবাঁশী গ্রামে.....।
সোনার মানুষ দেখে;
কথা বলা শেখে,

কেবল আমার দেখা ও শেখা হলো না।

বর্ণমুখ

হতাশার উল্টোপিঠে আশার বসত ভিটে;

ওখানে নিবাসী কবি তোমাকে বেসেছে ভালো,
ছুটেছে হৃদয়—চড়ে চাঁদেরই জোসনার পিঠে
হৃদয়েষু, হতাশার প্রেমে জ্বালো দীপ জ্বালো।
টুপটাপ ঝরেছে বৃষ্টি; প্রেমের সৃষ্টিতে কেঁদে
সমগ্র পৃথিবী তন্নতন্ন করে খুঁজে সুখ,
গহীন রাতের শেষে ঔজ্জ্বল্যতে বুক বেঁধে
জীবনের দীর্ঘপথ হয়ে যায় বর্ণমুখ....!

স্বপ্নের ছোঁয়াতে জেগে হরেক রকম ব্যথা,
বিদীর্ণ করেছে বুক, জানো না সে সব কথা।
হৃদয়ের জোসনা রাত, ভোরের সোনালী রোদ
বলেছিল, কবি কেনো হলে প্রেমিক নির্বোধ?

ভালোবেসে নিঃস্ব কবি বিশ্বপ্রেমে খুঁজে ফেরে
আত্মার গহীনে সুখ, মানবীর প্রেমে হেরে।

অর্ধেক প্রেম অর্ধেক দ্রোহ

শেখ মুজিব, সুকান্ত, বিদ্রোহী নজরুল,
বেঞ্জামিন মলয়েঁসি, ভাসানী এবং
দেশী-বিদেশী সকল মানব প্রেমিক;
আমাকে জাগালো প্রেমে, দ্রোহে বাংলাদেশে।

জেগেছি সকল বাধা, ষড়যন্ত্র ফুঁড়ে!

শাসক, শোষক, পুলিশ, দালাল মিলে
কাগজ-কলম, কণ্ঠ স্তব্ধ করে দিতে
ছায়া সঙ্গিনীর মতো কুট-জাল বোনে;

তবু আমি বীরদর্পে সংসারে, সমাজে,
দিনে আর রাতে, আলো-আঁধারে নির্ভয়ে
একাকী বেড়াই ঘুরে খোদার কৃপায়,

রাষ্ট্র দেয় না আমাকে নিরাপত্তা কোনো;

ফাবাকে আমার চাই। চক্রান্ত ক'রো না।
আমার বিপ্লবী কণ্ঠ স্তব্ধ করে দিতে...
আমার প্রেমের ঘর ভেঙে দিলে, আর
বারো কোটি জনতার ন্যায্য অধিকার
ফিরিয়ে না দিলে, শোনো, সমাজ ভাঙার
গানে কলম জ্বালাবে আগুন স্বদেশে
সে আগুনে জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে।

কলম-বিদ্রোহ লক্ষ কোটি মুক্তিসেনা!

ভ্রূণহত্যা

ক'বার করেছো ভ্রূণহত্যা
মডার্ন যুগের প্রেমিকা আমার...।

শরীর মৈথুন খেলা বেশ জমে
নতুন নতুন প্রেমিক খদ্দের পেলে;
অর্থের দাপটে কলঙ্ক অধ্যায়
ঢেকে রেখে ঝুলবে কার প্রণয়গলায়?

আঙুল

ঠোঁটে তার রোদ খেলে কানামাছি
চোখে তার জল খেলে গোল্লাছুট,
চুলে তার দোল খায় ভালোবাসা
বুকে তার লেখা আছে চিরকুট!

এই মেয়ে স্বপ্ন দেখে অন্য ঘুমে,
সুখ খোঁজে একাকী আঙুল চুমে।

ঘুম ভাঙাবার গান

আমি আসি নি, পাঠিয়েছেন তিনি
জাতির ভাঙাতে ঘুম,
আজ নাইবা জাগলো, কোনোদিন
জাগার পড়বে ধুম।

এই ঘুম ভাঙাবার গান লিখে
রেখে যাবো আমি দেশে,
গান শুনে ঘুম ভেঙে গেল 'ওরা'
জাগবেই বীর বেশে।

আমাকে নিয়ে কবিতা

ইদানিং আমি বদলে গেছি। শেকড়ের সন্ধান পেয়েছি স্বদেশের বুকে
মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সাহসটুকুর আলপথ পেয়ে গেছি আজ
হেঁটে যাবো জীবনের বহুদূর পথ, পিছে পড়ে রবে ব্যর্থেতিহাসের

স্বপ্ন। মানুষের মধ্যে দিয়ে জেনে নেবো, বীর বাঙালির আত্মপরিচয়
স্বদেশের মৃত্তিকা ও মানুষের মাঝে আমাকে বিলিয়ে দেবো দেশপ্রেমে

মুক্তিযুদ্ধের সময় জন্মেছি, তখন আমার বোধহীন বয়স, মনে নেই
কিছুই মনে পড়ে না, তবে যখন নয় বছরের বালক এই আমি
জয়বাঙলা শ্লোগান দিতে শিখেছিলাম, তখন দেশের নাম বাংলাদেশ
কৈশোরে তাই সাতই মার্চের দেয়া শেখ মুজিবের বজ্রকণ্ঠের ভাষণ
শুনেই বুঝেছিলাম, আমাদের জন্য স্বাধীনতা কেন অনিবার্য ছিল?

বড় হলাম, রাজনীতির অনেক চড়াই-উৎরাই দেখলাম, স্বদেশভূমি
জাতির জনকের রক্তে রঞ্জিত হলো। খুনীরা রাজকেদারা দখল করলো
জঘন্যতম হত্যার বিচারের বাণী কেঁদে চললো পবিত্র সংবিধানের
পাতায় শৃঙ্খল বন্দি হয়ে। একুশ বছর এই কলঙ্কিত কষ্ট নিয়ে
বেঁচেছিল বারো কোটি বাঙালির বুক। খুনীরা আজ ধরাশয়ী বিচারে—

গ্রাম্য বধূর ঘোমটার মধ্যে লুকানো আমার সরল মায়ের মুখখানাকে
আজো দেখতে পাই। কোনো এক গ্রামে মেঠোপথে থমকে দাঁড়াই, হারাই
মায়ের কোলজুড়ে থাকা স্নেহ-ভালোবাসার উৎপাতে বর্তমানের সুখ
কোথায় আমার মা, স্নেহময়ী মা? যে রমণী কোনোদিন আমার বাবার
অবাধ্য ছিলেন না, মা ছিলেন সরল বাবার গভীর প্রেম-ভালোবাসা

আমি আজ আমার পরিবার, সমাজ, দেশ থেকে ওঠে এসেছি, পৃথিবী
আমার নিবাস। আমি পৃথিবীর মানুষ। মানবতার জয়গান গাই
তাই আমার ভেতরে মানবিকতার আরেক মানুষ বসবাস করে
জয় মানুষ, জয় পৃথিবী, তোমাদের গভীরভাবে ভালোবেসেছি আমি।

ক্ষুধা

ক্ষুধাকে বারণ করি উদরে এসো না
তুমি না এলেই হয়ে যাবো লোভহীন
মহাপ্রাণ, পৃথিবীর জন্য করে যাবো
মহাকর্ম। সে কর্মের ছোঁয়া পেয়ে সত্যি
মানুষেরা হয়ে যাবে অহিংসের গান

তবু ক্ষুধা আসে, মুঠো দুই অন্ন পেলে
চলে যায়। ক'ঘন্টার ব্যবধানে ফের

ফিরে আসে উদরের অনুভূতিজুড়ে
এই ক্ষুধা মানুষের অনাবিল স্বপ্ন
চোরাপথে নিয়ে যায়, মানুষেরা কাঁদে
ক্ষুধা তবু বোঝে না যে মানুষের কষ্ট
আলো যায় অন্ধকারে একাকার হয়ে
ভালোবাসা পালায় যে মধ্যরাতে একা

ক্ষুধা তুমি আর এসো না কখনো পেটে!

রক্ত মাংসের মানুষ আমি

রক্ত মাংসের মানুষ আমি তবু তোমাদের মনে
আমার মনুষ্যপনা নিয়ে ওরা ষড়যন্ত্র করছে
মানুষের অধিকারটুকু ওরা দিচ্ছে না ফিরিয়ে
জীবনটা বিষময় করে তুলছে, রাখো কী খবর?

আমি ওদের বিষদাঁতগুলোর বিষ তুলে নিতে
আজো আছি বেঁচে। শোনো, মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে
ষড়যন্ত্রকারীর মুখোশ উন্মোচন করে যাবো
আমি মানুষ ছিলাম খাঁটি-বৈধ বীর্যে জন্ম নিয়ে
অসহায় মানুষের আর্তনাদ এই শুনতে পাচ্ছো কি?
জন্মপরিচয় নিয়ে ওরা স্বার্থে মেতেছে ষড়যন্ত্রে
প্রাণ যায়, প্রতিভার কর্ম করার সময় নষ্ট
হয়ে যায়, কার ক্ষতি, কারা দায়ী, কারণ খোঁজো কী?

জাতি শোনো, তোমাদের কাছে বিচার দিলাম আমি
ষড়যন্ত্রকারীকে চিহ্নিত করো, নাকি অন্ধ রবে....?

আমাদের দাবি

আমাদের আটপৌরের জীবনযাপন
মুক্তি চায় কার আছে? শৃঙ্খল বন্দির
গ্লানি নিয়ে বেঁচে আছে। স্থান-কাল-পাত্র

অনুকূলে ছিল তবু অনাবিল স্বপ্ন
শোষণের গ্যাড়াকলে হারিয়েছে পথ

যেই দেশে জনগণ সর্বহারা থাকে
সেই দেশে দুঃশাসনে গণতন্ত্র কাঁদে

মুক্তি চাই, বাঁচতে দাও—আমাদের দাবি!

ঘুষ

অফিসপাড়ায় গেলে দেখি, ঘুষে
চলে সত্য-মিথ্যে গাড়ি। দেবেন না ঘুষ
আপনার সত্য গাড়িটাও যে চলবে না!

রাজধানীর দূষিত পরিবেশটা ছেড়ে
গ্রামে যাবেন, সেখানে গ্রাম্য টাউটেরা
সরল চাষীর গোলা শূন্য করে চেটে
নেতাপাড়ায় যাবেন, দেখবেন আপনি
আপনার অধিকার বিদেশী প্রভুর
কাছে সস্তা মূল্যে বিক্রি হচ্ছে প্রতিদিন

রাস্তাঘাটে বেরোলে দেখবেন, ঠকবাজেরা
ঠকাচ্ছে মানুষ, সন্ত্রাসীরা অস্ত্র ধরে
প্রাণ কাড়ে, হতভাগা লাশ হয় মর্গে?

আরেকটু এগোলে দেখবেন, দিবালোকে
প্রকাশ্যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঘুষ গ্রহণে
ব্যতিব্যস্ত আছে ট্রাফিক পুলিশ, তবু
আপনি বলবেন কেনো, ভালো আছি বেশ!

যুবকেরা

যায় হেঁটে যুবকেরা পতনের কাছে
আমাদের সব ছিল, আজো সব আছে
তবু কেনো যুবকেরা অন্ধ পথে হাঁটে,
প্রেমময় পৃথিবীর অভিন্নতা কাঁটে

জাগলে প্রেম হবে মানবতাবাদী
অন্ধ পথ ছেড়ে হবে তীব্র প্রতিবাদী।

দরোজা

দক্ষিণের দরোজাটা বন্ধ
কাঁদে দেশ কোন্ শোকে বলো?
বাতাসে যে লাশটার গন্ধ

উত্তরের দরোজাটা খোলা
প্রিয়জন হারাবার শোক
কোনোদিন যাবে না তো ভোলা!

বেশ সুখে বেঁচে আছি, দেখো
কবি, শিল্পী, মহাকাল শোনো
বাঙালির শোকগাঁথা কী লেখো?

জেগে ওঠে বুকজুড়ে শোক
কার জন্য অশ্রু ঝরে আজো?
কাঁদে কেনো বারো কোটি লোক?

মানুষ

বদলে যায় মানুষের সৃষ্টি সূত্রগুলো
শুধু বদলালে না তুমি, হৃদয়ের পর্বে
ভালোবাসা বুনে যাও কৃষকের মতো
মাটি আমি ভালোবাসা বুকে ধরে রাখি
প্রেম বৃক্ষলতা হয়ে বেড়ে ওঠে বুকে
ফল দেয়, ছায়া দেয়, তৃপ্ত হই আমি

আজকালের সবকিছু বদলে যাবে দেখো
জানি শুধু বদলাবে না কখনোই তুমি!

কয়েল

কয়েলের ধোঁয়া দেখে মশক পালায়
রাতে তাই দরিদ্রেরা কয়েল জ্বালায়।
কে আছেন বিদ্রোহের কয়েলটা জ্বেলে
দিয়ে যান শোষিতের ঘরে রাত এলে!

ওরা যদি জেগে যায় শোষক পালাবে
মিথ্যের বেসাতি সব, নিঃস্বেরা জ্বালাবে।

কবি ও শ্রোতা

অনুষ্ঠান শেষ হলো। কবিতার শব্দে
আমাদের অনুভূতি ভেঙে টুকরো হলো
কবি তার স্বরচিত কবিতার ছন্দে
ভেঙে দিলো শোষকের বিষদাঁতগুলো

জেগে উঠলো শ্রোতা সব ক্ষণিকের জন্য
মনে হলো অনুষ্ঠান শেষ হলে আজ
ছুটে যাবে শোষকের অস্থি-মজ্জা ভাঙতে
কার্ফ্যু ভঙ্গ করে হবে তারা হামলাবাজ!

শ্রোতা সব ফিরে গেল নিরাপদ গৃহে
কবিতার শব্দ-ছন্দ ভুলে গেল সব
জীবনের নানা ঘাটে বাঁধা পড়ে তারা
কণ্ঠে নিলে না তো তুলে বিদ্রোহের রব

তবু কবি লিখে যায় চেতনার শব্দে
শোষিতের কষ্টগুলো কবিতার ছন্দে!

তেলাপোকা

বাংলাদেশে ক'হাজার তেলাপোকা আছে
গুনে বের করবে কারা? তেলাপোকা খায়

কাগজের নোটগুলো। জনগণ হয়
রক্তশূন্য, হাড্ডিসার। মহাকাল তবু
জেগে উঠলো না কখনো জনতার বুকে
ধুঁকে ধুঁকে কষ্টে মরলো লক্ষলোক দেশে!

তেলাপোকা শোষিতের কান্না শুনে হাসে
জনপদে নিরাপদে হাঁটাচলা করে
বারো কোটি ভাগ্য কাটে, কষ্ট নেমে আসে
নলুয়ার শেখ-গৃহে। বণিতার চোখে
অন্ধকার ভবিষ্যত ভেসে ওঠে বলে
শিশু নাতী কোলে নিয়ে বলে যায়, খোদা
বানভাসা বাংলাদেশে জল নেই কেনো?
সুখ ছিল সেই দেশে সুখ নেই কেনো?

অফিসের কেদারায় তেলাপোকা বসে
সিগারেট ফোঁকে আর কাগজের বুকে
জিভ রেখে চেটে খায় রাজ্য মধু ওরা
ফারাক্কার বাঁধ চেটে মরুভূমি করে
পদ্মা নদী, চর জাগে বছরের মাঝে।

তেলাপোকা ভালো আছে কাগজের সুখে!

তুমি সুখে আছো বেশ

সোনার চামচে খাও রাজকেদারায় বসে?
তারপরও তুমি মঞ্চ ময়দানে আমাকে বলো
'আমি তোমাদের লোক, তোমাদের সঙ্গে আছি
নির্বাচন এলে আমাকে শুধু ভোটটা দিও'—

তোমার কথার কোনো মিল পাই নি তো আমি
নেতা এতোকাল তুমি ধোঁকায় কিনেছো ভোট
শোষণ করেছো বাংলাদেশ, বুঝিয়েছো ভুল
এবার বুঝেছি সব, হিসেব দিতে হবেই।

স্বদেশের ধোঁকাবাজ সব নেতা-নেত্রী শোনো
শোষণ করেছো এই অবুঝ আমাকে কেনো?

আমার হৃদয়ে আঁকা দরিদ্রের বাংলাদেশ
আমাকে ঠকিয়ে নেতা তুমি সুখে আছো বেশ!

লোকটা

প্রতিদিন লোকটাকে দেখে মনে হয়
বাংলাদেশ ক্ষুধা আর রোগ নিয়ে বাঁচে
হাড্ডিসার দেহ তার জানালো কি জানো?
দেহে ক্ষুধা আর রোগ সারারাত নাচে!

জাগে লোক, রোগ শোক হয়ে যায়
বেদনায় নীল হয় হাড্ডিসার দেহ,
অন্ধকার ভবিষ্যত দু'চোখের কোণে...
অভাবের অগ্নি জ্বলে, পুড়ে গেছে দেহ!

তার কথা ভাবে না তো রাজকেদারা আজ
ভুলে আছে, অথচ এ লোকটার জন্য
পেয়েছে সে ক্ষমতার চাবিটাকে হাতে,
লোকটাকে কষ্ট দিয়ে রাজকেদারা ধন্য!

বাংলাদেশে

বাংলাদেশে কোন্‌কালে গণতন্ত্র ছিল?
আজো দেখি, আমাদের দিন-রাত কাটে
নিরাপত্তাহীনতায়, মানবাধিকার
ভুলুণ্ঠিত স্বৈরতন্ত্রে। আমাদের মুক্তি
আসে নি স্বৈর সরকার উৎখাত করেও!
এ কেমন রাজকেদারা, জনতার কষ্ট
বোঝে না, শুধু নিজেকে গড়ে চিরস্থায়ী
ধনতন্ত্রে। অর্ধাহারে জনতার হাড়
সার শূন্য হয়ে যাচ্ছে শোষণের দাঁতে
আতে আজ ক্ষুধা আর রোগ-শোক-জ্বালা

আটষট্টি হাজার গ্রামে কৃষকের ঘরে
দাউদাউ করে জ্বলে ক্ষুধার আগুন

কে নিভাবে সে আগুন? কৃষকের বুকে
বিপ্লবের স্পর্ধা জেগে উঠছে রাজকেদারা
প্রাপ্য অধিকার পেতে রাজপথ কাঁপিয়ে
শহরমুখী হবেই কৃষকেরা আজ

এই দেশে কোন্‌কালে শাসনতন্ত্রের
বদৌলতে এসেছিল আইনের শাসন?
বিচারের বাণী কাঁদে শোষিতের বুকে
রাজাকার রাজনীতিক, মুক্তিযোদ্ধা তুচ্ছ
তারামন অস্ত্র রেখে এতোটাকাল সে
বাড়ি বাড়ি ঝি'র কাজ করে বেঁচেছিল
তার মতো মুক্তিযোদ্ধা আরো কত লাখ
বেঁচে আছে অনাহারে খবর কে রাখে?

শ্রমিকেরা অধিকার পায় নি এখনো
দেবে বলে কত নেতা দেখিয়েছে স্বপ্ন
স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক আজ
ঘুষখোর-জোচ্চোর কর্তা, নেতাদের কাছে
জিম্মি আছে, দুঃশাসনে বাংলাদেশ কাঁদছে।

একালে সেকালে আমি

নরকের লক্ষ কোটি মানুষের সঙ্গে
জ্বলে পুড়ে কোটি-বর্ষ কষ্ট বুঝে নেব,
নরকবাসীরা হবে সেদিনের দুঃখী
একালে সেকালে আমি দুঃখীদের সঙ্গে
থাকতে চাই। স্বর্গ চাই না কখনো আমি
নরকবাসীর কষ্ট বুঝতে চাই প্রভু!

পৃথিবীর সব দুঃখী শোনো, তোমাদের
দুঃখ বুঝি বলে আমি দুঃখনাথ থাকি।

মানবতা

কন্‌কনে শীতে কাঁপে মানবতা আজ
লজ্জায় মুখরিত মানুষের লাজ।

ওখানে কে, দাঁড়াবে কি, কথা ছিল কত?
মানবিক গান গাবে কি পাখির মতো?
গান আর গান হোক মানুষের দাবি
মানবতা হোক আজ সততার চাবি

ওঠো, জাগো, বয়ে যায় সুসময় আজ
লজ্জায় মুখরিত মানুষের লাজ!

বিড়াল

ও বাড়ির বিড়ালটা ক্ষুধার্ত ছিল
একদিন দেখলাম, মরেছে বিড়াল
পড়ে আছে রাস্তায়। পঁচন গন্ধে
নাগরিক সুখ হচ্ছে গভীর আড়াল!

বিড়ালের ক্ষুধা আছে, মন আছে আর
মানুষের প্রতি প্রেম আছে সীমাহীন,
বিড়ালও মানুষের ভালোবাসা চায়
এই কথা বুঝেছি কী কেউ কোনোদিন?

দু'বিঘা জমিন পুনর্বার

তীরের ভাঙন দেখে কৃষক হতাশ
এই বুঝি তার ভাঙে দু'বিঘা জমিন?
বর্ষাকাল, জল থৈ থৈ। যমুনার তীর
জলে ডুবে যায় যায় ভাব, স্রোততোড়ে
ভেঙে যাচ্ছে বালুমাটি। কৃষকের চোখে
দুঃস্বপ্নের ছায়াপাত কানামাছি খেলে

ঘুমায় কৃষক নদী ভাঙনের কান্না
শুনে শুনে! তার বুক থেকে দীর্ঘশ্বাস
বেরোয়, হায় ঈশ্বর! কতকাল তুমি
আমাদের উদ্বাস্তের তালিকায় রাখবে?
ও কূল ভেঙেছো বলে এসেছি এ কূলে
সে কূল ভাঙলে কোথায় যাবো বলে দাও?

দিন যায় মাস যায় বছরের শেষে
কৃষকের ভাগ্যে বাসা বাঁধে দুঃখ এসে!

দেয়াল

ঝর্ণার গান শোনার দিন আজ নয়
দু'চোখ আঁধারে ঢাকা, দুঃশাসনে দেশ
বেশ কষ্টের ভেতরে দুঃস্বপ্নে নিমগ্ন
অফিসের ইট-বালু রক্ত চেটে খায়

রবীন্দ্রের জোসনারাত বিষয়ক গান
শুনে দিন কাটাবার ক্ষণ আজ নেই
ওসব অসংখ্যবার শুনিয়েছো শিল্পী
ভূপেন হাজারিকার মতো গাও গান
কেঁপে উঠুক রাজসভা, অধিকর্তা, শাস্ত্রী
ধসে পড়ুক শোষণ, মুক্তি পাক দেশ

কৃষকের ঘরবাড়ি উইপোকায় কাটে
তার হাড্ডিসার দেহে বিদ্রোহের সুর
বেজে ওঠে মধ্যরাতে আকালের দিনে
কৃষাণীর ঝাড় বলে, মেঠোপথ ছেড়ে
রাজপথে যাবো ভাতের অধিকার কাড়তে

শিশুরা ক্ষুধায় কাঁদে, কাঁপছে মধ্যরাত!

নজরুল বা সুকান্তের গান শুনে আজ
জাগুক মানুষ পথ থেকে রাজপথের
কঠিন শৃঙ্খলে, দেশ ভেসে যাক দ্রোহে
সকল দেয়াল ভেঙে গড়তে হবে ফের!

জল

জল কবে কানে শুনে কথা বলতে শিখবে?
অনায়াসে বুঝতে পারবে শোষিতের কষ্ট
সেদিন তুমি নীরব থাকতে পারবে না যে,
প্রতিবাদে নদী থেকে উপচে পড়বে পথে

শোষকের আস্তানায়, হাটে-ঘাটে, মাঠে
রাজপথের তপ্ত বুকে। তীব্র তোড়বাণে
ভেসে যাবে অন্যায়ের শক্তিশালী ঘাঁটি
শোষিতেরা মুক্তি পাবে দুঃখ-কষ্ট থেকে

পৃথিবীর শুরু থেকে শোষকেরা সুখী
চিরদুঃখী শোষিতেরা। কেন এই হয়?
জল আজ শিখে নাও মানুষের বোল
স্বর্গ করো অশান্ত এ পৃথিবীর কোল!

আমাকে রাঙাও সুন্দরে তুমি

আমি জেগে উঠতে চাই, জাগাবে কী তুমি?
না ঘুমো না জাগা কবি কষ্ট নিয়ে বুকে
পথ হাঁটতে গিয়ে খুঁজে পেয়েছি তোমাকে
হৃদয়ের কড়া নেড়ে কালঘুম ভাঙো!

তোমার হৃদয়ভূমে উর্বর মাটিতে
গজিয়ে ওঠা বীজের মতো বাড়তে চাই
গাড়তে চাই মনজুড়ে প্রেমের শিকড়
ভালোবাসার দরোজা খুলে দাও তুমি

তোমার স্বপ্নপুরুষ হতে চাই আমি
তুমি শুধু আমাকেই ভালোবাসা দেবে
তোমার চারপাশের প্রেমিক দেখুক
হিংসায় মরুক পুড়ে, জ্বলে ভস্ম হোক
আমি বীর প্রেমিকের মতো হেঁটে যাবো
তোমার আঙ্গিনা দিয়ে কায়েসের মতো।

২.
বিজ্ঞানীর মতো আবিষ্কার করেছি আমিও
ভালোবাসার একটি গ্রহ। যে গ্রহে তোমাকে
নিয়ে গড়ে তুলবো প্রেম বিষয়ক পাঠশালা
ছাত্র আমি তুমি আর কেউ নয় পৃথিবীর...

বিজ্ঞানীরা গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব পেয়েছেন।
সেখানে বাস করার জন্য মনুষ্য নিবাস

গড়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা অব্যাহত আছে
আমিও ভালোবাসার গৃহে গৃহবাসী হবো

আমি লজ্জাবতী বৃক্ষ নই, স্পর্শে লজ্জা পাবো
আমি ইহুদিও নই, প্রেমিক পাষাণ হবো
আমার ভালোবাসার গ্রহে সবুজারণ্যের
স্নিগ্ধতার ছায়া আছে। যে ছায়ায় বসে আমি
তোমাকে শোনাবো পূর্ব-পুরুষের গান
ভালোবাসা চিরকাল শিশুর মতন কাঁদে!

৩.
আঁধারকে চিনি আর তোমাকে চিনি
দু'য়ের সমান কর্মযোগ যদি বলি
ভুল বলবে এমন কে আছে এ দেশে?
আঁধারের ছায়া দেখি, কায়া নেই কোনো!

রহস্যের জট খুলে বেরোবে কী তুমি?
বুকদোরে বাসরের ইচ্ছে জেগে থাকে
স্বার্থান্বেষী হিসেবের ইতি টেনে তুমি
কবে এসে বলবে মুখে, কবুল কবুল
কাবিনের পাতা ভরে লেখা হবে নাম
ইচ্ছেটা দীর্ঘায়ু পাবে মিলনের সুখে

মাটির মানুষ আমি মাটিতে নিবাস
মাটির অস্তিত্বে আছে মমতার টান
আমাকে আঁধার থেকে দূরে নিয়ে চলো
সেখানে দু'জন হবো নক্ষত্রের আলো।

৪.
জোনাক পোকারা দেখি অন্ধকারে জ্বলে
আমার জোনাকী তুমি! জ্বেলে দাও দীপ
কবির আঁধার মনে, অন্ধকারে আছি
উদ্ভাসিত করো তুমি প্রেমের আলোয়

ভুল ব্যাখ্যা করেছিলে প্রথম বিরহে
দ্বিতীয় বিরহে হলে দারুণ কাতর

অকারণে ভুল বুঝে আমাকে কাঁদালে
সেই থেকে অন্ধকারে কেঁদে ভাসি কষ্টে

বিদ্যাপীঠ খোলা ছিল, এলাম ক্যাম্পাসে
খুব কাছে ডেকে নিলে, শেষে বললে তুমি
তোমার ভুবনে দীপ জ্বেলে দিতে চাই
প্রেমের তৈলজ ঢালো মনের গহীনে
অন্ধকার হবে দূর, আবার দু'জন
এক সঙ্গে হেঁটে যাবো বহুদূর পথ

৫.
আমি সকল সৌন্দর্য তোমার হৃদয়ে
দেখেছি বলে নীরবে ভালোবেসে যাই
প্রতিদান পাই বা না পাই তবু আমি
ভালোবেসে যাব চিরকাল কষ্টক্ষণে

কোনো একদিন হয়তো বা জেনে যাবেই,
প্রতিদান দিতে এসে মজে যাবে প্রেমে
এখন এলে ক্ষতি কি? হিসেবটা মিলবে
ভুল করো না রমণী ভালোবাসা দিতে
কলঙ্কের ভয় করে প্রেম করা যায়?
কলঙ্ক সে সমাজের সৃষ্টি, প্রেমের না
রমণী, তোমার প্রেমজয়ী হতে আমি
তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধকে করি না যে ভয়

তোমার হৃদয়ে সুন্দরের স্বপ্ন-হবো
সুন্দরের পোষ মানে প্রেমিকের মন।

৬.
চোখের কর্ণিয়া নয় প্রেমের কর্ণিয়া
রমণী, কোথায় পাবো? সন্ধান কী দেবে?
যে কর্ণিয়ার সাহায্যে পৃথিবীকে নয়
আমৃত্য তোমাকে দেখবো প্রেমিকের চোখে

নাগরিক কোলাহল ছেড়ে ছুটে যাবো
তোমার কাছে স্বপ্নের পঙ্খীরাজে চড়ে

পেরিয়ে সবুজ মাঠ দু'জন সেদিন
ঘুরে বেড়াবো অরণ্য নিবাস চুনিয়া,
পাখির কুজন শুনে শিখবো প্রেমী বোল
তোমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলবো—
একটা কর্ণিয়া দাও, অরণ্য নিবাসে
উর্বর মৃত্তিকা খুঁজে প্রেম বুনে যাবো

তুমি আমার চোখের কর্ণিয়া হও
মধ্যমণি হয়ে থেকো প্রেমিক চোখে

৭.
জলের তৃষ্ণা কী প্রেম দিয়ে মেটে, বলো?
প্রেমের তৃষ্ণা কী জলে মেটে কোনোদিন?
প্রেমের তৃষ্ণার্ত আমি; প্রেমী জল দাও
পান করে শ্রান্ত হবো দীর্ঘায়ুর দেশে

তোমার কাছে প্রেমের জল আছে সখি
এক ফোঁটা পেলে পান করে ধন্য হবো
ভিসুবিয়াসের জ্বালা বুকজুড়ে জ্বলে
বরফ দেশের কন্যা নিভাবে কী লাভা?

সংসার বিবাগী রাজা প্রেমের কাঙাল
দেশান্তরী রাজপুত্র তবুও কী পেলো
রাজকন্যা মিথিলার প্রেমের স্বীকৃতি?
রাজপ্রাসাদের প্রেম বিরহে কেঁদেছে

কৃষকের পুত্র আমি, রাজপুত্র নই
তৃষ্ণায় চৌচির বুক, প্রেমী জল চাই।

৮.
শুনুন বিজ্ঞানী, আমি আপনাকে খুঁজি
রমণীর মনচেনা ওই কম্পিউটার
আবিষ্কার করুন। সে যে রহস্যময়ী
আমি তাকে চিনতে পারি না কখনো কেন?

অন্ধকার রাত নাকি রমণীর মন?
কিছুই যায় না দেখা, সেখানে এখন

কেউ আছে কিনা নেই, কে গেলো, কে এলো
কীভাবে উদ্ধার করি, কোন্ যন্ত্র দিয়ে?

যাকে আমি ভালোবাসি, সে রহস্যময়ী
বুঝি না, সন্দেহ বাড়ে। শুনুন বিজ্ঞানী
কী এক রহস্যমুখী স্বভাবে রমণী
পথ হাঁটে, কথা বলে সুচতুর ভাষ্যে
তাতে শুধু ছলনার ভালোবাসা দোলে
আপনি পারেন আজ রহস্য ঘোচাতে!

৯.
তরুণ বয়স নিয়ে সমস্যাটা হলো
যাকে দেখি ভালো লাগে। ইচ্ছে করে শুধু
ভালোবেসে নিঃস্ব হই কায়েসের মতো
কোথায় আমার লাইলি, বৃষ্টি হয়ে এসো

পাহাড় কেঁদেছে শোনো সাহারার বুকে
আঁধার নেমেছে প্রেমে বিরহের দিনে
তবু এক পশলা বৃষ্টি নামে নি প্রেমের
কী কঠিন পরীক্ষায় কেটেছে প্রহর?

প্রেমের দিবানা আমি, প্রেম চাই শুধু
মনে হয় প্রেমহীন বাঁচার কী অর্থ?
তোমার প্রেমের জন্য এই জনপদে
গড়েছি নিবাস। সেই অপরাধে তুমি
পাঠাবে কী নির্বাসনে আফ্রীয় অরণ্যে?

রমণী, তবুও বলবো, বুকজমি তুমি
উর্বর করেছো প্রেমে, সৌন্দর্যের গানে!

১০.
রাজহংসী আসবে কবে জলে ভেসে ভেসে?
রাজহাঁস অপেক্ষায় বসে আছে তীরে
বিলের কোথাও দূরে বক কিবা চিল
কচুরিপানার 'পর বসে থাকতে দেখলে
বুকের ভেতর প্রেম কথা বলে ওঠে

অপেক্ষার পালা বুঝি আজ শেষ হবে?
তবু আসে না কখনো অপেক্ষার ধন
চন্ডীদাস স্বপ্ন দেখে, রাজহংসী আসবে...

তারুণ্যের আয়োজন সব বৃথা যায়
সিগ্রেটের মতো জ্বলে অনিঃশেষ ইচ্ছে
কচুরিপানার নিচে খোঁজে কৈশোরের
ভালোবাসা কিশোরীকে। পরক্ষণে ভাবে,
ভেসে ভেসে সে এখন ভিড়িয়েছে পানসি
অন্যঘাটে। যে ঘাটের ঠিকানা অজানা।

১১.
টেলিফোনে বললে তুমি, ভালোবাসা কেঁদে
চোখ-মুখ ফুলিয়েছে মিথিলার মতো
কবি শেক্সপিয়রের ভেতরটা ছিল
প্রেমের কাঙাল, তাই পৃথিবীর বুকে
ঝড়, বৃষ্টি কিবা খরা মৌসুমে একাকী
হেঁটেছেন দীর্ঘপথ বরফের দেশে
ষড়ঋতুর এ দেশে আমি দীর্ঘপথ
হেঁটে পৌঁছে যাবো সখি তোমার সকাশে

অন্ধত্ব অগ্রাহ্য করে মিল্টন লিখলেন,
মহাকাব্য। বায়রনের কষ্ট ছিল তবু
সুখী ছিল তার পদ্য। নজরুলের কিবা
সুকান্তের খুনি ব্যাধি কেড়েছে সর্বস্ব
তবু ওদের কবিতা কথা বলে আজো

মৃত্যুঞ্জয়ী করো তুমি ঘাসফুলের দেশে!

১২.
থেমে গেল পথহাঁটা, দাঁড়ালাম সখি
তুমিও কী থামবে? আমি গোপন প্রেমের
ইচ্ছেটাকে বারেবার বলি, ধৈর্য ধরো
তোমার মানসী হয়ে আসবে ধরা দিতে

অনিন্দ্যসুন্দর তুমি প্রেমী দৃষ্টিপটে
কল্পনা বিলাসজুড়ে তোমার প্রবেশ

হাজার রাতের সুখ মেঘের মতো
গর্জন করে না সখি তোমার অভাবে
আমার উপর সূর্য, প্রচণ্ড উত্তাপে
লোমশ শরীর ঘামে বিরহের টানে
হৃদয়ের বেড়িবাঁধ ভেঙে যায় বানে
ভাঙা বুকে রবীন্দ্রের গান বাজে তবু

দাঁড়াও, আমাকে বলে দাও, কতকাল
প্রেমের যমুনা তীরে ঢেউ গুনতে হবে?

১৩.
তোমার হৃদয় পেতে প্রেমপালক যাবে
অরণ্যালয়, তুমি তো ছায়াঘেরা বৃক্ষ
বুকের জমিনে তুমি গেড়েছ শিকড়
আমার উপায় নেই প্রেমের অরণ্যে,

যেখানেই যাচ্ছি আমি, তোমার শিকড়
বুকজমি ধরে টানে; ফিরে আসি তাই
তোমার আদলে দ্রুত অবুঝ প্রেমিক
হৃদয়ের ইচ্ছেগুলো পেতে চায় কাছে

দোকানীরা অর্থ পেলে বিনিময় করে
দ্রব্য, শুধু বেহিসেবি মনটাকে আমি
দিয়েছি তোমার মন না পেয়েও বৃক্ষ
বৃষ্টি নামে দু'চোখের অরণ্য প্রবাসে

তোমার হৃদয় পেতে ব্যাকুল প্রেমিক
কড়া নেড়ে যায় আজো অসময়ে নিত্য।

১৪.
বেলিফুল মালা গেঁথে কাকে দেবে তুমি?
দরোজাটা খুলে দেখো, কে দাঁড়িয়ে আছে!
তোমাকে কী দেবে লিজ প্রেমিকের কাছে?
তোমার প্রেমের নির্বাচনে প্রার্থী আমি।
নির্বাচনে ইচ্ছেটার রায় কাকে দেবে?
বিরোধ মীমাংসা হয়ে যাক আজ সখি

ফলাফল ঘোষণায়। কেটে যাক ভয়
উর্বরতা ফিরে পাক শুষ্ক বুকজমি

প্রেমের নিবিড় টানে চাষা হবো মাঠে
তোমাকে আবাদ করে প্রেমের মৌসুমে
ফসল ফলাবো কোলে বুকভরা প্রেমে
আগামী দিনের স্বপ্ন সুখে যাবে ভরে
নীলকষ্ট উড়ে যাবে ডানা মেলে দূরে
প্রেম হবে মুখরিত মিলনের সুরে।

১৫.
ঝড় থেমে গেলে তুমি ভালোবাসা দেবে
ও রকম ভালোবাসা চাই না কখনো
আজই দিলে চাই আমি সেই ভালোবাসা
ষড়যন্ত্র ঝড়ে মন ভেঙে গেলে কিবা
মনোঠোনে ঝড়ে প্রেমপাখি মরে গেলে
এসো না তখন তুমি; এলে আজই এসো
এখনো ভেঙে যায় নি প্রেমিকের মন
মরে নি প্রেমের পাখি ঝড়ের কবলে

স্বার্থ খুঁজো না এখন, প্রেমিকার গুণে
উদ্ভাসিত হও প্রেমে। আমাকে বাঁচাও
ঝড়ের কবল থেকে। চিরকাল আমি
তোমার স্বপ্নপুরুষ হয়ে রয়ে যাবো
তোমাকে রাঙাবো প্রেমে, ছোঁয়ায়, চুম্বনে

ঝড়ে এসো ভালোবাসো অবুঝ আমাকে।

১৬.
তোমাকে জানাতে চাই, না জানালে স্বপ্ন
ভেঙে যাবে দু'জনার। ভাঙা মনে তুমি
অনুতপ্ত হয়ে বলবে, ভুল বুঝে কেন
দু'টি মনে এত কষ্ট বেধেছে নিবাস?

তোমাকে বেসেছি ভালো, ওরা বুঝে গেলে
বিরুদ্ধে ছড়াবে নানা মিথ্যে অপবাদ

হয়তো না বুঝে তুমি ভুলে ভরে দেবে
নিষ্পাপ প্রেমিক মন। তাতে কষ্ট পাবো

ওরা কোনো ভালো চায় না আমার, জেনো,
আমার জীবন করে দিয়েছে বিষময়
ওদের চক্রান্তে আজো কারো পাই নি মন
সবাই ওদের কথা করেছে বিশ্বাস

ওদের থেকে সাবধান থেকো মায়াবতী
আমাদের ভালোবাসা দীর্ঘজীবী হবে!

১৭.
ওরা বড় স্বার্থপর ছিল বলে ঠকলো
নিদারুণ অবহেলা করেছে আমাকে
আমি খুন হয়ে যাবো, খুনীরা লেগেছে
পিছু আমার শত্রুর প্রভাবে, অথবা
কোনোদিন প্রতিষ্ঠিত হবো না স্বকর্মে
তাই ওরা ঘর বাঁধলো অন্য পুরুষের
হৃদয় গ্রহণ করে! ভুলেও একবার
তাকালো না, ভালোবাসলো না আমাকে ওরা

বিরহের দগ্ধ কষ্ট নিয়ে হেঁটে যাই
বহুদূর পথ আমি। উজ্জ্বল জীবনে
তোমাকে পেলাম খুঁজে। ভালোবেসে তুমি
চিরস্থায়ী উজ্জ্বলের কাছে নিয়ে যাবে
তখন আমার হবে প্রত্যাশা পূরণ

ওদের মতন তুমি ঠকো না সুকন্যা!

১৮.
তোমার খোপায় গুঁজে দেবো দু'টো নয়
পাঁচটা গোলাপ। তুমি অভিমান ভেঙে
স্বপ্নকন্যা হবে কবিতায় এবং গানে
আমার আত্মায় আছ রহস্যের প্রেম

তোমাকে সবচে' ভালো লেগেছে আমার
এখন মধুপুরের অরণ্য, অথবা

রূপবতী চট্টলার পাহাড় পর্বত
কিছুই ভালো লাগে না তোমার বিরহে
ভালো লাগে শুধু আজ তোমার দু'চোখ
দু'ঠোঁটের মিষ্টি হাসি আর না বলার
রহস্যের ভালোবাসা। তোমার বুকের
দখিনা জানালা-ধারে আজন্মের জন্য
এক চিলতে ঠাঁই দিও, ওখানে দাঁড়াবো
তোমাকে রাঙাবো, ঘুম ভাঙাবো চুম্বনে।

১৯.
তুমি বৃক্ষ হলে আমি হবো সমীরণ
নিশিথে তোমাকে এসে জাপটে ধরতে পারবো
প্রেমের শীতল স্পর্শে ফলবান হবে
আমি নিরাকার হবো আধাঁরের দেশে

আমার প্রেমের কুঞ্জ আঙিনায় কেউ
দাঁড়ায় নি, তাকায় নি ফিরে মুখপানে
সকলেই পার্বতীর মতো অন্য ঘরে
চলে গেছে পদচিহ্ন রেখে কষ্টজুড়ে

তুমিও কী সকলের মতো দাঁড়াবে না
তাকাবে না মুখপানে। অবহেলা করে
আমার প্রেমের গান শুনেও শুনবে না
অপমান বুকে নিয়ে বেঁচে আছি আমি

ছোট বড় সব নদী সাগরেতে মেশে
তোমার সাগর আমি, মিশে যেতে এসো।

২০.
তোমার শরীর হবে সামুদ্রিক মুক্তা
যখন তোমাকে পাবো একান্ত বিবরে
নদীর ভাঙন শুরু হবে বুকদোরে
ঝড় উঠবে আলো ঘরে স্বপ্নময় দিনে

কবে পাবো স্বপ্নকন্যা তোমার দর্শন
অপেক্ষা করেছি আমি আটাশ বছর

ধৈর্য মানে না, তারুণ্য খোঁজে মায়াবতী
দীঘল রাতের কষ্ট কুরে খায় সুখ

জীবনের জোস্‌না জ্বলে ওঠে এ শরীরে
মাধ্যম তোমার নগ্নতাকে যদি বলি
একটুও বাড়িয়ে বলা হবে না। তোমার
নগ্নতা আমাকে জোস্‌না ঘরে নিয়ে যাবে

মায়াবতী অন্ধকারে দেখবো না তোমার
সৌন্দর্য, শরীর ছুঁয়ে ভালোবাসা চাবো।

২১.
বিদর্ভ অন্তরে তুমি মাকড়শার মতো
প্রেমাত্মার জাল বোনো আমার অজান্তে
অনুভূতির জলজ জানালো আমাকে
সেখানে ফেলেছ জাল প্রেমিককে তুমি
করতে বশীকরণ। না, সহজে দেবো না
তোমাকে প্রেমের দ্রাক্ষারস। পেতে হলে
এসো প্রেমতলা ঝোপে, ইচ্ছেটার টোপে
আগে তুমি ধরা দেবে, তারপরেই আমি

আমাকে জেনেছ বলে ভালোবাসো জানি
তোমাকে পুঙ্খানুভাবে জেনে ধরা দেব
আজো যার চোখ কিবা দু'ঠোঁট দেখি নি
বিশ্বাস করি না তাকে, ছুঁয়ে দেখে নেব
জেনে যাব সে কী ফল, না, মাকাল ফল?

অনেক কথার ভিড়ে বিদর্ভ অন্তরে
থাক, সে কী তুমি কন্যা? এসো বুকদোরে

২২.
সীমান্ত পেরিয়ে যাবো প্রেমিকার দেশে
প্রেম কোনোদিন মানে না সীমান্তরেখা
তুমি প্রেম, আমি মুক্তি—হে ভিনদেশী কন্যা
তোমার প্রেমের টানে দেশান্তর হবো

মেঘ জমে ঘন হলে বৃষ্টি জল ঝরে
তেমনই প্রেম ঘন হলে দ্রোহী হয়
সীমান্ত রেখার বাঁধা, গুলি, মৃত্যুভয়
বুকে নিয়ে হেঁটে যায় অনির্দিষ্ট পথে
তবু কষ্ট থাকে বুকে, ফুরায় না দেখি
বেহিসেবি মনটাকে কী বোঝানো যায়?

আমার শরীর থাকে বাংলাদেশে, আর
মনটা হঠাৎ ছোটে কলকাতা শহরে
নেতাজী সুভাষ রোডে বাস করো তুমি
আমার অবুঝ মনে, বাংলাদেশে আছো!

২৩.

সুনয়না, ঘাসফুল মাড়িয়ো না তুমি
ঘাসফুল দুঃখ পেলে প্রিয় জন্মভূমি
রক্তে স্নাত হয় নূর হোসেনের লাশে
আমাদের গণমুক্তি তবু কী সে আসে?

সুনয়না, তুমি শান্ত হও মেঠোপথে
রাজপথের দাবি নিয়ে দ্বন্দ্ব কার সাথে?
মেঠোপথে রক্ত ঝরলে মধ্যরাতে দেখো
বাঙ্গালাদেশ কাঁদবে, ইতিহাস থেকে শেখো।

চারদিকে হাহাকার সন্ত্রাসের রাজ্য
সরকারি কার্যালয়ে অনিয়মি কার্য,
স্বাধীনতা কেঁদে ফেরে, স্বৈরাচার জানে
বুটের আওয়াজে আজ ভয় জাগে প্রাণে।

সুনয়না, আজ ঘাসফুলে জল ঢালো
জনতার ঘরে পৌঁছুক মানবিক আলো।

২৪.
দাঁড়ানোর ভঙ্গিটাকে উপমার ধাঁচে ফেলে বলি
তুমি শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী সুনয়না! আমাকে এভাবে
মুগ্ধ করলে, সংসার বিবাগী হয়ে পেতে চাই কাছে
তোমার দু'ঠোঁট আর নিতম্বের সম্মুখটা সখি!

লতাপাতা রং-এর শাড়িতে বেশ মানিয়েছে বলে
মনে হলো, তুমি বনলতা নও, মোনালিসা নও
আমার ভালোবাসার প্রিয়মুখ, প্রিয়সখি তুমি
তোমার শরীর ছুঁয়ে ধন্য হবো মধ্যরাতে একা!

অবাধ্য যৌবন বোঝে না কখনো নিষিদ্ধের ফল
খেয়ে আদম ও ইভ আদিপাপে ডুবেছিল আর
কেঁদেছিল বিরহের যন্ত্রণাকে বুকে নিয়ে, তাই
ভালোবাসা বুঝে গেছে সকলেই যৌবনের দিনে

তুমি সখি নিষিদ্ধের ফল, তবু খাবো, দুঃখ পাবো
কেঁদে যাবো বহুকাল, আদমের উত্তরাধিকার

২৫.
দু'ঠোঁটের 'পর তুমি পৃথিবীর মোহ
বন্দি করে রেখে দাও মিষ্টি হাসি হেসে
আমার দু'ঠোঁট কেঁদে যায় মিথ্যে লোভে
তুমি স্বপ্ন হয়ে থাক চাওয়া পাওয়া ঘিরে

কাল রাতে ঘুমাই নি, অনুভূতিজুড়ে
তোমার দু'হাত আর দু'ঠোঁটের ছোঁয়া
বিরহের পূর্ব দ্বার দিয়েছিল খুলে
অতীতের উষ্ণবায়ু হয়েছিল সঙ্গী
তোমার বুকের ডানপাশে তিল আছে
প্রতিদিন দেখে যাই চোখ বুজে, তবু
ফুরায় কী ইচ্ছেটুকু। ইচ্ছে হয় তিলে
চুমু দিয়ে বলে দিই, ভালোবাসি খুব।

চিকচিক দু'ঠোঁটের ভালোবাসা ডাকে
খুব কাছে, চুম্বনের নিবিড়তা থেকে।

২৬.
না হয় রমণী তুমি ঐশ্বর্য পাবে না
ভালোবাসা পাবে, সুখী হবে রজকিনী
চন্ডীদাস হয়ে আর কতকাল আমি

অপেক্ষায় ক্ষণ গুনবো বিরহের দিনে
যৌবনের সুসময় একা কেটে যায়
তুমি এলে সঙ্গ পাবো, নিঃসঙ্গতা যাবে
আমাকে শোনাবে গল্প, বিলি কেটে দেবে
সুখের ছোঁয়ায় আমি ঘুমাবো নিঃশব্দে

কবিতার কান্না শোনো কী গহীন রাতে?
গানের কান্নার ভাষা বোঝো কী রমণী?
কবির মঙ্গল অহঙ্কার, বুঝে নাও
ওখানে প্রেমের ফুল ফুটেছে গোপনে

তোমার মাঝে আজন্ম ভালোবাসা খুঁজবো
তুমি কোথায় রমণী ধরা দাও প্রেমে।

২৭.
শিকড়ের সন্ধানে বের হয়ে যাবে
পথথেকে পথে, দূর থেকে বহুদূরে
চেনা গাঁ'র আলপথ ধরে হেঁটে গেলে
তুমি দেখা পাবে তার। শিকড়ের খোঁজ
পেয়ে যাবে ভালোবাসা-চিন্তার ভাঁজে
আজকাল শিকড়ও মাটি থেকে ওঠে
আসে খোলা আকাশের উত্তর দেশে
চলে যাও উত্তর দেশে ভালোবাসা?

এক এক করে চলে গেছে সব পাখি
খাঁ'খাঁ করে ধুলোমাঠ, স্মৃতি কেঁদে ফেরে
কবে ফিরে পাবো সেই জীবনের সুখ?
বুকজুড়ে ভালোবাসা তোলপাড় করে
সে এলেই চাইব হিসেব দিতে হবে
বলবে সে, ভুলগুলো ক্ষমা করো, তবে....

২৮.
দেখে যাই সুখ পাই বিরহের মাঝে
ভাঙে নদী চর জাগে বেদনার তীরে
শুধু তুমি ছায়া হয়ে চারদিকে থাক
ভালোবাসা কষ্ট দেয় বুক চিরে চিরে

ভাবনায় যাতনায় মন নেই কাজে
পলাতক রাজহংসীকে খুঁজে ফিরি তাই
আড়ালের অবস্থান থেকে তুমি ডাকো
পাবো দেখা, হবে কথা, দ্রুত ছুটে যাই

কিন্তু ব্যথা ভরা মন নিয়ে ফিরি গৃহে
সারারাত জেগে থাকি বুকে কষ্ট নিয়ে
ভালোবাসা সিগারেট হয়ে জ্বলতে থাকে
জ্বলে হই না নিঃশেষ। তুমি কষ্ট দিয়ে
কতটুকু লাভবতী হলে, বলে দাও
তানাহলে প্রেমিকের ভালোবাসা নাও!

২৯.
তরুণীর ঠোঁটে প্রেম, চোখে প্রেম আর
বুকে প্রেম, দেহে প্রেম কথা বলে তার
ফিরে আসি খুব কাছে, ছুঁয়ে দেখে বলি
কবি নাম দিলো, তুমি প্রেমী পদ্মকলি!
সকালের দূর্বাঘাসে বিন্দু বিন্দু জল
জমে থাকে, পা'র স্পর্শে হয় ধরাতল;
তুমিও কি ওই জলের মতো হয়ে যাবে?
দূর্বাঘাস আমি. থেকো, ভালোবাসা পাবে!

কাঙালের বুকজুড়ে আছো, থাকবে, ছিলে,
এ অবুঝ প্রেমিককে ভালোবাসা দিলে
প্রেম কথা বলে যাবে কবিতায়, গানে
ভালোবাসা গাঢ় হয় সুনিবিড় টানে!
অহঙ্কার ভালো নয় রূপকন্যা শোনো
তুমি ছাড়া সারা বিশ্বে বন্ধু নেই কোনো।

৩০.
রাতের প্রহর ভেঙে রাতজাগা কবি
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গান লিখতে চায় বলে
রমণী তোমার কাছে চেয়েছিল প্রেম
তুমি তাকে শূন্য হাতে ফেরালে কেমনে?

কবির সংসারে আজ ভাঙনের সুর
আঁকাবাঁকা বহুদূর পথহাঁটা কবি
ভাঙা বুক নিয়ে গান আর পদ্য লেখে
দু'চোখের জল ঝরে বিরহের ভারে

কোথায় রমণী তুমি? স্বরবৃত্তে কবে
তোমাকে নিবিড় করে পাবে বাউল মন

হারানো ব্যথাটুকু বরফের মতো
জমাট বেধেছে বুকে, তোমার উত্তাপে
গলে যাক, মুক্তি পাক ব্যথিত হৃদয়
বেদনার পৃথিবীতে আনন্দ আসুক।

৩১.
হৃদয় আমার জ্বলন্ত ভিসুবিয়াস
লাভার কারণে বাড়ে প্রেমের তিয়াস,
গোলাপের কাঁটা ফুটে রক্তাক্ত দুই পা
অচল প্রেমিক আমি, সচল করো না!

বিড়াল ঘুমায় পাশে, ভেঙে গেলে ঘুম
তুমি ভেবে বিড়ালকে দিই সত্যি চুমু!
মধ্যরাত হয় আরো গভীর নিঝুম
বুকের ভেতর বাড়ে বিরহের ধুম।
চোখের পাতায় নামে নিদ্রাহীন বৃষ্টি
বিরহের কষ্ট হয়ে যায় অনাসৃষ্টি,
বিড়ালকে বুকে নিয়ে শুয়ে থাকি একা
তুমি ছাড়া এ ঘরটা মনে হয় ফাঁকা।

অর্থের পেছনে ছোটে সব ভালোবাসা
অর্থহীন প্রেমিকের কেঁদে ফেরে আশা!

৩২.
জীবনে তোমাকে পেলে বিশ্বজয়ী হবো
জার্মানীয় হয়ে যাবো তোমাকে না পেলে
তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি থামাতে
ভুল করো না রমণী, সাড়া দিতে প্রেমে

সকল হারিয়ে যাক, দু:খ নেই তাতে
তোমাকে হারালে হবো নেশাসক্ত যোদ্ধা
ফিরে পেতে ভালোবাসা যুদ্ধে যাবো আমি
প্রেমের ট্রয়নগর ধ্বংস হয়ে যাবে।
আমার কীবা নিজস্ব, তুমি ছাড়া প্রিয়?
আত্মার গভীরে আছো হেলেনের মতো!
সব হারিয়ে এখন তোমার হৃদয়ে
আশ্রিত আপন হতে কায়েস হয়েছি

বেহালার সকরুণ সুর হয়ে বাজি
শুনে হলে মায়াবতী—যুদ্ধ থেমে যাবে।

৩৩.
গহীন রাত্রিকে বলেছিলাম, সুহৃদ
তুমি কাকে ভালোবাসো হেলেনের মতো?
বলেছিল, শব্দহীন পৃথিবীর বুকে
আমাকেই ভালোবাসি, আর কাউকে না!

নারী, আমি রাত্রি হবো ভালোবাসা শিখে
উদাসি আমাকে দিয়ে দু:খকে তাড়াবো
তোমাকে গভীরভাবে ভালোবাসতে গিয়ে
নিজেকে দু:খের কাছে করেছি নিক্ষেপ!
কখনো দাওনি সুখ, দিয়েছো বিরহ
বলেছিলে, দেবে তুমি উদার পৃথিবী
যে পৃথিবী হবে শুধু আমার একার
না, রাখো নি তুমি কোনো কথাই তোমার

রাত্রির আঁধারে নারী জোনাকীর মতো
সুখের প্রদীপ জ্বলে, দেখো না কখনো!

৩৪.
আমাকে কীভাবে দুঃখ দাও, সুখ দাও
বুঝতে যদি তবে তুমি বিরহিনী হতে
তুমি ওই প্রসাদের বাবার শাসন
অমান্য করে বেরোতে, কবি প্রেম নাও

আদরের কন্যা শোনো, তোমার অর্থের
লোভে প্রেমিকেরা ভালোবাসতে চায়

কিবা তোমার অজান্তে অর্থলোভী, মন
পেয়েছে তোমার, তুমি চেনো নি প্রেমিক
তোমার অর্থের কাছে ভালোবাসা আসে
অথচ আমার অর্থ নেই বলে আজো
কেউ বলে না, তোমাকে সুন্দর দেখায়।
বুকে হাত দিয়ে বলো, প্রকৃত প্রেমিক
পেয়েছো কী কোনোদিন প্রেমের উঠোনে?

এসো আজ ভালোবেসে বিরহ তাড়াই....!

না বলার ঝড়

চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ নয়, ধর্ম গ্রন্থও নয়
আমার অবুঝ মন সাক্ষী রেখে বলি
একালের চন্ডীদাস আমি। বুঝে নিয়ো
আমার বুকের মধ্যে উথাল পাতাল
বিরহের ঢেউ দোলে—না বলার ঝড়ে;

দরিদ্র কবিকে তুমি অবহেলা করো
আমার প্রেমের ফুল দু'পায়ে মাড়িয়ে
চলে যেতে চাও তুমি অন্য ঘরে, বুঝি
আমার চাওয়াকে তুচ্ছ ভাবো, প্রিয়তম!

প্রেমিকের প্রশ্নবাণে কি জবাব দেবে?
তোমাকে হারালে সুখ হারাবো বিরহে
পেলে শোনো ধন্য হবে কবিতার ভাষা
সে স্বদেশ ছেড়ে সারা বিশ্বে বলে দেবে
তোমার অধরে রবো ক্রীতবর হয়ে।

তুমিই আমার সুখ প্রথম প্রেমের।

নারী ও কবি

তুমি নারী, কবিতার কথাকার আমি....

নারীর রহস্য বোঝে না স্বয়ং মন
আর আমি রহস্যের অবয়বে লিখি

স্বাস্থ্যবতী কবিতার কয়েকটি পঙক্তি
কবিতার শরীরের ভাঁজে ভাঁজে থাকে
রহস্যের বোলচাল। তোমার শরীরে
লুকানো আদিম সুখ। খুঁজে ক্লান্ত কবি

সুবিশাল হৃদয়ের কুঠুরিতে রাখো
রহস্য গোপন কথা। দিবানিশি আমি
তোমার গোপন কথা জানতে চাই বলে
কবিতার রহস্যকে শৈল্পিক স্বরাজে
নগ্নতার আদিরসে ভিজিয়েছি মাংস
বুঝি নি তোমাকে তবু, সন্দেহের কাছে
হেরেছি, বলেছি তাই, আমার না তুমি।

শিরোনামহীন

অনিশ্চিত ভবিষ্যত কাঁধে নিয়ে আমি
শহরের পথ হাঁটি, সন্ধ্যে হলে থামি
জীর্ণগৃহে। স্যাঁতসেঁতে ভাব, এক শত
বছরের পুরাতন—দু:খ অবিরত
আমাকে আগলিয়ে রাখে মায়ের মতন
এই জীর্ণগৃহে আমি দেখেছি স্বপন;
কেউ এসে বধূ হয়ে গলায় পরাবে
প্রেমীমালা, ভালোবেসে অধরে জড়াবে....
আস্তর ভেঙেছে দেয়ালটা ভাঙাচুড়া
মেঝেতে ছড়িয়ে আছে চাউলের কুড়া,
একঝাঁক বাচ্চা নিয়ে কুড়া থেকে চাল
খাচ্ছে মুর্গী, বস্তা ভর্তি চাল আর ডাল।

এ খেয়েই কোনোমতে দরিদ্রের বাঁচা
জীবন ইজ্জতে যেনো শার্ট-প্যান্ট কাঁচা।

যা ছিল প্রেমের

এখন তোমাকে নিয়ে ভাবছি। মধ্যরাতে
ঘুম নেই চোখে, তাই বিস্মৃত অসংখ্য

অতীত হাতরিয়ে যাই চারপাশে আমি
তুমি এসে স্বপ্নজুড়ে বেদনা ছড়াও;

তোমাকে বুঝি না কিছু, বুঝতে চেয়ে শুধু
ব্যথায় ভেঙেছে বুক। মনের জমিনে
বিরহের বৃষ্টি নেমে বিধৌত হয়েছে
সুখের শরীর আর ব্যথার শরীর
হয়েছে শস্যের দানা। মনে হয় তাই
মানুষেরা নিঠুরের প্রতিকৃতি আর
তোমাকে জেনেছি, চাই আরো চাইসব
দিতে দিতে নি:স্ব আজ অবুঝ প্রেমিক

অবশিষ্ট নেই মনে—যা ছিল প্রেমের
তবুয়ো বোঝো নি তুমি আমাকে, উপমা।

আনন্দে ঝরুক অশ্রু

মেঘ আর আকাশের মিলনে নেমেছে
অঝোরধারায় বৃষ্টি; হচ্ছে মহাসৃষ্টি
মানবীয় সুখবর। আহা, মেঘ হয়ে
তোমার আকাশে উড়ে যাব নিশিকালে
আমাদের মিলনের মহাসন্ধি ক্ষণে
নামুক আনন্দ বৃষ্টি। বিরহের জরা
ধুয়ে মুছে যাক শারীরিক রক্ত জলে
স্নাত হোক দু'জনার মনে চাওয়া পাওয়া।

প্লাবন আসুক প্রেমে বেহিসেবি তোড়ে
জাগুক হৃদয়জুড়ে অস্ত্যমিল টানে
গান আর ফুল হোক প্রেমের বাগান
আনন্দে ঝরুক অশ্রু মিলনের সুখে

আমাদের প্রেম হোক সৃষ্টি সুখে ছন্দ
ছড়াক জীবনে প্রেমে আনন্দের দ্বন্দ্ব!

গ্রাম্য কিশোর ও আমি

গ্রামের কিশোর ওই দেখো ফুল ছিঁড়লো
মেঠোপথ পাশে ঝোঁপঝাড় বন থেকে;
সে ফুলটি কিছুক্ষণ হাতে ধরে রেখে
ছুঁড়ে ফেলে দেবে মাঠে। আমিও তার মতো
শহুরে বাগান থেকে ছিঁড়েছি গোলাপ
অপেক্ষায় বসে আছি—এখানে নির্জনে.....
তুমি এলে গোলাপটি হাতে দিয়ে বলবো,
আই লাভ ইউ প্রিয়, ওই কিশোরের মতো
দেই নি গোলাপ ফেলে। হাতের মুঠোয়
রেখেছি যতনে ধরে।
আমিও গ্রাম্য ছেলে
গ্রামের পাঠশালা আর নিড়ানি অভ্যেস
আজো দোলা দেয় মনে, বিহ্বল হই
মাঝে মধ্যে ইচ্ছে হয়, তোমার নিকট
গ্রামের কিশোর হয়ে থাকি সারাকাল।

আমি ও নদীর স্বপ্ন

আমাকে কেউ-ই প্রেম, হৃদয় দেয় নি
শুনে তুমি বলেছিলে, দেবে। অত:পর
গভীর বিশ্বাসে মন দিলাম তোমাকে
অবশেষে টের পাই, তোমার কথাকে
বিশ্বাস করাটা ভুল হয়েছে আমার!

বড় কষ্টে আছি আজ মনটাকে নিয়ে
লোকে বলে, বাউণ্ডুলে সব্যসাচী কবি
সংসার হয় নি তাই, অনেক আশার
মিনার গড়েছে মন তোমার অজান্তে
যে সংসারে তুমি হবে চাবিঅলা প্রেম

নদীর স্বপ্নটা শোনো, তীর ভেঙে ভেঙে
নিজেকে বিশাল করা, ইচ্ছে ছিল বড়
তোমার মনের তীর ভেঙে ভেঙে আমি
প্রেমের বিশাল নদী হবো পৃথিবীতে!

দুরন্ত জীবনকাল

আমার হিসেব মেলে না, গড়মিলে ভরা
দুরন্ত জীবনকাল। তুমি এসে যদি
হিসেব মিলিয়ে দাও, সুবোধ তরুণ
তোমার গলায় ঝুলবো, যেমন হৃদয়ে
ঝোলে প্রেম চাওয়া পাওয়া হিসেববিহীন

তোমাকে একান্ত করে নিরালায় পেলে
তোমার দু'ঠোঁটে, স্তনে, সর্বাঙ্গে আমি
সর্প হয়ে বিষ ঢেলে সুখ দেবো, আর
সুখ পাবো ক্লান্ত হয়ে। নিরালায় চাই

জ্বালাতনে আছি আজ যৌবনের তোড়ে
যৌবনের তাড়িগুলো জমিয়ে রেখেছি
তোমার সুড়ঙ্গে ঢেলে আজন্মের সাধ
মিটাবো মাতাল হয়ে। নদীতে জোয়ার...,
ভেসে যাবো সামাজিক সনদ সঙ্গমে।

প্রেমের বকুল

আমার কষ্টকে ভাগ করে নিতে চাইলে
প্রথমে তোমার অভিযোগ তুলে নাও
আমি বেশি কথা বলি না অপ্রয়োজনে
শৈল্পিক সৌন্দর্যে প্রয়োজন যতটুকু
তাই বলি, সৃষ্টিশীল হয়ে যায় সব
সৃষ্টির নেশায় জাগি তোমার অধরে

জীবনের স্বপ্নময় ঘাটে আজো একা
জোসনারাতে বসে ভাবি, প্রকৃতি জানুক
প্রেমিক কবিরা প্রেমে শারীরিক চাওয়া
ভুলে থাকে হৃদয়ের সৌন্দর্যের কাছে
প্রথম চেয়েছি মন তারপরে প্রেম
অত:পর শরীরকে পাবার সনদ

রাজি হয়ে যাও কন্যা, কবুল কবুল
ফুটুক জীবনে আজ প্রেমের বকুল।

স্বপ্নের দুয়ার খুলে এসো মধ্যরাতে

তোমার ওই ঠোঁটে শুধু একবার আমি
ঠোঁট ঘঁষে কিবা ধরো, সঙ্গমের ক্ষণে
জেনে নেবো, ঠিকঠাক আছো কীনা তুমি?

কুমারীত্ব হারিয়েছো কী গোপন প্রেমে?

ওড়না তুমি ব্যবহার করো না কখনো
উঁচু স্তন কাছে ডাকে দু'হাতকে, আর
গোপন উঠোনে যেতে ইচ্ছে করে তবু
বাড়াই না হাত—কষ্টে লোভ চেপে রাখি

গতকাল রাতে কোল-বালিশ জড়িয়ে
ঘুমোতে গিয়েছি, ঠিক তখন তোমাকে
মনে পড়লো, চোখ বুজে ভাবলাম খানিক
মনে হলো বালিশটাই তুমি, ধ্যান ভাঙলে
হু'হু করে কেঁদে উঠি তোমার বিরহে

একালের বনলতা সেন

অমন হরিণী চোখে তাকিয়ে থেকো না
বেসামাল হয়ে যাই, কখনো বা আমি
তোমার চোখের মধ্যি নিজেকে হারিয়ে
মধুকর হতে চাই নগদ লেনদেনে

এখন বিশ্বাস করি, নগদে লেনদেন
বুঝে নিয়ো একালের বনলতা সেন!

চিঠি

তোমাকে চিঠি দেয়া হয় নি এখনো। দেবো কী দেবো না তাও নিয়ে
ভাবছি। মনে হয়, তুমি ওয়েস্টার্ন পোশাকের মধ্যি লুকিয়ে রেখেছো
ভালোবাসা, আমি দিনরাত রহস্য কারণ খুঁজি, তুমি অন্য ঠোঁটে
ঠোঁট রাখো কিনা, তার সঙ্গে পার্কে ঘুরতে যাও কিনা, আরো অনেক কী?
অনেক কথাই তুমি বলো, যার অর্থ দাঁড়ায় এমন, তুমি শুধু
আমাকেই ভালোবাসো, আমার জন্য নাকি তোমার যত ভাবনার
সূত্রপাত। কিন্তু হে উপমা, শোনো, আমার কি মনে হয়, মিথ্যে বলো
তানাহলে আমার ওপর তোমার বিশ্বাস থাকতো, ঘুরতে যেতে পার্কে
দূরে নয় কাছে এসে নিজেকে উজাড় করে দিতে খুব ভালোবেসে
ভালোবাসা এরকম হয়। তোমার প্রেমের কথা, আচরণ আর
সবকিছু বিপরীত। অন্যেরা বলেছে, তুমি পার্কে ছেলে বন্ধুদের
সঙ্গে ঘোরো, আড়ালে ভালোবাসার কাব্য রচো, তোমার সম্পর্কে আরো
কত কুৎসিত রটনা রটে গেছে বেইলী রোড থেকে সমস্ত শহরে

তুমি অল্প বয়স থেকেই প্রেম বোঝো, স্কুল জীবনের দ্বারে কোনো
এক প্রেমিকবর তোমাকে কাঁঠাল ভাঙার মতো ছুঁয়েছে আড়ালে
তোমার সে প্রেম ভেঙে গেছে। তোমার সমস্ত ঘটনার পূর্ব থেকে
এই আমি তোমাকে কেবল ভালোবেসে নি:স্ব হয়ে গেছি, তুমি তার
খোঁজ রাখোনি নিদারুণ অহঙ্কারে। অনেক সাহসে যখন সিদ্ধান্ত
নিয়েছি জানাবো, আমার প্রেমের কথা, তখনই শুনেছি, এ রকম

ভাঙা মন নিয়ে শহরের অলিগলি ঘুরে বেড়াই সারাটি দিন,
সুখ নেই মনে। মাঝে মধ্যে পকেটে ঢুকালে হাত চিঠি বলে, আছি।

অসভ্য, ছি

তুমি যখন হঠাৎ এ
পাশে দাঁড়াও
বুকে টেনে নিয়ে যখ
দু'হাত বাড়াও!
মাতাল হাওয়া এসে হঠাৎ
কাড়ে লজ্জা,

রমনা পার্কের ঘাসগুলো হয়
বাসর শয্যা!
তোমার ঠোঁটের হাসিতে হয়
মালাই সৃষ্টি,
প্রেমের সুখে তোমার চোখে
নামে বৃষ্টি।
আমি শুধু দেখে যাই যে
তোমাকে লি,
তুমি বলো, যৌবন কেন
অসভ্য, ছি!

বরণীয় ভালোবাসা

যে মাটিতে শোষণের দাঁতে মৃত্যু ডেকে আনে
যে মাটিতে গণতন্ত্র রচনার সন্ধিক্ষণে
স্বৈরতন্ত্র রচে নব্য পুঁজিবাদ। সে মাটিতে
তুমি আমি অসহায় প্রেমিক-প্রেমিকা বটে;

এসো মৃত্যুভয় তুচ্ছ জেনে ভালোবেসে যাই
সত্য-সুন্দরের দ্রোহ আর বিদ্রোহের গান
কণ্ঠে তুলি শোষণের দাঁত ভাঙার ত্রিতালে
আধমরাদের মতো বাঁচার চে' বীরের ভূমিকা
রচে মরে যাই অধিকার প্রতিষ্ঠার রণে
হয়ে যাবে বরণীয় আমাদের ভালোবাসা

যে প্রেমিক বা প্রেমিকা স্বদেশের জন্য মরে
সে মরে না, বৃক্ষপেলবতা, শস্যদানা
প্রতিটি লোকের মন—রাখে মনে ভালোবেসে
এসো তুমি আমি হই বরণীয় ভালোবাসা।

সোনালি কষ্ট

তোমার সোনালি কষ্ট আমাকে কাঁদায়।

তোমার বিষন্ন মুখ দেখলে সারারাত

বুকের গহীনে ব্যথা তুমুল বিরহে
ঘুমন্ত শহরে একা নি:শব্দে কাঁদে সে;

তোমার কিসের জন্য এত কষ্ট সখি?
আমার বিরহে তুমি কষ্টে আছো নাকি?
যদি তাই হয় এই আমি বলে দিচ্ছি
কষ্টগুলো আমি নেবো নিবিড় চুম্বনে!

প্রেমিচ্ছা

ফুল ঝরা, কূল ভাঙা এই দু'টো আমি
একদম পছন্দ করি না, উপমা
আঁধারের কান্নার সুর শুনেছো কি?
বুঝে যাবে ভালোবাসা চায় না ভাঙন

প্রেমের উথাল ঢেউ আছড়ে পড়ছে
আমার বুকের তীরে, ভাঙে না স্বপ্ন
দীঘল পথের বাঁকে দাঁড়াও খানিক
মাটির মানুষ আমি শোনাবো যে গান
যে সঙ্গীত শুনে তুমি বেদনার জলে
ভেসে যাবে বহুদূর নিবিড় ছোঁয়ায়
সময়ের বাঁধ ভেঙে নেমে এসো তুমি
আমি ঢেউ হয়ে ছোঁবো তীরের মৃত্তিকা
এলোমেলো ভাবনায় দু'জনেই পাবো
হরিৎ মনের সুখ অভয়ারণ্যে.....।

নারীর সঙ্গে রাত্রিযাপন

অনাদরে রাত কেটে যায়, ভোর হয়
দারিদ্র্য আমাকে ঘর বাঁধার সাহস
দেয় নি, দিয়েছে একলা থাকার বিরহ।

মধ্যরাতে মনে পড়ে, থাকলে পাশে তুমি
শারীরিক বৃষ্টি এসে ভিজে যেতো চাওয়া।

তিরিশ বছর একা, নি:সঙ্গ প্রেমিক
তুমি কেনো, কারো সঙ্গে রাত্রিযাপনের
কোনো স্মৃতি নেই। তাই নারী-শরীরকে
সোনার হরিণ ভাবি। যৌবনের তোড়ে
ভেসে যেতে ইচ্ছে করে তোমার অধরে,

শেষ আশা, তুমি এসে বলবে, দারিদ্র্যের
কষাঘাতে পরাজিত কবি ঘরে চলো
তখন তোমার সঙ্গে সরারাত আমি
গল্প করে অনাদর তাড়াবো নৈ:শব্দে।

চাই

কোথায় কে আছো, শোনো, ভালোবাসা চাই
জলদি এসো—ভালোবাসো..... প্রেমের রাখাল
মনের মানুষ খোঁজে, আদমের ভোজে
একটু উষ্ণ ছোঁয়া পেতে যৌবন মাতাল!

দ্বিতীয় জীবন

ধ্রুবতারা প্রেম হয়ে তোমার জীবনে
কষ্টদিনে জ্বেলে দিতে প্রেমের প্রদীপ
এসেছি প্রেমিক কবি, দ্বার খোলো প্রেমে
তাড়াবো কষ্টের ক্ষণ; চুম্বনে-সোহাগে,
যৌবন নদীর জল উছলে উঠবে চুপি
শ্যাওলার মতন ভেসে শরীর সমুদ্রে
লাজ-লজ্জা খেয়ে চাওয়া পাওয়ার হিসেবে
ফুল হবো, দূর হবে অবুঝ নি:শ্বাসে

বিরহের দীর্ঘকষ্ট।

..... বিচ্ছেদের কষ্ট
নিয়ে কাটে রমণীয় সময় তোমার,
সব জেনে ভালোবেসে কবুল-কাবিনে
নিভে যাওয়া প্রেমের প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে
তোমার স্বপ্নীল আশা হবো সুখোদ্ধারে;
প্রতারিত জীবনের দু:খময় স্মৃতি
মুছে ফেলে দিও তুমি আমার অধরে

তোমার অতীত হবে বিস্মৃত দু:স্বপ্ন!

স্বপ্ন না, কল্পনা

স্বপ্নের উঠোনে হেঁটেছো এতোটা কাল
কষ্টের বিকেলে পেয়েছো শূন্যের ফল,
তোমার জীবনে বাজে নি রূপার মল
বিরহে কেটেছে অক্ষরবৃত্তের তাল।
আকাশ দেখেছো, দেখো নি সৌন্দর্য তার
সূর্যকে দেখেছো, রৌদ্রের সৌন্দর্য তাপে
খোঁজো নি প্রেমের অর্থ কি, প্রেমিক আর
চাঁদের কলঙ্ক সবাই বিবেকে মাপে।

তবু যে কলঙ্ক হয়েছে উপমা দৃষ্টে
শূন্যের মাঝারে কী নেই, যা চাইবে, পাবে,
রমণী, আমার সঙ্গে অজানায় যাবে?
যা চাও সবই পাবে স্বপ্নীল মৃত্তিকা-পৃষ্ঠে !

স্বপ্ন না, কল্পনা বাস্তবে নির্মিত হলে
সকল কষ্টের প্রহর যাবেই চলে।

না

শুধু একটি 'না' শব্দ দু'জনার মাঝে
বঙ্গোপসাগর সৃষ্টি করেছে নিমিষে,
অথৈ জলে ভাসছি, কূল-কিনারা কোথায়?
জানা নেই, তবু স্বপ্নের আয়নাতে দেখি
তুমি 'না' উঠিয়ে নেবে ভুল ভেঙে গেলে

আমি সেই দিনের অপেক্ষায় আছি প্রিয়!

তোমার ছিলাম, আছি, যতক্ষণ দেহে
প্রাণ আছে কেবল তোমার রয়ে যাবো।

আমি কবি, কবিতার মানে বুঝতে যদি
অন্তত 'না' বলতে মন কাঁদতো অগোচরে
কাঁদেনি তোমার মন। বৈষয়িক বলে
কবির শব্দকে আর অর্থের বিকাশে
বিলাসিতা কিনতে চাও শারীরিক প্রেমে

তবু আসতে হবেই তোমাকে 'না' উঠাতে।

শত্রু এবং নৌকো

স্বদেশ, বোমার বিস্ফোরণে কেঁদে ওঠো
নববর্ষে সকালে রমনার বটমূলে,
হতাহত হলো প্রাণ, থেমে গেলো গান
কার হিংস্র কর্মে হলে রক্তাক্ত আবার!

যশোরের বুক লাল মানুষের রক্তে
জঙ্গিবাদ শকুনের মতো খাচ্ছে খুবলে
সাম্যবাদ, খুনীর শ্লোগান জিন্দাবাদ
জয়বাঙলা হারিয়ে যাচ্ছে জাগরণ থেকে

ভিনদেশী প্রভুরা টানছে অদৃশ্য সুতোয়
আমাদের ঘূর্ণমান ভবিতব্য সুখ,
মুক্তিযুদ্ধে পাওয়া স্বপ্ন নিয়ে ষড়যন্ত্র
ভাত, ভোট, প্রাণ নিয়ে কেমন তামাশা?

ভেঙেছে ধৈর্যের বাঁধ, স্বদেশ প্রেমের
নৌকোয় চড়েছি শত্রু হটাবার লক্ষ্যে।

মা

আমার মায়ের মতো কেউ আর ভালোবেসে—স্নেহে
করে না আদর, টিনএজ বয়সে
হারিয়েছি তাকে। সেই আদর মাখানো দিনগুলোকে
ভাবতে গেলে মাকে দেখি, স্কুলফেরা
ক্ষুধার্ত আমাকে খাইয়ে দিচ্ছেন আদরে; রাতে ঘুমাবার আগে
অকৃত্রিম আদরের স্পর্শে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে অবুঝ মাথায়,
মনে পড়ে, আমার অসুখ করলে মা হতেন ব্যস্ত।
সারারাত শিয়রে জেগে থাকতেন মা। কেঁদে কেঁদে
খোদার নিকট প্রার্থনা করতেন, আমার সুস্থতা চেয়ে।

একদিন না দেখে থাকতে পারতেন না, সেই মা যে
আমাকে দেখেন না চৌদ্দ বছর হলো....
কাঁদায় মায়ের স্মৃতি নির্জনে একাকী ভাবলে।

আমার অন্তর খোঁজে মাকে,
অবুঝ আকাঙ্ক্ষা জানে, মাকে কতো বেশি ভালোবাসি আজো!
স্মৃতির দুয়ারে এলে মনে হয় মায়ের স্নেহের কোলে
ঘুমাচ্ছি বিভোর নিরাপদবাসে।
জানি আমার মা, আর কোনোদিন
ফিরে আসবে না আমার কাছে,
কেবল স্মৃতি কষ্ট বয়ে বেড়াবো আজন্ম.....।

মায়ের মতন কেউ হয় না জীবনে।

অকারণ

আমি কি আমার দেশের কষ্টকে বুঝি?
না। শুধু নিজের সুখ দিনে-রাতে খুঁজি।
দেশের কি হলো—তাতে কি আসবে যাবে,
একথা আমার মতো স্বার্থপর ভাবে!
অথচ দেশের মাটি অঙ্গে মেখে আছি
পুরোদেশ কষ্টে কাঁদে—আমি দুধ-মাছি!
ভাত-মাছে সুখে ছিলো প্রিয় বাংলাদেশ
কার জন্য সেই সুখ হয়ে গেছে শেষ ?
কারণ খুঁজি না বলে অকারণ দেশে
মানুষের প্রাণ কাড়ে দিবালোকে হেসে।
কারণ খুঁজতে হবে স্বদেশের জন্য
স্বাধীনতা নয় যেনো সস্তা কোনো পণ্য !
স্বদেশ বিপন্ন আজ কাঁদছে গণতন্ত্র
ষড়যন্ত্র রুখে দেবো—হোক এক মন্ত্র।

শ্রম মূল্যহীন চাকুরে

আমি কোন্ পেশার চাকুরে, পনেরো বছরে
একটি টাকাও বেতন পাইনি। কবিতার
প্রেমে পড়ে তবু শ্রমমূল্যহীন পেশা ছেড়ে
অন্য পেশা নিতে পারিনি। ভেঙেছে সবিতার
স্বপ্নময় ভালোবাসা, সে এখন অন্যজন !
বিত্তহীন এই আমি কষ্টের প্রদীপ জ্বেলে
বসবাস করি কবিতার সঙ্গে। প্রিয়জন
বলতে কে আছে নিজেই জানি না। অবহেলে
যারা আমাকে দিয়েছে কষ্ট, তারা শুধু জানে
হা-ভাতে কবির গৃহে কবিতার সঙ্গে আছে
অকৃত্রিম ভালোবাসা। জীবনের জ্যোতি গানে
স্বপ্নরা হিসেব কষে শূন্য পায় হা'র কাছে।

মাস গেলে চাকুরে বেতন পায়, কবি পায়
পরিবার, সমাজ রাষ্ট্রের কাছে থেকে গ্লানি
তবুও নিশ্চুপ হেঁটে যায় কবিতার পথ
নিঃস্বার্থ মননে ঢালে জ্ঞান বিজ্ঞানের পানি।

শত্রু-লড়াই

ব্যাবিলন সভ্যতার দেশে, তোরাবোরা গিরি পিঠে
স্বাধীনতা হন্তারক সাম্রাজ্যবাদের সূর্য ওঠে।
নিজের খোঁয়াড়ে দৃশ্যে পরমাণু বোমা ডিম পাড়ে
কুটিল কৌশলে অদৃশ্যে ধ্বংসের কলকাঠি নাড়ে।

তার ভয়ে পৃথিবীর মুখ হারিয়ে ফেলেছে ভাষা
সে বিশ্ব জুলুমবাজ, শোষিত শ্রমিক-ছাত্র-চাষা।
আকাশ-পাতাল-মাটি করেছে দখল স্বৈররাজ
এ শত্রু-লড়াইয়ে হারবে সে, জিতব আমরা আজ।

মানুষ এবং পাখি

সূর্যের ডানা আছে, সে ডানায় কোনো প্রাণী কোনোদিন
চড়তে পারেনি বলে আজো মানুষেরা মানুষ রয়েছে।
কিছু মানুষ অকারণে মানুষ থেকে ভিন হতে চেয়ে
পথ হারিয়ে ঘুরছে অজানার জগতে। জানা হবে না,
তবু জানতে চেয়ে মৌলিক বিষয় থেকে আঁধারের গৃহে
করছে বসবাস। আমি তাদের বলি, মূর্খের দল !
বেশি যেমন বুঝতে নেই, বেশি তেমন জানতে নেই
তাতে নিজের চিরন্তন বিশ্বাসকে হারায় মন
তখন সে হয়ে যায় অবিশ্বাসী অভিশপ্ত আধার !
এই ক্ষণিকবাসে কৃচ্ছতা সাধন প্রথম শর্ত
যাকে বলে থাকি, জীবনের সঞ্চয়, আত্মার সঞ্চয়।
পাখিদের মতো মানুষের জীবন নয়। মুক্ত ওরা,

ওদের পাপপুণ্যের কোনো বিচার হবে না কোথাও !
মানুষের হবে। তাই প্রাণী থেকে প্রথম মানুষ হও।

মাটির জীবনে স্বর্গের সুখ

ফুরোয় একটা দিন—আসে রাত—আর
দিন-রাত ফুরোচ্ছে। এভাবে আমার
বয়স যাচ্ছে কমে। মৃত্যুর দিকে
এগিয়ে যাচ্ছি, যৌবন আসছে ফিকে!
এইসব পরিচিত মুখ, পরিবেশ
ছেড়ে চলে যাবো একা অদৃশ্য দেশ !
ঝরা-পালকের মতো স্মৃতি পড়ে রবে
মায়াবি পৃথিবী কোল আমিহীন হবে।
জীবন ফুলের মতো নিষ্পাপ হলে
অদৃশ্য দেশে আমি ভেসে যাবো জলে
স্বর্গের নায় চড়ে। আর পাপী আমি,
নরকে জ্বলবো অনন্ত দিবাযামী।

আস্তিক বলে আমি সিজদায় যাই
মাটির জীবনে স্বর্গের সুখ পাই।

ঘর ও দোলা

এক কারিগর বানালো ঘর—দ্বার-জানালা খোল
ঘরের ভেতর ধন্নায় বাঁধা এক জীবনের দোলা।
ঘরটা বড় দোলা ছোটো—কারিগরের খেয়াল
দোলার জন্য মেপে দিলো ক্ষণস্থায়ী দেয়াল।
সুনির্দিষ্ট দিন ফুরোলে দোলা দেবে উড়াল
ঘরের স্মৃতি হয়ে যাবে দূর অজানায় আড়াল।
গুনাহ নেকির হিসেব শুরু জানা পরিবেশে
যায় না ফেরা নেকি নিতে মাটির সবুজ দেশে।

সবই জানি পরকালে স্বর্গ-নরক আছে
মাথা নুয়াই পাঁচ ওয়াক্ত তবু কি তাঁর কাছে ?
রোযা ভাঙি, মিথ্যে বলি, তাঁর কাজে দিই ফাঁকি
পার্থিব সুখ পাবার জন্য অসৎ কাজে থাকি।
বড় ঘরের ছোটো দোলা ক্ষণিকবাসের খেলা
অনন্তকাল স্থায়ী নিবাস—কেউ করো না হেলা।

মাটিপুত্র

এ বাংলার মাটিপুত্র—খুঁজি সব ঘরে
কাউকে পাই না আমি, স্বপ্ন বিক্রি করে
কেউ চলে গেছে দূর দেশে, কেউ আছে
বুঁদ হয়ে হতাশার জীর্ণতার কাছে।
কেউবা স্বদেশে আজ সূর্যালোর দিনে
অন্ধকার দেখে শুধু বৈদেশিক ঋণে।
তবু এর মাঝে একা মাটিপুত্র খুঁজি
তার কাছে জমা দেবো দেশপ্রেম পুঁজি।

মাটিপুত্র দাও দেখা এই ক্রান্তিকালে
বাতাস লেগেছে আজ চেতনার পালে।
তুমি এলে ছুটে যাবে উজানের দেশে
শোষিত মুখের ভাষা বিদ্রোহীর বেশে।
জেগেছে রুখতে আজ অন্যায়ের কাল
মাটিপুত্র জন্ম নিয়ে তুমি ধরো হাল।

নাড়া হবে ভস্ম

বায়ুবীয় দুষ্টপ্রাণী নিয়েছে দেশের পিছু
মানব, জ্বীন বা সেটা হতে পারে অন্য কিছু !
টের পাই আমি প্রতিক্ষণ অদৃশ্য মননে
মিথ্যে নয় এক চিলতে লিখছি অভয় বলনে।
ক'জন সন্ত্রাসী ধর্মের লেবাসে বোমা মেরে

স্বদেশী নিরপরাধ মানুষের প্রাণ কেড়ে,
ভণ্ড বলছে, শহীদের মৃত্যু পথে দ্রুত হাঁটছি
আমাদের শত্রুর সাহস অস্ত্র দিয়ে কাঁটছি।
ওরা নিজেরাই জানে না জাতির শত্রু তারা
ওরা আদর্শের ধান নয়, মূল্যহীন নাড়া।
এইসব নাড়াকে পুড়িয়ে দিতে হবে আজ—
প্রতিশোধে প্রতিরোধে জাতি হলে হামলাবাজ,
নাড়া হবে ভস্ম, উড়ে যাবে সত্যের বাতাসে
আবার উড়বে সুখ-পাখি বাংলার আকাশে।

ISBN 984 70010 0020 9